নান্দীকারের ত্রয়ী

ঃ সম্পাদনায় ঃ

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

সিকদার প্রিণ্টার্স
১৫/এ নলিন সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৪
মুদ্রক—সুবীর কুমার সিকদার কর্তৃক মুদ্রিত—

সতর্কীকরণের চেষ্টা

চলতি রীতিতে কোন সংকলন বা সাধারণ গ্রন্থের সামনের কয়েকটি পাতায় ভূমিকা ইত্যাদি তাঁরাই লিখে থাকেন যাঁদের বয়স অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞা নির্দিষ্ট গ্রন্থে সংকলিত বিষয়ে নতুন মাত্রা সংযোগে সক্ষম। এ ক্ষেত্রে রুদ্রদার সিদ্ধান্ত-ক্রমে সে নিয়ম ভাঙ্গা হচ্ছে আর সাধারণ স্বভাবে যেহেতু অপরিণত কনিষ্ঠরা বয়স্কদের অধিকার অর্জনের আকাঙ্খা পোষণ করে—হয়তো সেই বোধেই বেআইনীভাবে আমি ঢুকে পড়লাম। ফলে অনাবশ্যক কিছু ভাঙচুর যে হতে পারে সে আশংকাও কম নয়। সে যাই হোক।

এখানে দুজন বিদেশী নাট্যকারের তিনটি অনুবাদ/রূপান্তর নাটক সংকলিত হলো; যা গত প্রায় ছ'বছরে নান্দীকার বিভিন্ন সময় অভিনয় করেছেন বহুসংখ্যক দর্শকের উষ্ণ অভিনন্দন সহ। এই ঘটনা অবশ্যই নতুন বা প্রথম নয়, ইতিপূর্বে একই ধরণের আর একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে 'নান্দীকার ত্রয়ী' নামে। এবং ঐ সংকলন গ্রন্থটিও সাজানো হয়েছে তিনটি অনুবাদ নাটক দিয়ে। কারণ বিগত তেইশ বছর ধরে নান্দীকার প্রধানতঃ অনুবাদ নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। এরই মধ্যে যে ক'টি মৌলিক বাংলা নাটক তাঁদের হিসেবের মধ্যে আছে তা শুধুমাত্র সংখ্যায়। এমনকি বর্ত্তমান সংকলিত তিনটি নাটকের অনুবাদক প্রায় বিশ বছর আগে বাংলা থিয়েটারের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সফল অনুবাদক হিসেবেই। পরবর্তীকালে আরও বহু নাটক অনুবাদ করেছেন, কিন্তু মৌলিক নাটক রচনায় আগ্রহী হলেন না। অর্থাৎ বাংলা থিয়েটারে নান্দীকার একটি বিশেষ শৈল্পিক রূপ বেছে নিয়েছিলেন শুরু থেকে এবং সেই স্বতন্ত্র স্রোতকে স্বতস্ফূর্তভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন প্রায় যুগ। সন্দেহ নেই এই স্রোত নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে বাংলা থিয়েটারকে। নান্দীকার শুধুমাত্র বাংলা মৌলিক নাটকের অভাবের জন্য অনুবাদের সাহায্য

নিয়েছেন এই ধরণের একটা বিশ্বাস অনেকেরই আছে, আমার মনে হয় এরই সঙ্গে একটি বড় কারণ ছিলো পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব—যা আজ অভ্যাস বা স্বভাবে পর্যবসিত। ষাটের দশকের শুরুতে শিল্প সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও কিন্তু বিদেশী প্রভাব ছিলো সুস্পষ্ট। সম্ভবতঃ সাতচল্লিশ উত্তর ভারতবর্ষের পরিবর্তিত সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমিতে যে সাফল্যের ছবি ফুটে উঠেছিলো এবং জাতীয়তাবোধের নতুন উপলব্ধি বুদ্ধিজীবীর একাংশে যে শিল্প আকাঙ্খা সৃষ্টি করেছিলো তারই প্রকাশার্থে সাহায্য নেওয়া হ'লো বিশ্বের সমৃদ্ধতর নাটক ও নাট্যের। বাংলাদেশে চল্লিশ দশকে নাট্য আন্দোলনের সূচনা। একদশক পরে তা হয়ে উঠেছিলো আরও সজীব ও বিচিত্র। সেখানে নানান নিরীক্ষা মূলক কাজে প্রধানতঃ বাংলা থিয়েটারের দেশজ রূপ অন্বেষণের চেষ্টা ছিলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বিদেশী যে সমস্ত নাটক সেদিন মঞ্চস্থ হয়েছে তা বহুলাংশেই তৎকালীন পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে যথার্থ ভাবেই মেলাবার চেষ্টা হয়েছে বিষয় ও প্রযোজনাগত দিক থেকে। নান্দীকারের আগেই একাজ শুরু হয়েছিলো প্রধানতঃ বহুরূপী ও এল, টি, জি'র প্রচেষ্টায়। নান্দীকার সেই প্রচেষ্টাকে আরও নির্দিষ্টভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এই ভাবনার সূত্র ধরেই আমরা বলতে পারি সত্তর দশকের প্রথমার্দ্ধে এ শহরে ব্রেখট-এর আসার কারণও ঐ একই পরিবেশ বিশ্লেষণে নিহিত। এ ক্ষেত্রে নান্দীকার সবচেয়ে বেশী অভিনন্দিত হয়েছে, কারণ বাংলাদেশে ব্রেখ্‌ট-এর নাটক ইতিপূর্বে মঞ্চস্থ হ'লেও 'জনপ্রিয় ব্রেখ্‌ট'-এর পথিকৃৎ কিন্তু নান্দীকার। একইভাবে এই শহরের সবচেয়ে বেশী উন্মাদনা সৃষ্টি করে যে খেলা, এবং যার সঙ্গে দেশের দামী বয়সের ছেলেরা প্রায় উন্মাদের মতো জড়িত—তাকে কেন্দ্র ক'রে গত ক'য়েক বছর এক 'ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ' আবর্তিত হচ্ছিলো, তা থেকে আমাদের সামাজিক সমস্যা ও দ্বন্দ্বের চেহারা খুব স্পষ্ট ছিলো। কিন্তু এই বিষয়কে মঞ্চে উপস্থিত করার ভাবনা কলকাতার কোনো নাট্যকার করেন নি। ফলে বিদেশী নাটক 'ফুটবল' যখন নান্দীকার উপস্থিত ক'রলো

তখন তা ছিলো ভীষণ নতুন এবং সমসাময়িক। নান্দীকারের (তেইশ বছর) জীবনে এই ধরণের বহু বিচিত্র সফল কাজ আছে, যা উত্তরকালের নিশ্চিত পাথেয়।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে নান্দীকারের বিদেশী অনুবাদ নাট্যের স্রোত বাংলা থিয়েটারের এক বিরাট অংশকে প্রভাবিত করেছিলো। প্রায় সারা বিশ্বের নাট্য সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হবার আকাংখা প্রবল হয়ে উঠলো নানান শৈল্পিক সাফল্য এবং দর্শক সাধারণের সাধুবাদে; ক্রমশঃ অনেকেই এপথে এলেন। কিন্তু নান্দীকার পর্যন্ত যে বিস্তৃতি নিয়ে তাঁরা অনুবাদ নাট্য প্রযোজনায় মেতে ছিলেন সে ভূমি থেকে ক্রমে এক বিচ্ছিন্নতা প্রকট হয়ে উঠলো। বাংলা মৌলিক নাটকের অভাব মোকাবিলায় বহু সংখ্যক সংস্থা আজ প্রায় মৌলিক বাংলা নাটক করাই ছেড়ে দিয়েছে। বিগত এক দশকের প রসংখ্যান গ্রহণ করা হ'লে দ্যাখা যাবে—এই কলকাতায় যতগুলি উল্লেখ যোগ্য নাটক হয়েছে তার মধ্যে মৌলিক বাংলা নাটক এমন কি প্রতিবেশী প্রদেশের নাটকের চেয়ে অনেক বেশী বিদেশী নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। সেই সমস্ত বিদেশী নাটকগুলির মধ্যে এমন বহু বিষয় আছে যার সমস্যা বা মূল দ্বন্দ্ব আজকের বাংলায় গৌন। গ্রুপ থিয়েটার শুরুর সময় বা বিস্তার পর্যায়ে বিদেশী নাটক মঞ্চস্থ করার মধ্যে য দেশজ রূপ অন্বেষণের প্রচেষ্টা ছিল অন্যতম প্রধান, আজ আর তা নেই। 'নাটকে'র অভাব মীমাংসার চেষ্টায় কোন অজান্তে আমরা সমগ্র নাট্য সংকটের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। অথচ এই পরিণতি তো আমাদের কাঙ্খিত ছিলো না। বহু বিদেশেও অনুবাদ নাটক অভিনীত হয় আমাদের মতো জলায় আটকে পড়ার অবস্থাতো তাদের হয়নি। বরং এমন বহুদেশ আছে যেখানে শেকস্‌পীয়র বিদেশী, কিন্তু তাঁর নাটক অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই এক নতুন অভিনয় বা প্রয়োগ রীতির জন্ম হয়েছে। এই আধুনিক কালেও হয়েছে। তাহলে আমাদের এ অবস্থা কেন?

তবে কি আমরা কোনো সহজ পথ পেয়েছি, যেখানে সামগ্রিক নির্মিতির পরিবর্তে সাময়িক সাফল্য প্রকট। এবং আমরা হয়তো অচেতন ভাবেই তাতে তৃপ্ত থাকতে চাইছি। তা না হ'লে তিন দশক পরেও কিসের জন্যে এই ব্যাপক বিদেশী নাটক নির্বাচন! বিশেষ সময় কাল এবং অচেনা দেশের পট ভূমিতে রচিত একটি নাটকের মধ্যে কোন সত্য আছে যা আমাদের দেশে নেই অথচ এই মুহূর্তে তা আমাদের জানানো প্রয়োজন! বিশেষতঃ যে দেশের নাট্য শিল্প মাধ্যমটি ঔপনিবেশিক আচ্ছন্নতা কাটিয়ে নিজস্ব রীতিতে এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়, সেখানে এই ধরণের ঝোঁক আমরা সমর্থন করবো কিভাবে! তাছাড়া, প্রতিবেশী প্রদেশের নাটকগুলির সংবাদ রাখায় আমাদের প্রয়োজন হয় না যত আমরা প্রয়োজন অনুভব করি বিদেশী নাটকের। অবশ্যি, সেখানেও ভাগাভাগি আছে, সে আলোচনা না হয় পরে হ'বে। প্রায় বছর এগারো আগে 'বহুরূপী' পত্রিকায় শম্ভু মিত্র লিখেছেন, একটা জিনিষ আমরা গভীরভাবে অনুভব করেছি যে আমাদের এই বিশাল উপ মহাদেশে দিকে দিকে প্রচুর শিল্পী আছেন, আর এর হাওয়াতে একটা গভীর বোধ আছে। তার সঙ্গে যদি আমরা যুক্ত হতে না পারি, সেই অনুভবের নিবিড়তার মধ্যে যদি ডুবে যেতে না পারি তা হ'লে আমরাই বিনষ্ট হ'বো। তা সে যতোই ইংরেজি বুকনি আওড়াই। সাম্প্রতিক বাংলায় সেই অনুভব কতটুকু বেঁচে আছে আমার জানা নেই। কারণ যেভাবেই প্রগতিশীল হইনা কেন এখনও আমরা পড়শী প্রদেশের কাছে ঋণ স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করি। খুব বেশী দূর নয় এই কলকাতায় বসে যেটুকু খবর পাওয়া যায় তাতে বিভিন্ন প্রদেশে এখন নতুন নতুন বহু নাট্য-ভাবনার জন্ম হচ্ছে। দেশজ রীতি অন্বেষণে তাদের শৈল্পিক শ্রম এক একটি পর্যায় অতিক্রম করছে সাফল্যের সঙ্গে। আমরা তার গ্রহণ করছি কতটুকু? এমন কি অন্যান্য প্রদেশের নাট্যদলগুলি এখানে অভিনয়ের আয়োজন করলে সেখানে নাট্যকর্মীদের উপস্থিতির হার হয় দুর্ভাগ্যজনক। যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ নাট্যাভিনয় বিজ্ঞাপন ইত্যাদির দ্বারা 'পাবলিক ক্রেজ'-এ পরিণত

হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের অন্যান্য আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে। এই ভাবে আমরা বাঁচতে চাইছি অথচ সংকটের যন্ত্রণাভোগ করতে হচ্ছে সকলকেই।

আর একটি ঘটনা আমাদের প্রায় অনেককেই কৌতূহলী করে তোলে, সম্প্রতি এই ঘটনা ঘটেছে সবচেয়ে বেশী। তা হ'লো কোনো নাট্যকারের একটি নাটক একাধিক সংস্থা প্রায় একই সময়ে মঞ্চস্থ করছেন। এর সবটাই কি এ্যাকসিডেণ্ট না কি পরিস্থিতির যথার্থ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ঐ নাটক বিভিন্ন সংস্থা নির্বাচন করেছেন? যতদূর জানি এ্যাকসিডেণ্ট নয়, আর এতো প্রখর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নাট্য প্রযোজনার অন্য ক্ষেত্রে পাইনা বলে তখন মনে হয়, এ কোন সন্ধ্যা থিয়েটারে? একটি নাটকের একাধিক প্রযোজনার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য প্রধানতঃ ব্রেষ্‌ট সাহেবের কপালেই জুটেছে। অথচ শুনেছি ব্রেষ্‌ট প্রযোজনা ভয়ংকর শক্ত। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এই মানুষটি, শুধু নাটক লিখেই থেমে থাকেননি—বিশেষ দর্শকের ভাবনা নিয়ে প্রযোজনা অভিনয়ের কথাও বলেছেন। শুনেছি সেটাও বেশ কঠিন, অর্থাৎ শিক্ষা এবং অধ্যবসায় সাপেক্ষ। তাহ'লে সেই মানুষের নাটক আমরা অনায়াসে করি কি করে? এই 'অনায়াস' শব্দে যে কেউ অভিমানী অথবা ক্রুদ্ধ হ'তে পারেন, কিন্তু আমার বিনীত প্রশ্ন আছে, রবীন্দ্রনাথ মঞ্চস্থ হয় না কেন? সেখানেওতো শুনি, সে নাকি ভয়ংকর কঠিন ব্যাপার। তবে কি ব্রেষ্‌ট রবীন্দ্রনাথের তুলনায় 'সহজ' নাট্য পুরুষ—যাঁকে 'আধুনিক যাত্রা', পর্যন্ত টেনে আনা যায়। তাও কি সম্ভব? অথবা শেকস্‌পীয়র এ মঞ্চে ব্রাত্য কেন? দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পাশ্চমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে পারিবারিক ক্ষেত্রে যে সমস্যা এবং তাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি মননের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে আমরা এই আধাসামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উপস্থিত করছি দর্শক বুঝবেন এই আকাঙ্খায়, অথচ শেকস্‌পীয়র বুঝবে না তাতো হয় না, তাহ'লে মঞ্চস্থ হচ্ছে না কেন? এ দৈন্য কাদের—শেকস্‌পীয়র, রবীন্দ্রনাথ, ব্রেষট্‌ না অন্যকারো?

অনেকে মনে করেন আসলে এ দায় দর্শকের। ক্রমশঃ রুচিহীনতা এবং তাঁদের বিচিত্র চাহিদা থিয়েটারকে অনেকাংশেই বিভ্রান্ত ক'রছে। এ সম্পর্কে নানান মতামত এবং যুক্তিও আছে। বিশেষতঃ অতীতের উদাহরণ আসে বারবার। আগের দিনে এমন কিছু মানুষ এই নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন করতেন যার গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। 'গণনাট্য সংঘ'র প্রথম দিকের ঘটনা বাদ রাখলেও 'বহুরূপী'র ক্ষেত্রে এই ধরণের দৃষ্টান্ত বহু। 'পুতুল খেলা' সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় বা রাজা সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষের লেখন আজ প্রায় প্রবাদ প্রতিম। আজ কোন পক্ষের ভাঁটায় এই আকাল তা নিয়ে হয়তো বিবাদ হতে পারে তবে দ্বন্দ্বের মীমাংসার আশা নেই। তাই নিজস্ব দায়ে থিয়েটার কর্মী হিসেবে আমাদের আগে বুঝে নেওয়া উচিৎ নিজেদের ঘরের অবস্থা। শুনেছি কিছুদিন আগে 'ফুটবল' নাটক দেখে গোপাল হালদার উদভ্রান্তভাবে চোখের জল সামলাতে সামলাতে নাটকটি অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন, ভয়ংকর ভবিষ্যতের যে ইঙ্গিত ছিলো তার যন্ত্রণায়। বিপরীতে ঐ 'ফুটবল' নাটক থেকে দর্শক সাধারণ কিন্তু ক্রমশঃ যন্ত্রণার পরিবর্তে 'মজা' আর হাসির উৎস খুঁজে নিচ্ছেন। একদিন যা ছিলো যন্ত্রণা আজ তাই মজা হয়ে উঠছে।—এই দুঃখ স্বয়ং অনুবাদক নির্দেশকের। সেই তাড়না থেকেই 'ব্যতিক্রম' নাটক ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা নিয়েছেন, যাতে মূল ভাবনা আড়ালে না চলে যায়। হয়তো এই সতর্কতা আর একটু আগে থেকে, সামগ্রিক ভাবে বাংলা থিয়েটারে আর একটু আগে থেকে, প্রয়োজন ছিলো। প্রায় একশ বছর আগে অমৃতলাল "তিলতর্পণ" নাটকের শেষে লিখেছিলেন, 'নাটকের ব্যুৎপত্তি হচ্ছে ন+আটক = নাটক অর্থাৎ যাতে কিছু আটকায় না। দর্শক এবং নাটক ইত্যাদিকে কেন্দ্র ক'রেই সেদিন ঠাট্টা করেছিলেন অমৃতলাল। নানান দিক থেকেই কথাটা বোধহয় আমাদের ভেবে দ্যাখার প্রয়োজন আছে। কলকাতা শহরে কিছুদিন আগে একটি নাটক দ্যাখার জন্যে কিছু দর্শক ১৭ ঘণ্টা লাইনে অপেক্ষা করেছেন এই সত্যও

আমরা দেখেছি। তবু দর্শককে আমরা বা আমাদের দর্শক হারাচ্ছেন কেন ?

এই ক্ষতির কারণ বিদেশী নাটকাভিনয় এমন ভুল সমাধান আমি পেতে চাইছি না। তবে এই পরিণতির ক্ষেত্রে ভুলভাবে বিদেশী নাটকাভিনয়ের যে কিছুটা দায় আছে একথাকেও আবার অস্বীকার করার উপায় নেই। বহুক্ষেত্রেই দ্যাখা যায় নিজেদের টি`কিয়ে রাখার তাগিদে, ভালো সংখ্যক দর্শকের আশায় আমরা ভালো বিদেশী নাটক অভিনয় করি বা করতে চাই। কারণ ভালো শিল্পের একটা সম্মোহনী শক্তি থাকে, আমাদের নানান অক্ষমতার মধ্যে তাকেই কাজে লাগাতে চাই। বিশেষতঃ একটা ভালো গল্প, গান, নাচ বা ভিন্ন কোনো মজা ইত্যাদি থাকলেই 'জমে যাবার' সম্ভবনা প্রবল হয়ে ওঠে, তাই প্রয়োজনীয় দক্ষতাকে আমরা আর আমল দিতে চাইনা। দেশের শিল্প ক্ষেত্রে মুশকিল হচ্ছে একটা পরিচিতির দাবী থাকে, সেখানে অভাব ঘটলে শুধুমাত্র ব্যাখ্যা দিয়ে বা তত্ত্ব তৈরী করে বাঁচানো সম্ভব হয় না।

আসলে চারপাশের বাতাস যত ভারী হচ্ছে আমাদের সহজ স্বচ্ছন্দ গতিও যাচ্ছে হারিয়ে। সামাজিক অবক্ষয়ের বিপরীত যে ভূমিতে থিয়েটারের বেড়ে ওঠবার কথা সেখানেই দ্যাখা দিয়েছে চোরাবালি। ক্রমাগত থিয়েটার পরিস্থিতি যত বেশী জটিল হচ্ছে আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করছি ততবেশী পরাজিত মনোভাব নিয়ে। দু-একটি আপাত সাফল্যে আমরা সজীব হয়ে উঠতে চাইছি কিন্তু সম্পূর্ণ চেহারা আজ আর আমাদের চোখের সামনে নেই। থিয়েটারে অভাব সর্বগ্রাসী। আমাদের জীবনবোধ এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে থিয়েটারের প্রতি যথার্থ অনুভূতিসম্পন্ন একজন মহৎ শিল্পীর কাছে আত্ম-স্বার্থে হাত পাতলেও পরিশ্রম প্রয়োজন তাঁকে বোঝবার জন্য আর নিজের মতো গ্রহণ করার প্রয়াসতো কঠিন-কঠিনতর। মৌমাছিকেও তার মধুসংগ্রহের চাক পরিশ্রম করেই প্রস্তুত করতে হয়। আপাততঃ আমাদের প্রয়োজন সেই প্রস্তুতির।

দেবাশিস মজুমদার

নিয়মরক্ষার চেষ্টা

'নান্দীকার ত্রয়ী'র দ্বিতীয় পর্ব' প্রকাশিত হল। এই সংকলনের প্রথম নাটক 'ফুটবল' নান্দীকারের এবং আমার কাছে নানান দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকবছরের মধ্যেই এই নাটকের ৩০০ রজনীর অভিনয় অতিক্রান্ত হয়, তার থেকেই আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে এই নাটক নান্দীকারকে আর্থিক এবং অন্যান্য দিক থেকে কতটা সাহায্য করেছে। এই নাটকে আজকের সময়কে অনেকটা ধরা গিয়েছিল, ফলে আমাদের সামাজিক আকাংখা অনেকটাই তৃপ্ত করেছিল এই নাটক। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এই নাটকের অভিনয় বাজার-চলতি অর্থে সাফল্য এনে দিয়েছিল।

'খড়ির গণ্ডি' নাটকটির নির্বাচন নাটকটির নিজস্ব গুণ থেকে অন্য এক কারণে ঘটেছিল। শেষ দিকে নান্দীকারের এক বড় ভাঙন ঘটে যায়। আজ বুঝি, 'খড়ির গণ্ডি' নির্বাচনের পেছনে একটা চমকপ্রদ কিছু ঘটানোর লোভ কাজ করেছিলো। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। তাই ১৫০ বারের বেশী অভিনীত হওয়া সত্বেও 'খড়ির গণ্ডি' প্রযোজনার জন্য মাঝে মাঝে বেশ লজ্জা পাই। তবে তারই সংগে কোনও একদিন এই মহান নাটকটির সংগে সৎভাবে পাঞ্জা লড়ার আকাংখা নান্দীকারের আছে।

এই সংকলনের তৃতীয় নাটক 'ব্যতিক্রম' নির্বাচন আসলে এক প্রায়শ্চিত্ত। রংদার চড়া তারে বাঁধা 'খড়ির গণ্ডি' প্রযোজনার পরে বারবার আমাদের মনে হয়েছিল একটি নির্মেদ যুক্তিনিষ্ঠ প্রযোজনা করে নিজেদের কাছে নিজেদের সততাকে যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। সেই তাগিদেই 'ব্যতিক্রম' নাটকটি নান্দীকারের রেপারটোয়ারে অন্তর্ভুক্ত হয়।

'ফুটবল', 'খড়ির গণ্ডি', 'ব্যতিক্রম' এই তিনটি নাটকের রূপান্তর/অনুবাদের কৃতিত্ব—অকৃতিত্ব আমার। কিন্তু এর কাজের পেছনে উদ্যম সবটাই নান্দীকারের।

—রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

নান্দীকার

প্রযোজিত

ফুটবল

মূল নাটক	ঃ	পিটার টার্সন
মঞ্চ পরিকল্পনা	ঃ	কুমার রায় ও রবি চট্টোপাধ্যায়
আলোক পরিকল্পনা	ঃ	কণিষ্ক সেন
রূপসজ্জা	ঃ	শক্তি সেন
নৃত্য পরিকল্পনা	ঃ	অসিত চট্টোপাধ্যায়
শব্দ গ্রহণ	ঃ	হিমাদ্রি ভট্টাচার্য
শব্দ প্রয়োগ	ঃ	হিমাংশু পাল
পোষাক	ঃ	কেয়া চক্রবর্তী
মূকাভিনয় শিক্ষণ	ঃ	নিরঞ্জন গোস্বামী
গানের কথা	ঃ	গৌতম চৌধুরী ও সুতপা সেনগুপ্ত
প্রযোজনা সহযোগী	ঃ	পরিমল মুখোপাধ্যায় ও নিরঞ্জন পাল
নির্দেশনা সহযোগী	ঃ	কেয়া চক্রবর্তী ও অচিন্ত্য দত্ত
রূপান্তর-আবহ-নির্দেশনা	ঃ	রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত
১ম অভিনয়	ঃ	১০ই মার্চ,
১০০তম অভিনয়	ঃ	১লা ফেব্রুয়ারী,
২০০তম অভিনয়	ঃ	২০শে সেপ্টেম্বর,
৩০০তম অভিনয়	ঃ	৩ই মে,

ফুটবল নাটকের প্রথম অভিনয়ের

চরিত্রলিপি

হরি — রণজিত চক্রবর্ত্তী
কালী — রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত
হেডমাস্টার — সুমৌলীন্দ্র আচার্য্য
ক্লাস টীচার — পল্লব মুখোপাধ্যায়
স্পোর্টস টীচার — নিরঞ্জন পাল
সংবাদপত্র বিক্রেতা (ফণী) — পরিমল মুখোপাধ্যায়
অরুণ মামা — সুধীন মুখোপাধ্যায়
বিনয় — অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
অমল — বিপ্লব বালা
দেবব্রত — দেবব্রত বিশ্বাস
অসিত — অসিত কুণ্ডু
সিধু — সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম পুলিশ — রাধারমণ তপাদার
দ্বিতীয় পুলিশ — গণেশ চট্টোপাধ্যায়
ক্লাবের কর্মকর্তা (ভোলাবাবু) — অরুণ চট্টোপাধ্যায়
চাকুরীদাতা ভদ্রলোক — পশুপতি বসু
বরুণ মামা — সুনীল চট্টোপাধ্যায়
রিক্রুটিং অফিসার — বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী
মেডিক্যাল অফিসার — রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম পত্রলেখক — তপন মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পত্রলেখক	— ঝণ্টু বিশ্বাস
তৃতীয় পত্রলেখক	— দীপক সেনগুপ্ত
বৃদ্ধ সৈনিক	— কানু মুখোপাধ্যায়
ম্যাজিস্ট্রেট	— স্বস্তি গঙ্গোপাধ্যায়
অঞ্জন	— খোকন রায়চৌধুরী
প্রথম মাড়োয়ারী	— অচিন্ত্য দত্ত
দ্বিতীয় মাড়োয়ারী	— নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
ভেলপুরী বিক্রেতা	— অলোক পাল
মাসি	— কেয়া চক্রবর্তী
অনিমা	— বীণা মুখোপাধ্যায়
সীতা	— ছায়া ঘোষ
মাড়োয়ারী মহিলা	— সন্ধ্যা দে
কঙ্কা	— মমতা ঘোষ
পি, এ,	— নমিতা পাল
কোরাস লীডার	— গুরুচরণ মুখোপাধ্যায়
কোরাস ১	— দয়াল পাল
কোরাস ২	— রতন মুখোপাধ্যায়
কোরাস ৩	— প্রিয়গোপাল অধিকারী
কোরাস ৪	— শিবু সেনগুপ্ত
কোরাস ৫	— সুধাংশু সাহা
কোরাস ৬	— দীপক দেব
কোরাস ৭	— শ্যামল তপাদার
কোরাস ৮	— অরূপ দত্ত
কোরাস ৯	— মনোজ মণ্ডল

কোরাস ১০	— সিদ্ধার্থ বিশ্বাস
কোরাস ১১	— দেবাশীষ সিমলাই
কোরাস ১২	— সমীর চক্রবর্ত্তী
কোরাস ১৩	— সুশান্ত দে
কোরাস ১৪	— অশোক প্রামাণিক
কোরাস ১৫	— বুড়ো পাল
কোরাস ১৬	— গীতা দাস
কোরাস ১৭	— সোনা দে
কোরাস ১৮	— সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
১ম দ্বার রক্ষক	— ক্ষিতীশ ঘোষদস্তিদার
২য় দ্বার রক্ষক	— রতন দাস

নান্দীকার

প্রযোজিত

বের্টোল্ট ব্রেষট্-এর 'দ্য ককেশিয়ান চক্সার্কাল'

অনুসরণে খড়ির গণ্ডি

মঞ্চ	ঃ	কুমার রায় ও অতি দাস
আলো	ঃ	কণিষ্ক সেন
পোষাক	ঃ	রঘুনাথ গোস্বামী
রূপসজ্জা	ঃ	শক্তিসেন ও সুভাষ সেন
নৃত্য	ঃ	অসিত চট্টোপাধ্যায়
গানের কথা	ঃ	গৌতম চৌধুরী
গানের সুর	ঃ	মুরারি রায়চৌধুরী
শব্দ প্রক্ষেপণ	ঃ	হিমাংশু পাল

রূপান্তর—আবহ—নির্দেশনা ঃ রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

খড়ির গণ্ডি নাটকের প্রথম অভিনয়ের চরিত্রলিপি

চরিত্র		অভিনেতা
অনন্ত	ঃ	জ্যোতি দত্ত
পণ্ডিতমশাই	ঃ	পশুপতি বসু
বিন্দুবাসিনী	ঃ	সবিতা দে
রতন	ঃ	রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত
অশোক	ঃ	অশোক প্রামানিক
অলোক	ঃ	অলোক পাল
গোপাল	ঃ	অচিন্ত্য দত্ত
কার্তিক	ঃ	পিনাক বিশ্বাস
সনাতন	ঃ	কল্যাণব্রত বিশ্বাস
টগর	ঃ	স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত
দয়াল	ঃ	নিরঞ্জন পাল
নবা	ঃ	গোঁসাই রাহা
প্রথম গ্রামবাসী	ঃ	বিপ্লব বালা
দ্বিতীয় গ্রামবাসী	ঃ	দিলীপ মজুমদার
তৃতীয় গ্রামবাসী	ঃ	সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
চতুর্থ গ্রামবাসী	ঃ	বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী
পঞ্চম গ্রামবাসী	ঃ	বাবলু দাশগুপ্ত
ষষ্ঠ গ্রামবাসী	ঃ	নমিতা পাল
মহিম	ঃ	পাঁচুগোপাল দে
শ্রীকান্ত	ঃ	সুধীন মুখোপাধ্যায়
কলিমুদ্দিন	ঃ	কমলেশ দত্ত
পাঁচু	ঃ	দীপক সরকার

চরিত্র		অভিনেতা
প্রথম লেঠেল	ঃ	সুরজিৎ কর
দ্বিতীয় লেঠেল	ঃ	সমিত দাশগুপ্ত
প্রথম মাছচাষী	ঃ	সুকান্ত দত্ত
দ্বিতীয় মাছচাষী	ঃ	অপূর্ব বসু
নবাব	ঃ	পরিমল মুখোপাধ্যায়
বেগম	ঃ	ছায়া ঘোষ
হাবিলদার সিরাজ	ঃ	রবীন চক্রবর্তী
হাবিলদার সুলেমান	ঃ	সুমৌলীন্দ্র আচার্য
১ম সৈন্য	ঃ	সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
২য় সৈন্য	ঃ	সুরজিৎ কর
৩য় সৈন্য	ঃ	বরুণ গাঙ্গুলী
৪র্থ সৈন্য	ঃ	দীপক সরকার
৫ম সৈন্য	ঃ	বাবলু দাশগুপ্ত
রাজা গণেশ	ঃ	অতি দাস
দূত	ঃ	সুমিত দাশগুপ্ত
১ম হেকিম	ঃ	প্রকাশ ভট্টাচার্য
২য় হেকিম	ঃ	দিলীপ মজুমদার
মনসুর	ঃ	বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী
লুৎফা	ঃ	স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায়
বান্দা	ঃ	(১) জ্যোতি দত্ত (২) শৈলেন রায় (৩) সুকান্ত দত্ত (৪) পিনাক বিশ্বাস (৫) কমলেশ দত্ত (৬) কালিদাস মিত্র

চরিত্র		অভিনেতা
বাঁদী		(১) নমিতা পাল
		(২) শিবানী চন্দ
		(৩) রীণা দে
		(৪) সবিতা দে
জনতা	ঃ	(১) গোঁসাই রাহা
		(২) পিনাক বিশ্বাস
		(৩) কমলেশ দত্ত
		(৪) সুধীন মুখোপাধ্যায়
		(৫) অপূর্ব বসু
		(৬) কালিদাস মিত্র
		(৭) অলোক পাল
		(৮) অশোক প্রামাণিক
		(৯) নিরঞ্জন পাল
		(১০) শৈলেশ ঘোষ
		(১১) কল্যাণব্রত বিশ্বাস
		(১২) ফাল্গুনী মিত্র
		(১৩) মধু দাস
		(১৪) নমিতা পাল
		(১৫) মমতা ঘোষ
দুধওয়ালা	ঃ	পশুপতি বসু
চাষী	ঃ	সুধীন মুখোপাধ্যায়
চাষী বৌ	ঃ	মমতা ঘোষ
১ম বণিক	ঃ	বরুণ গাঙ্গুলী
২য় বণিক	ঃ	কালিদাস মিত্র

চরিত্র		অভিনেতা
লুৎফার দাদা	:	পশুপতি বসু
লুৎফার বৌদি	:	মায়া মুখোপাধ্যায়
মামুদ	:	শৈলেশ ঘোষ
শ্বাশুড়ী	:	নমিতা পাল
মোল্লা	:	গোঁসাই রাহা
১ম অতিথি	:	নিরঞ্জন পাল
২য় অতিথি	:	মমতা ঘোষ
৩য় অতিথি	:	সুকান্ত দত্ত
৪র্থ অতিথি	:	প্রকাশ ভট্টাচার্য
৫ম অতিথি	:	পিনাক বিশ্বাস
৬ষ্ঠ অতিথি	:	দিলীপ মজুমদার
৭ম অতিথি	:	কমলেশ দত্ত
৮ম অতিথি	:	শৈলেশ ঘোষ
ইউসুফ	:	অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়
বুলবুল	:	সুকুমার দাস
১ম বালক	:	অশোক প্রামাণিক
২য় বালক	:	অলোক পাল
বালিকা	:	সবিতা দে
মুস্তাক	:	রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত
পলাতক	:	পশুপতি বসু
সোরাব	:	পরিমল মুখোপাধ্যায়
জানকীরাম	:	বিপ্লব বালা
অথর্ব	:	অচিন্ত্য দত্ত

চরিত্র		অভিনেতা
খোড়া	ঃ	কল্যাণব্রত বিশ্বাস
হেকিম	ঃ	গোঁসাই রাহা
তণ্ডক	ঃ	অপূর্ব বসু
সরাইওয়ালা	ঃ	নিরঞ্জন পাল
সহিস	ঃ	জয় ঘোষাল
লায়লা	ঃ	রীনা দে
বুড়ি ঠাকুমা	ঃ	মমতা ঘোষ
এরফান	ঃ	কালিদাস মিত্র
দৌলত শেখ	ঃ	শৈলেন রায়
সলিমুদ্দি	ঃ	কমলেশ দত্ত
পীর ডাকাতুল্লা	ঃ	পিনাক বিশ্বাস
১ম উকিল	ঃ	জ্যোতি দত্ত
২য় উকিল	ঃ	সুধীন মুখোপাধ্যায়
হাবিলদার	ঃ	পিনাক বিশ্বাস
বন্ধু	ঃ	বাবলু দাশগুপ্ত
বন্ধ্যা	ঃ	শিবানী চন্দ
গায়ক বৃন্দ	ঃ	মুরারি রায়চৌধুরী
		রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়
		পরিতোষ পাল
		পল্লব মুখোপাধ্যায়
		জয় ঘোষাল
		অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

বের্টোল্ট ব্রেখ্ট-এর

একসেপসন এ্যাণ্ড দি রুল

নাটকের বাংলা অনুবাদ

ব্যতিক্রম

মঞ্চ : পিনাক বিশ্বাস

আলো : কণিষ্ক সেন / বাদল দাস

পোষাক : সোনা অধিকারী

গানের কথা : গৌতম চৌধুরী

সঙ্গীত : দেবাশিস দাসগুপ্ত

সঙ্গীতানুষঙ্গ : স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত
অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

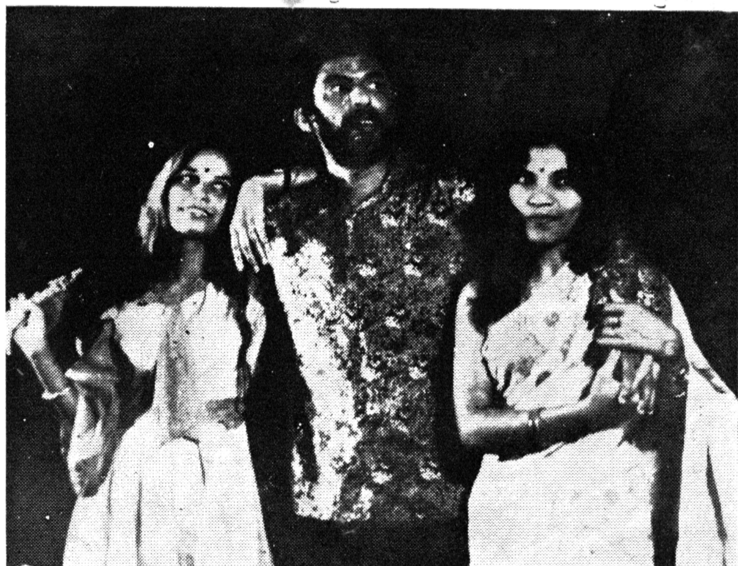
অনুবাদ ও নির্দেশনা : রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

ব্যতিক্রম

প্রথম অভিনয় ঃ ২৩শে এপ্রিল, ১৯৮১

প্রথম অভিনয় রজনীর চরিত্রলিপি

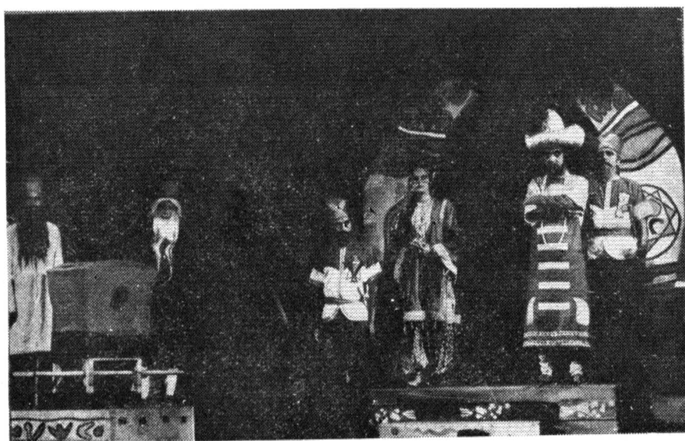
গায়িকা	—	স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত
সদাগর	—	সোমনাথ মুখোপাধ্যায়
গাইড	—	সুমিত দাশগুপ্ত
কুলি	—	পাঁচুগোপাল দে
পুলিশ ১	—	পিনাক বিশ্বাস
পুলিশ ২	—	কালিদাস মিত্র
সরাইওয়ালা	—	গোঁসাই রাহা
আম্পায়ার/বিচারক	—	রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত
সহকারী বিচারক ১	—	দীপঙ্কর বোস
সহকারী বিচারক ২	—	বিমল চক্রবর্তী
২য় সদাগর	—	কমলেশ দত্ত
কুলির বৌ	—	নমিতা পাল
কুলির ছেলে	—	সুকুমার দাস





ফুটবল

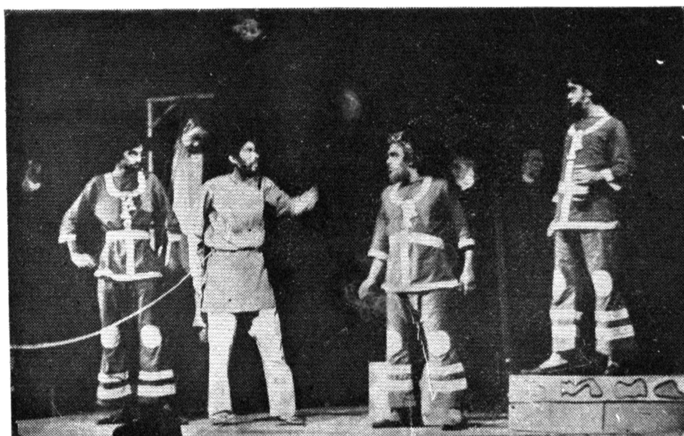
ফুটবল

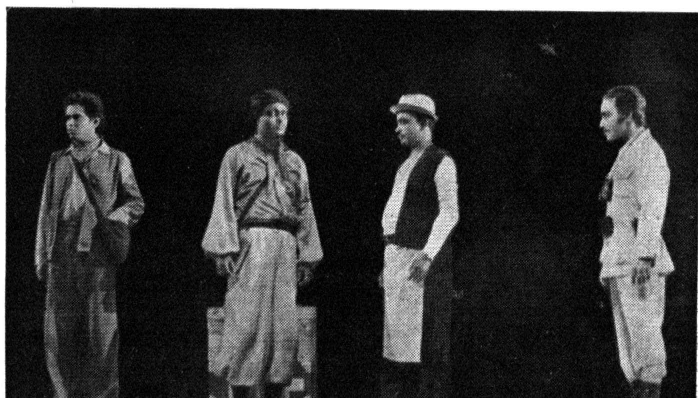


খড়ির গণ্ডি

খড়ির গণ্ডি







প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য ঃ ১

[খেলার মাঠ]

[তৃতীয় বেলের পরে আবহতে রেডিও সিগন্যাল। তারপর ঘোষণা ঃ]
আকাশবাণী কোলকাতা,
কোলকাতা ক এর বিশেষ অধিবেশন শুরু হল। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে ৪৪৭.৮ মিটারে অর্থাৎ ৫৮০ কিলো হার্ডজে।
এখন ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান স্পোর্টিং দলের প্রদর্শনী খেলার ধারাবিবরণী রীলে করে শোনানো হচ্ছে। ধারাবিবরণী দিচ্ছেন কমল ভট্টাচার্য, ও অজয় বসু। এখন আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি ইডেন গার্ডেনে।
[খেলার মাঠের প্রচন্ড কোলাহল। পর্দা খুলে যায়। এক এক করে দর্শক ফেন্স টপকে সামনে চলে আসে। এধার ওধার তাকায়। ডাকতে আরম্ভ করে।]

ক্রাউড ১। কালিদা।

ক্রাউড ২। কালিদা।

ক্রাউড ৩। কালিদা (সুরে)

ক্রাউড। কালিদা কালিদা ও কালিদা।
কালিদা কালিদা ও কালিদা।
কালিদা কালিদা ও কালিদা।
কালিদা কালিদা ও কালিদা।

[কালিদা লাফিয়ে ওদের সামনে আসে। সকলে হৈ হৈ করে ওঠে। কালি ওদের শান্ত করে।]

ব্যোমকালি। আমার নাম কালি, লোকে বলে ব্যোমকালি। এই সব দেখছেন ফুটবল পাগলার দল, সব আমার সাগির্দ। আমি ওদের গুরু। কিরে ভোম মেরে আছিস কেন? ধর্। আপনারা শুনুন কেমন করে ওরা নিজেদের টীমকে জেতায়। লড়ে যাও, লড়ে যাও ভায়েরা।

ক্রাউড। (গান) ইস্টবেঙ্গলের গ্যালারি পরে
কত তরুণ কিশোর গর্দীয়ান।
গাহো সবে মুক্ত স্বরে।
কত জামসেদ মজিদের ঘামের দাগে
ইডেনের মাঠ হলো স্বর্ণপ্রভা,
গাহো সবে মুক্ত স্বরে।
ইস্টবেঙ্গলের গ্যালারি পরে,
সস্তা সবুজ এই গ্যালারি পরে
কত তরুণ কিশোর গর্দীয়ান
গাহো সবে মুক্ত স্বরে।

ব্যোমকালি। চুপ রে চুপ। আমি এদের গুরু। এদের সব্বার—ঐ যে চুল উস্কো খুস্কো সারা গায়ে ঘাম, চোখগুলো উত্তেজনায় চক্‌চক্ করছে হাজারো নওজোয়ান ওদের সব্বার। আমায় ওরা কাঁধে তুলে নেয়, নাচে, তারপর আমিই শুরু করি ঃ এ - এ—এ—

ক্রাউড। ব্যোমকালি ব্যোমকালি ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোম ব্যোম ব্যোম, কালি কালি কালি
ব্যোম ব্যোম ব্যোম, কালি কালি কালি

ব্যোম ব্যোম ব্যোম, কালি কালি কালি
ব্যোম ব্যোম ব্যোম, কালি কালি কালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি ব্যোমকালি
—এ—এ—এ—

ব্যোমকালি। মাঠে যখন আমাদের টীম নামে প্লেয়াররা সবাই একবার এদিকে তাকিয়ে নেয়। ওরা জানে আমি এখানে আছি আর আছে হাজার নওজোয়ান। অপনেন্ট টীম আমাদের ভয় করে। প্রথমেই ওদের গোলকি'কে আওয়াজ।

[সিটি এবং অন্যান্য আওয়াজ করে ক্রাউড।]

ওদের কোন প্লেয়ার একটু বেগোড়াঁই করলেই আমরা স্ট্যান্ড স্টিল। শিকারের গন্ধ পাওয়া নেকড়ের মতন।

ক্রাউড। (সুরে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ
বের করে দাও, বের করে দাও, বের করে দাও,
বের করে দাও, বের করে দাও, বের করে দাও
বের করে দাও, বের করে দাও, বের করে দাও
বের করে দাও, বের করে দাও, বের করে দাও
বের করে দাও।

ব্যোমকালি। লাইন্‌স্‌ম্যান আমাদের গোল অফসাইড করে দিলে তারও জান কয়লা। [ক্রাউড চীৎকার করে।]

ক্রাউড ১। আবে এ শালা লাইন্‌স্‌ম্যান, শালা ঘুষ খেয়েছিস নাকি বে।

[ক্রাউড চীৎকার করে ওঠে।]

ক্রাউড ২। আবে শালা বউ আজ রাতে বিধবা হবে।

[ক্রাউড চীৎকার করে উঠে।]

ক্রাউড ৩। আবে এই লাইন্‌স্‌ ম্যান পালটাও।

ক্রাউড। (সুরে) লাইন্‌স্‌ম্যান পাল্টাও, লাইন্‌স্‌ম্যান পাল্টাও, লাইন্‌স্‌-ম্যান পাল্টাও, লাইন্‌স্‌ম্যান পাল্টাও, লাইন্‌স্‌ম্যান পাল্টাও, লাইন্‌স্‌-ম্যান পাল্টাও, লাইন্‌স্‌ম্যান পাল্টাও।

ব্যোমকালি। আমাদের টীম হারতে থাকলে ভোলাবাবার চরণে বডি থো—

ক্রাউড ১। পার করেগা পার করেগা ভোলেবাবা গার করেগা

ক্রাউড। (সুরে) পার করেগা পার করেগা ভোলেবাবা পার করেগা, পার করেগা পার করেগা ভোলেবাবা পারকরেগা, পার করেগা পার করেগা ভোলেবাবা পার করেগা, পার করেগা পার করেগা ভোলেবাবা পার করেগা।

ব্যোমকালি। রেফারীকে পটানোর চেষ্টা করি দরকার পডলে—

[ক্রাউড চীৎকার করে ওঠে—]

ক্রাউড ১। আবে এই রেফারী তুই শালা ক' বাপের ব্যাটা বে?

[ক্রাউড চীৎকার করে ওঠে—]

ক্রাউড ২। আবে শালা রেফারী, চোখে কি গুজেছিস বে?

[ক্রাউড চীৎকার করে ওঠে—]

ক্রাউড ৩। আবে শালা কর্নার হয়েছে বে, কর্নার।

ক্রাউড। (সুরে) কর্নার—কর্নার—কর্নার—কর্নার—কর্নার — কর্নার — বর্নার—কর্নার—কর্নার—কর্নার—কর্নার—

ব্যোমকালি। আর ভাল কথায় কাজ না হলে রেফারীর বাপের শ্রাদ্ধ।

ক্রাউড। (সুরে) বাবা কে তোর বাবা কে তোর

বাবা কে তোর রেফারী

বাপ নেই ঘরে বাপ নেই ঘরে

বেজম্মা তুই রেফারী

বেজম্মা তুই বেজম্মা তুই বেজম্মা তুই রেফারী

বেজম্মা তুই বেজম্মা তুই বেজম্মা তুই রেফারী ॥

ব্যোমকালি। এমনিভাবে আমরা জেতাই আমাদের টীমকে।

[খেলা শেষ হবার বাঁশী।]

খেলা শেষ, আমরা জিতেছি, আমরা জিতিয়েছি আমাদের টীমকে। পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে সুখী কে? এবার যাব টেণ্টে। চা ওমলেট প্যাঁদাবো, রাজার বাচ্চা প্লেয়ারদের গ্যাস দেব———তারপর রাস্তায়———অপনেণ্ট টীমের সাপোর্টাররা উল্টোপাল্টা বাতেলা করলেই পড়বে ঝাড়।

[ক্রাউড সমর্থন করে।]

ওই আসছে আমার এক চামচা। আমার নিজেরও বহুৎ সাপোর্টার আছে। ওই হরি তাদেরই একজন। কি রে হরি!

হরি। কেয়া বাত কালিদা?

ব্যোমকালি। হ্যাঁরে তুই আমার সাপোর্টার তো?

হরি। জরুর কালিদা। নিশ্চয়ই।

ব্যোমকালি। পেলের একটা অটো নিবি? কুড়ি টাকা লাগবে।

হরি। আমি স্টুডেণ্ট কালিদা, কুড়ি টাকা কোথায় পাব?

ব্যোমকালি। কেন, খবরের কাগজ বেচে কিছু হচ্ছে না?

হরি। সে আর, ক' পয়সা? চলি কালিদা।

ব্যোমকালি। আয়। সামনের শনিবার মহামেডানের সঙ্গে দেখা হবে।

হরি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—

কোরাস। (সুরে) হেই হেই হেই হেই হেই হেই

সব খেলার সেরা বাঙ্গালীর তুমি ফুটবল
সব দলের সেরা আমাদের আমাদের
আমাদের—ইস্টবেঙ্গল।
সব খেলার সেরা বাঙ্গালীর তুমি ফুটবল।

[দ্বিতীয় পর্দা পড়ে যায়।]

দৃশ্য : ২

[হরির পরিচিতি]

ব্যোমকালি। বৃহত্তর কলকাতায় কিশোর তরুণদের সংখ্যা কম করে দশ থেকে বারো লাখ, এদের একটা বিরাট অংশ ফুটবলকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে—মানে নিজেদের বেঁচে থাকাকে অর্থপূর্ণ করে রেখেছে। এই বিরাট সংখ্যার কিশোর তরুণদের একজন প্রতিনিধি হরি পুরকায়স্থ। হরি পুরকায়স্থর জীবন বৃত্তান্ত খুবই সহজ সরল—খুবই সাদামাটা।

হেডমাস্টার। আমি হেডমাস্টার। হরি পুরকায়স্থ আমার স্কুলে পড়ে। আর পাঁচজন সাধারণ ছাত্রের মতই হরি—মাথায় গোবর পোরা। ও ক্লাস সিক্সে যা জানত এখনও তার চেয়ে বিশেষ অগ্রসর হয়নি। ও! ছোকরা বড্ড পেনসিলের ডগা চোষে। Mother Complex এর Case. মনে হয়, আবাল্য মাতৃস্নেহবঞ্চিত।

ক্লাস টীচার। আমি হরিদের ক্লাস টীচার। হরি—হরি যখন ক্লাস নাইনে পড়ত তখন ভগ্নাংশটা ভালই পারত, দশমিকটা কিছুতেই পারত না, এখন দশমিকটা পারে, ভগ্নাংশটা ভুলে গেছে। মানে একসঙ্গে একটার বেশী জিনিস মাথায় রাখতে পারে না—Case of one track mind.

স্পোর্টস টীচার। কেমন চলছে দাদা?

ক্লাস টীচার। এই চলে যাচ্ছে আর কি।

স্পোর্টস্ টীচার। হ্যাঁ আমাদের মত লোকের চলে গেলেই হোল। আমি হচ্ছি স্কুলের ফিজিক্যাল মাস্টার। হ্যাঁ কি কথা হচ্ছিল?—হ্যাঁ হরির কথা··· । হরি···হরি খুব সিগারেট খায়—একেবারে দম নেই। আর আমার ডেফিনিট বিশ্বাস ওর আরও সব বদ দোষ আছে—মানে সব যাতা দোষ—একেবারে সংযম নেই···এন. সি. সি. প্যারেডের সময় ঘুমায় ছোকরা।

সংবাদপত্রবিক্রেতা। হ্যাঁঃ, যত্তো সব বাজে কথা! ঐ মাস্টার ফাস্টার ফালতু। ওদের কথা শুনবেন না। দিনরাত বকর-বকর, জ্ঞান আর খালি টিউশানি বাগানোর ধান্ধা। হরি—হরি বেশ ভালো ছেলে। ও আমার হয়ে কাজ করে। মানে, আমি হচ্ছি বুঝলেন কিনা, পাতিরামের—পাতিরাম —ঐ যে খবরের কাগজের এজেন্ট, সেই পাতিরামের সাব এজেন্ট গোছের। একটা টেম্পো ভ্যান আছে আমার, সেই ভ্যানে করে ভোরবেলায় সব কাগজ—আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, যুগান্তর, স্টেটস্‌ম্যান, সত্যযুগ, কালান্তর, বসুমতী, দেশ, অমৃত—এই সব নিয়ে আসি—তারপর সব হকাররা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়ে সেগুলো গোটা অঞ্চল জুড়ে বিক্রি করে। হরিও আমাব একজন হকার—আমার বাড়ির কাছেই কলোনিতে থাকে। বেশ ভাল রোজগার করে ছোকরা। মানে ৭০-৮০ টাকা কামায়। খাটতেও হয় খুব। ধরুন ভোর ৫টায় ওঠে, তারপর কাগজ নিয়ে পাঁচ-সাত মাইল ঘোরা, ইস্কুলে গিয়ে ঘুমটা পুষিয়ে নেয়। ভালো ছেলে, বেশ ভালো ছেলে হরি।

[হরি ঢোকে।]

এই যে হরি!

হরি। বলুন ফণী' দা।

সংবাদপত্রবিক্রেতা। একটা উপকার করে দেবে?

হরি। বলুন।

সংবাদপত্রবিক্রেতা। কাজটা—ইয়ে একটু ঝামেলার।

হরি। বলুননা আপনি।

সংবাদপত্রবিক্রেতা। তোমার ঝোলায় জায়গা আছে?

হরি। হ্যাঁ হ্যাঁ। কি ব্যাপার?

সংবাদপত্রবিক্রেতা। এই প্যাকেটটা—ন'পাড়ার মোড়ের নতুন হলদে বাড়িটা

আছে না—সেই বাড়ির বুড়োকর্তাকে দিয়ে দিও। অমৃতবাজার নেয় তো ওরা।

হরি। হ্যাঁ।

সংবাদপত্র বিক্রেতা। তার মধ্যে লুকিয়ে দিয়ে দিও। আর ইয়ে—তুমি প্যাকেটটা খুলো না, মানে খারাপ বই, ঐ রসের বই—হেঁ হেঁ—ঠিক আছে তাহলে ?

হরি। ঠিক আছে।

সংবাদপত্রবিক্রেতা। কাল দেখা হবে।

হরি। হ্যাঁ। শুয়োরের বাচ্চা !

সংবাদপত্রবিক্রেতা। হরি !

হরি। কি বলছেন ?

সংবাদপত্রবিক্রেতা। তুমি কিছু বললে ?

হরি। নাঃ। শুয়োরের বাচ্চা। [হরির প্রস্থান।]

সংবাদপত্র বিক্রেতা। হরির একটা ভালো—মাসি আছে—চুম্বকের মতো—না তাকিয়ে পারা যায়না—বেশ খেলোয়াড় টাইপ—যে কোন লোকের টক্কর নিতে পারে। লড়াকু আছে।

দৃশ্য : ৩

[হরির বাড়ি।]

মাসি। (গান) আগে যদি জানতাম আমি
যাইবারে ফালাইয়া
দুই চরণ বাইন্ধা রাখতাম
মাথার কেশ দিয়া—

[হরির প্রবেশ।]

কিরে খেলা দেখে এলি? মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। যা, হাত-মুখ ধুয়ে আয়। পায়েস করেছি তোর জন্য।

হরি। এক্ষুণি বেরোব। খেতে ইচ্ছে করছে না আমার।

মাসি। কি ব্যাপার, তোদের দল হেরেছে বুঝি আজ?

হরি। এঃ। অত সস্তা নয়। এক গোলে জিতেছি।

মাসি। কে গোল করলো, সুরজিৎ?

হরি। সুরজিৎ চলে গেছে।

মাসি। চলে গেছে, কোথায়?

হরি। মহামেডানে।

মাসি। আহারে অমন সুন্দর দেখতে—মহামেডানে চলে গেল?

হরি। সুন্দর দেখতে—মানে?

মাসি। তোর কাছে একটা ছবি দেখেছিলাম। সুন্দর দেখতে—বেশ পুরুষ মানুষের মতো। আচ্ছা তোর সঙ্গে আলাপ নেই ওদের?

হরি। কাদের?

মাসি। ঐ যারা ফুটবল খেলে।

হরি। ওরা সব রাজার বাচ্চা, মুর্গি খায়, রোজ এরোপ্লেনে করে বম্বে দিল্লী যায়, চাকরীর জায়গায় সই করে এলেই চলে, হেভি র‍্যালা—ওরা আমাদের পাত্তা দেবে কেন?

মাসি। ও হরি, যাবার আগে কয়লাওলাকে বলে যাস্—কয়লা ফুরিয়েছে।

হরি। আমি পারবনা—দেরী হয়ে যাবে।

মাসি। আচ্ছা তোদের আক্কেল কি বলতো? আমি একা মেয়েলোক—হাট-বাজার-দোকানপাট সব তো আমি করছি। দুধ আমি আনব—রেশন আমি তুলব—কয়লা আমি আনব। বড় হচ্ছিস, ঘর-সংসারের কাজ যদি একটু না

দেখিস, একা হাতে আমি তো আর পারিনা বাবা।

হরি। আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে, কাল সকালে যাবো'খন। দাও পায়েস দাও।

মাসি। আনি, হ্যারে মেয়েরা খেলা দেখতে যায় না?

হরি। অনেক মেয়ে যায়। আমাদের সঙ্গেই তো কত মেয়ে যায়!

মাসি। আমাকে একদিন নিয়ে যাবি মাঠে?

হরি। তোমার কি দিন দিন মাথা খারাপ হচ্ছে মাসি?

মাসি। ঠিক আছে আমি একা একাই যাবো। সামনের শনিবারেই যাবো। সুরজিৎ খেলবে সেদিন?

হরি। বললুমনা দল ছেড়ে চলে গেছে।

মাসি। আচ্ছা তুই ফুটবল খেলতে পারিস না? তাহলে বেশ হত; তোর ল্যাজে ল্যাজে মাঠে যেতাম···বম্বে দিল্লী যেতাম···সুরজিৎ-টুরজিতের সঙ্গে আলাপ হত!

হরি। আমি খেলতে পারি না, খেলা দেখি।

দৃশ্য : ৪

[হরির ক্লাশ]

[ক্লাশ শুরুর ঘণ্টা বাজে। ছাত্রেরা হৈ হৈ করতে করতে ক্লাশে প্রবেশ করে। শিক্ষক প্রবেশ করলে সবাই উঠে দাঁড়ায়।]

শিক্ষক। বস। আমি খেলতে পারি না, খেলা দেখি। এটা কি ধরণের মনোভাব আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। তোমাদের অধিকাংশের এই এক এ্যাটিচুড। শুধু দেখবো, কিছু করবোনা! ছাদে বসে চাঁদ দেখবো, বারান্দায় বসে ট্রাম-বাস দেখবো, রকে বসে—রকে বসে···

[একজন ছাত্র হাত তুললো।]

কি ব্যাপার ?

ছাত্র। একটু জল খেতে যাবো স্যার ?

শিক্ষক। যাও। আমি…আমি…এই পরে যাবে বোসো। সত্যি আমি কিছুতেই ভেবে পাই না, গ্যালারীতে বসে বসে খেলা দেখে আর হ্যা হ্যা করে কি আনন্দ পাও।

হরি। বুঝবেন না। আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন।

শিক্ষক। কে ? কে ? কে বললে ? তুমি…হরি…কি বললে ? কি বললে ?

হরি। আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন।

শিক্ষক। স্যার বলো হরি !

হরি। সার।

শিক্ষক। হুঁঃ। ভালো কথা, হরির লেখাটাই গোড়াতে পড়া যাক। হরিকে বলেছিলাম, ওর প্রিয় বিষয় নিয়ে একটা রচনা লিখতে। স্বভাবতই হরির প্রিয় বিষয় ফুটবল—দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। তাহলে শোনা যাক ফুটবলের মহাকাব্য! পড়ো, পড়ো হরি।

হরি। [পড়ে] ইস্টবেঙ্গল কি এবার মনোবল হারিয়ে ফেলেছে ? সাপোর্ট যদি জোরদার হয়, তাহলে কি মনোবল ফিরে আসবে ? সে বিষয়ে সাপোর্টাররা কেউ পিছপাও নয়। তারা প্রাণপণে ইস্টবেঙ্গলকে সাপোর্ট করে যাবে। আমার মনে হয় আবার চ্যাম্পিয়ন হবে।

১ জন ছাত্র। সব দলের সেরা আমাদের

শিক্ষক। কে ?

অন্য ছাত্র। আমাদের—

শিক্ষক। কে ? কে ?

ঐ দু'জন ছাত্র। আমাদের ইস্টবেঙ্গল।

শিক্ষক। আস্তে, আস্তে, আস্তে—

ছাত্রদল। সব খেলার সেরা
বাঙ্গালীর তুমি ফুটবল।
সব দলের সেরা আমাদের,
আমাদের, আমাদের ইস্টবেঙ্গল।
সব খেলার সেরা বাঙ্গালীর
তুমি ফুটবল॥

শিক্ষক। পরিবেশ, বাড়ির পরিবেশ, বুঝলেন। আমি একা কি করতে পারি? আমার তো হাত-পা বাঁধা। বেত লাগানো বন্ধ! যদিও বা মারি, গার্জেনরা ছুটে আসে: 'কেন বেত মারলেন?' হোম-টাস্ক দিয়ে কোন লাভ নেই, কেউ করবেনা। শুনছি শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার হবে; সে যদ্দিনে হবে তদ্দিনে আমার সৎকারও কম্‌প্লিট্‌ হবে। আসলে বাড়ির পরিবেশ, বুঝলেন! এই হরির কেসটাই ধরুন না। মাসির কাছে মানুষ, মাসি রোজ নতুন নতুন লোক জোটায়। অভাবে শুরু করেছিল, এখন স্বভাবে এসে দাঁড়িয়েছে। Veritable Sex Maniac. হরিকে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য টাকা দেয় ওকে, গাদা গাদা টাকা। ছোঁড়ার মাথার ওপর কোন গার্জেন নেই। ওর বাবা—বাবা সেই রায়েটের সময় মারা গেল—তারপর থেকেই…

একজন ছাত্র। বাবা কে তোর, বাবা কে তোর,
বাবা কে তোর রেফারী—

ছাত্রদল। বাপ নেই ঘরে, বাপ নেই ঘরে,
বেজন্মা তুই রেফারী।
বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই রেফারী,
বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই রেফারী॥
বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই রেফারী॥

দৃশ্য : ৫

[হরির বাড়ি]

হরি। মাসি, মাসি, খেতে দাও মাসি—

মাসি। কি হ'ল তোদের খেলার ?

হরি। জিতেছি আমরা। খেতে দাও।

মাসি। কে গোল দিল ?—সুরজিৎ ?

হরি। সেদিন বললাম তো সুরজিৎ মহামেডানে চলে গেছে। খেতে দাও।

মাসি। খাবার তো এখনও কিছু করিনি রে।

হরি। বাঃ।

মাসি। মুড়ি আছে, খানিকটা মেখে দেব ?

হরি। মুড়ি ?

মাসি। কিম্বা বাইরে থেকে খেয়ে আয় না, টাকা দিচ্ছি তোকে। খেলা দেখে এলি, এতটা ধকল. যা ভাল-মন্দ কিছু খেয়ে আয়।

হরি। কে এসেছে আজ বাড়িতে ?

মাসি। কেউ না, কেউ না···· ···না ইয়ে হ্যাঁ, তোর অরুণ মামা, অরুণ মামাকে মনে নেই তোর ?

[অরুণ মামার প্রবেশ।]

হরি। অরুণ মামা ! কই না, তো !

মাসি। সে কিরে অরুণ মামাকে মনে পড়ছেনা ?

হরি। নাঃ।

মাসি। তা অবশ্য মনে না থাকতেই পারে। অরুণদা শেষ যেবার এসেছিল তখন তুই এতটুকু। তাই না অরুণদা ?

অরুণ। হ্যাঁ তখন ও এই এতটুকু।

মাসি। তোর অরুণ মামা ব্যবসার কাজে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায় তো। —ইয়ের ব্যবসা……সে জন্য আর আসতে পারেনা, তোকে ছোটোবেলায় খুব ভালবাসত। এসেই তো তোর খোঁজ করছিল, তা তুমি ওকে কিছু কিনে দেবে বলছিলে না? তা ওর হাতে টাকাটা দিয়ে দাও না, ও নিজেই কিনে নেবে।

অরুণ। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, এই যে কৃষ্ণ।

হরি। আমার নাম হরি।

অরুণ। অ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ একই হোল, যে হরি সেই তো কৃষ্ণ। নাও।

মাসি। নে না, নে। মামা হয় তোর, বোকা ছেলে, নে।—কাল তো ইস্কুল নেই তোর? নাইট শোয়ে সিনেমা দেখবি নাকি, দেরি হলে তোর দিদির ওখানেই থেকে যাস্। অত রাতে আর হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরার দরকার নেই। ওখানেই থাকিস্। তাহলে তোর খাটটায় অরুণদাকে বিছানা করে দেব, ও আজ রাতে থাকবে তো। অরুণদা তোকে খুব ভালবাসত, আগে প্রায়ই আসত আমাদের বাসায়। তোর বাবা নেই তাই……

[নেপথ্যে Tape-এ 'বাবা কে তোর' গানটি]

দৃশ্য : ৬

[বিনয় এবং অণিমার বাড়ি]

ব্যোমকালি। আমাদের হরির এক দিদি আছে—অণিমা, বেশ ভালো মেয়েছে—বেশ ভালো ভদ্রমহিলা, বেশ ঝক্‌ঝকে, ওদের বাড়িটাও খুব ঝক্‌ঝকে, অনেকটা ভিমের বিজ্ঞাপনের মত, টুয়েণ্টি-ফোর আওয়ার ঝক্‌ঝক্ জ্যোতি ছাড়ছে। বাড়িতে ফ্যান, ফোন, ফ্রীজ, রেডিও, এমনকি

ইনস্টলমেণ্টে কেনা একটা টেলিভিশনও আছে। আর অনেক ফুল—সব প্লাস্টিকের, কিন্তু দেখে বোঝা যায়না। অণিমার স্বামী বিনয়—সেও অনেকটা বিজ্ঞাপনের মত—দাঁত কলিনস্, মুখ বোরোলিন, চুল ব্রীলক্রীম, পোশাকপত্তর মোদি-ফেব্রিকস্। আর হেভী কাজের লোক, সেই একটা ক্লাস আছে না—ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শুয়োরের মতো দৌড়চ্ছে—দরদর করে ঘাম, পাঁই পাঁই করে ছুটছে। কি করে এক খাবলা সুখ ম্যানেজ করা যায়—আর খুব বাতেলা—always জ্ঞানমার্গের চর্চা—sociologically speaking—খুব Boring Father Type·········আমি একসময়ে লেখাপড়া শিখেছিলুম, ইউনিভার্সিটির খাতায় নামও লিখিয়েছিলুম—আর তখন তো আজকালকার মতো টুকে পাশের রেওয়াজ ছিলনা—এসব ছোকরাদের সঙ্গে মিশি বটে·········মাঝে মাঝে পুরোণো খানদানী হ্যাবিট স্লিপ করে বেরিয়ে আসে। যাকগে, ও সব আমার Personal কেচ্ছা···অণিমার কথা হচ্ছিল ···অণিমা খুব ভালো মহিলা, লেখাপড়ায় বেশ ভালো ছিল, দেখতেও ভালো ছিল, তার অনেক স্বপ্ন ছিল—এখনও আছে বোধ হয়। অল্প বয়সে অণিমা একবার দেবদুলালের—ঐ যে রেডিওর দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেমে পড়েছিল।

[অনিমার প্রবেশ।]

অণিমা। প্রিয় পত্রবন্ধু,

একটা সমস্যায় পড়েছি,—আমার স্বামীকে নিয়ে। যখন আমার প্রেমে পড়েছিল তখন রোজ সকালে একটা টু-সীটার গাড়ি হাঁকিয়ে কলেজের সামনে এসে দাঁড়াতো, তারপর ক্লাশ কেটে ওর গাড়িতে করে শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যেতাম আমরা—আজ ভিক্টোরিয়া, কাল গান্ধীঘাট, কোনদিন ডায়মন্ড হারবার, প্রচন্ড জোরে গাড়ি চালাত, চুলগুলো হাওয়ায় উড়ত ওর, আর গলা ছেড়ে আবৃত্তি করত ঃ

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি……

—এত ভাল লাগত, ঠিক সিনেমার মত লাগত। বিয়ের পর সব বন্ধ। এখন গাড়ি চালানো ছেড়ে গাড়ি সারানো ধরেছে, একটা মোটর গ্যারেজ বানিয়েছে, শুধু কাজ আর কাজ। সব সময় এমন কি খুব, খুব রোম্যান্টিক মুহূর্তেও ওর কান খাড়া টেলিফোনের দিকে, কার গাড়ি খারাপ হল—ব্যাস্ দৌড় দেবে সঙ্গে সঙ্গে। একেবারে বদলে গেছে জানেন। এমন কি সেই কবিতাটাও আর আবৃত্তি করেনা……কখ্খনো না……অথচ ঐ কবিতাটার জন্যই ওর প্রেমে পড়েছিলাম। জানেন, আপনার গলায় ঐ কবিতাটা শুনতে এত ভালো লাগে মনে হয় আপনার প্রেমে পড়ে গেছি।

[অণিমা রেডিও খোলে।]

রেডিও। অনুরোধ করেছেন তালতলার প্রভা দাস ও নিভা দাস, বাঁশদ্রোণীর সবিতা, অনিতা ও মমতা ভৌমিক, এস. এন. ব্যানার্জী রোডের কৃষ্ণা পাল এবং দমদম ম্যাল রোডের অণিমা দত্ত।…

দেবদুলালের কণ্ঠস্বর।

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দু'জনা চল্তি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধূলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য
হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানি লেগে
ঝল্‌মল্ করে চিত্ত।…

[বিনয়ের প্রবেশ।]

বিনয়। ইশবগুলের ভূষিটা ভেজানো হয়েছে ?

অণিমা। হ্যাঁ, এত দেরী হল যে আজ?

বিনয়। দুটো গাড়ি আজ সকালে ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল, সারাদিন ফোন করে জ্বালিয়েছে।

অণিমা। মিস্ত্রীগুলো কি করছিল?

বিনয়। ঐ তো মুশকিল—যেটি নিজে না দেখবো সেইটি গেল।

অণিমা। কাল সকালে দিলে চলত না?

বিনয়। না না, কথা দিয়ে কথা না রাখা খুব অন্যায়, immoral।

অণিমা। হ্যাঁগো চলো না, কোথাও বেরোই।

বিনয়। কি, রাত দশটায় আবার বাইরে? নাঃ, রেডিওটা নিয়ে একটু বসবো, সর্ট-ওয়েভে একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ আসছে।

অণিমা। দোকানে দিলে হ'তো না?

বিনয়। না, না, পয়সা কি খোলামকুচি? সাত হাত মাটি খুঁড়ে দেখতো—তাছাড়া জানোনা, আরাম হারাম হ্যায়!

অণিমা। কতদিন বেরোই নি কোথাও!

বিনয়। আশ্চর্য্য! কিছুদিন আগে তুমিই বলতে এ্যাতো লোক ভালো লাগে না। বেশ হ'তো যদি শুধু দুজনের একটা সংসার হ'তো।

অণিমা। বাঃ, আমি আবার কবে ওকথা বললাম?

বিনয়। মুখে বলোনি কিন্তু মনে মনে তো তাই ইচ্ছে ছিল তোমার। তোমার কথা ভেবেই বাড়ি থেকে আলাদা হলুম, বন্ধু বান্ধবদের আড্ডা ছেড়ে দিলুম, এমন কি গাড়িটাও বেচে দিলুম…আর তুমিই…

অণিমা। বারে, তোমার সঙ্গে থাকতে আমার খারাপ লাগে নাকি? তবুও মাঝে মধ্যে সিনেমা যেতে ইচ্ছে করে না? বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে না? কতদিন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনদের দেখিনি…হরিটাও আজকাল আর আসে না…

বিনয়। হ্যাঁ, তোমার মাসিকেও অনেকদিন দেখিনি।

অণিমা। হঠাৎ মাসির কথা তুলছো কেন?

বিনয়। নাঃ, মাসির কথা তুলতে হয় না। উনিতো ভেসেই আছেন।

অণিমা। তোমার কথার মানেটা ঠিক বুঝলাম না।

বিনয়। ঠিক আছে আর মানে বুঝে কাজ নেই।

[হরির প্রবেশ]

বিনয়। আরে হরিবাবু যে, কি সৌভাগ্য আমাদের। এসো, এসো, বসো। এতরাতে কোত্থেকে?

হরি। এই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

বিনয়। এতরাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে কি হে? প্রায় দশটা বাজে!

অণিমা। কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলি তুই?

হরি। নাইট শোয়ে সিনেমা দেখবো ভেবেছিলাম—মৃণালিনীতে···ভাল লাগলো না। চা খেলুম, আড্ডা মারলুম···একা একা হাঁটলুম··· তোদের এখানে চলে এলুম!

অণিমা। তারপর বাড়ি ফিরলি না কেন? না, তুই এখানে এসেছিস, আমাদের খুব ভালো লাগছে কিন্তু তোর না পরীক্ষা সামনে?

হরি। বাড়িতে—বাড়িতে—

অণিমা। হ্যাঁ, বাড়িতে—কি?

হরি। বাড়িতে কে···অরুণমামা এসেছে···তাই মাসি···

অণিমা। অরুণমামা!

হরি। হ্যাঁ, তুই চিনিস দিদি? খুব রোগা, চোখে চশমা, খুব পান খায়···

অণিমা। পান খায়?

বিনয়। তারপর হরি, তুমি রাতে থাকছো তো! যাও, আগে হাতমুখ ধুয়ে

এসো। তারপর খেতে খেতে আমি তোমার কাছ থেকে থ্রি ব্যাক্ সিস্টেমটা বুঝে নেব। তারপর, যদি আমাকে বোঝাতে পারো, তোমাকে আমি ফুটবলের ওপর একটা দারুণ বই দেব।

হরি। কি—কি বই ?

বিনয়। সে দারুণ বই—আগে হাত-মুখ ধুয়ে এসো, যাও।

[হরির প্রস্থান।]

অণিমা। তুমি না থাকলে হরির···হরির সর্ব্বনাশ হয়ে যেতো···

বিনয়। আসলে কি জানো, ওদের সমস্যাগুলো বোঝা দরকার। সেইটা বুঝলেই আর কোন প্রব্লেম্ থাকে না। Generation gap···ওদের সঙ্গে ওদের ভাষায় কথা বলতে হবে। আচ্ছা অনিমা, হরির জন্মসময়টা একবার দিও তো। ওর হরোস্কোপটা একবার দেখা দরকার। আমার মনে হয় একটা গোমেদ ধারণ করলে···

[হরির প্রবেশ]

এসো হরি, তারপর—রেডিওতে বলল, তোমাদের গোলটা নাকি অফ্সাইড্ বলে সন্দেহ করছে অনেকে ?

দৃশ্য ঃ ৭

[হরির স্কুল]

হেডমাষ্টার। হরি পুরকায়স্থর স্কুলের শিক্ষা শেষ ১৮ বছর বয়সে। আর পাঁচটা সাধারণ ছাত্রর মতই হরি। ব্যবহার ঃ সাধারণ। যোগ্যতা ঃ সাধারণ। বিদ্যা ঃ সাধারণ। চরিত্র ঃ···সাধারণ। মানে হরি···হরিই ঃ অমল—

অমল ও পরে সমবেত ছাত্ররা। হে বিশ্বপিতা,

আজ বিদ্যালয় পরিত্যাগের প্রাক্কালে,

তুমি আমাদের পথ দেখাও
কেননা সামনে আমাদের সুদীর্ঘ যাত্রা।
সেই পথ কণ্টকাকীর্ণ,
সেই পথ তমসাচ্ছন্ন,
সেই পথ দুস্তর, দুরূহ, কাণ্ডারীহীন।
তুমি আমাদের আলো দাও।

একজন ছাত্র। তুমি আমাদের পেনাল্টি দাও।

অমল ও ছাত্ররা। তুমি আমাদের শক্তি দাও।

দু'জন ছাত্র। তুমি আমাদের গোল দাও।

অমল ও একজন ছাত্র। আমাদের কণ্টকাকীর্ণ পথ তুমি সুগম কর।

সমবেত ছাত্র। আমাদের লীগ বিজয়ের পথ সুগম কর।

অমল। হে মহাত্রাতা,

সমবেত ছাত্র। হে সত্যজিত,

অমল। হে পালকপিতা,

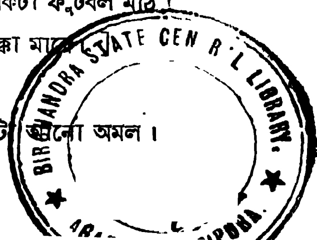
সমবেত ছাত্র। হে হরজিন্দর,

হেডমাষ্টার। সমাজের আর সব জায়গার মত এখানেও মুষ্টিমেয় দুর্জনের দাপটে সংখ্যা গরিষ্ঠের সব শুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ। সর্বত্র এক চেহারা—স্কুলে-কলেজে, ট্রামে-বাসে, অফিসে-কলে-কারখানায়, রাজনীতিতে—সর্বত্র। এরা সব ভারী বীর। দলের মধ্যে থাকলে সবাই এক-একজন রাণা প্রতাপ—শেরশাহ্…একা—প্রত্যেকে এক একটি নপুংসক, এক একটি ক্লীব, শিখণ্ডী, এরা ভাবে জগৎটাই একটা ফুটবল মাঠ।

[হরি অমলকে ধাক্কা মারে]

অমল। আঃ, কি হচ্ছে কি হরি!

হেডমাষ্টার। হরি, এদিকে এসো। বেতটা আনো অমল।



[হরিকে বেত মারেন।]

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখনো অনেকে আছে যারা গোটা পৃথিবীটাকে ফুটবল মাঠ মনে করে না, যারা জীবনকে জীবনের মর্যাদা দিতে জানে, দিতে চায়।—অমল শুরু করো।

অমল। হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নত শির, নাহি ভয়।

সমবেত ছাত্র। হও ধরমেতে ধীর, হও ফুটবলে বীর, হও উন্নত শির, নাহি ভয়।

অমল। ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান, হবে জয়।

সমবেত ছাত্র। ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
ঝাড় খাবে এরিয়ান, হবে জয়।

হেডমাষ্টার। (চেঁচিয়ে) Silence! তোমরা আজ স্কুল থেকে বিদায় নিচ্ছ। আমি আগামী পরীক্ষায় এবং জীবনের সব পরীক্ষায় সর্বান্তকরণে তোমাদের সাফল্য কামনা করি। [ক্লাস পুরো ভাঙেনি।] হরি!

হরি। কি বলছেন?

হেডমাষ্টার। স্যার—

হরি। কি বলছেন, বলুন।

হেডমাষ্টার। স্যার বল্। [হরি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।]
হরি তুই এরকম হয়ে গেলি কেন? এইতো সেদিন তোর মাসির হাত ধরে এলি, ফুটফুটে ছেলে···তারপর দিন দিন কেমন বদলে গেলি, সিগারেট খেতে শিখলি, টুকতে শিখলি, লোককে অসম্মান করতে শিখলি···কেন, কেন এমন হলি তোরা? হরি···

হরি। আর কিছু বলবেন আমাকে?

হেডমাষ্টার। নাঃ। যা—বাইরে বিরাট পৃথিবী, দেখবি পৃথিবীটা খেলার মাঠ নয়। ভীড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে জীবনটা কাটবে না, একা হতেই

হবে, তখন···তখন দরকার হ'লে আসিস্ আমার কাছে।

হরি। মরে গেলেও আর আপনার কাছে কোনদিন আসবো না। এই শালার খোঁয়াড়ে—

হেডমাষ্টার। হরি—

[হরি অন্যান্য ছাত্রদের ইঙ্গিত করে, সকলে হেডমাষ্টারকে প্রহার করতে থাকে।]

হরি। এ······এ, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি,
ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি,
ব্যোম, ব্যোম, ব্যোম, কালি, কালি, কালি,
ব্যোম, ব্যোম, ব্যোম, কালি, কালি, কালি,
ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি,
ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, এ······এ।

হেডমাষ্টর। Wasted ! অর্থহীন। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাখাতে বার্ষিক বরাদ্দ ১২৭ কোটি টাকা ! —অর্থহীন। পশ্চিমবাংলায় একচল্লিশ হাজার দু'শো ছ'টা প্রাইমারী স্কুল, সাত হাজার চারশো সাতচল্লিশ সেকেণ্ডারি স্কুল—দুশো সাতাত্তরটা কলেজ···সাতটা ইউনিভার্সিটি—অর্থহীন। Thirty years of my life wasted—জীবনের ত্রিশটা বছর বৃথা গেল—বৃথা।

ছাত্রদল। (গান) মানবো না এ বন্ধনে
মানবো না এ শৃঙ্খলে
ছাত্র-জনতার স্বাধীনতা অধিকার
খর্ব করে যারা ঘৃণ্য কৌশলে।
মানবো না এ বন্ধনে
মানবো না এ শৃঙ্খলে।

[ছাত্ররা বেরিয়ে যায়।]

অমল। স্যার, স্যার, চলুন—

[অমল ও অন্য একজন ছাত্রের কাঁধে হাত রেখে হেডমাষ্টার বেরিয়ে যান।]

দৃশ্য ঃ ৮

(খেলার মাঠ)

ক্রাউড। (গান) মানবো না বন্ধনে মানবো না এ শৃঙ্খলে
মানবো না বন্ধনে মানবো না এ শৃঙ্খলে
ইষ্টবেঙ্গলকে সাপোর্টের অধিকার খর্ব করে যারা ঘৃণ্য কৌশলে
মানবো না বন্ধনে, মানবো না এ শৃঙ্খলে।

[ফেন্সের সামনে দিয়ে পুলিশের প্রবেশ। জনতা প্রথমে কলার খোসা, তারপর যথাক্রমে চটিজুতো, বোমার আকারে কাগজের বল, শেষে হরি পুলিশের গায়ে বোতল ছোঁড়ে। পুলিশ বোতল হাতে জনতার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।]

ক্রাউড। (গান) বেশ করেছে
বোতল ছুঁড়েছে, ছুঁড়বেই তো
আহা, ভুঁড়ির নীচে কি
খুব লেগেছে, লাগবেই তো।
লা লু লু ল্যা লা লা……
আহা, বেশ করেছে
ল্যাঙ্ মেরেছে, মারবেই তো
আহা ভুঁড়ির তলায়
চোট লেগেছে, লাগবেই তো…

বেশ করেছে, ল্যাঙ্ মেরেছে
মারবেই তো।
বেশ করেছে, বোতল ছুড়েছে
ছুঁড়বেই তো॥

[পুলিশ হরিকে ধরে ফেন্সের সামনে নিয়ে আসে।]

হরি। বিশ্বাস করুন, আমি কিচ্ছু জানি না···

পুলিশ। গায়ে বোতল ছোঁড়বা, আবার ইছা-মাছের মত চিড়িং বিড়িং করবা—বসো, ঘুইরা বসো. তোমার খেলা দেখন্ বন্ধ।

হরি। খেলার শেষ পর্যন্ত ?

পুলিশ। হ, শেষ পর্যন্ত।

হরি। খেলার শেষে আমায় ছেড়ে দেবেন ?

পুলিশ। হারামী! [জনতা চিৎকার করে।]

হরি। এ্যাঁ!

পুলিশ। ওগো রাইটব্যাকটা, হুদাহুদি মজিদরে ট্যাপ করল! না—

হরি। ফাউল দিল না ?

পুলিশ। না, খেলার শেষে তোমারে ছেড়ে দেব না, থানায় লয়ে যাব।

হরি। আমার নামে কেস লিখবেন ?

[ফাউল কিকের বাঁশি]

পুলিশ। আহাঃ কিলিয়ার করে দিল, কিলিয়ার করে দিল—কর্নার, কর্নার··· মজিদ কিক্ করবে মনে হয়, হ হ মজিদই তো।

হরি। আচ্ছা আমাকে কি মারবেন আপনারা ?

পুলিশ। মারবেন আপনারা ? মারবো না, নিশ্চয়ই মারব। তোমরা গায়ে

বোতল ছুঁড়বা, আর তোমাদের থানায় নিয়া গিয়া কি লাস্যি খাওয়ানো হবে। —ঘুইরা বসো, ঘুইরা বসো—

[কর্নারের বাঁশি]

হরি। খুব জোরে জোরে মারবেন ?

পুলিশ। ওহ্, পারলে না···ক্লিয়ার করে দিলে···পেনাল্টি, পেনাল্টি···

হরি। আচ্ছা,···এই যে শুনছেন···শুনুন না···শুনেছি মারবার সময় ফেটে-টেটে গেলে কোর্টে পুলিশকে খুব বকে ?

পুলিশ। হ বকে, সে সব পুরানো জমানার কথা। আজকাল সব নতুন নতুন কায়দা বেরোইছে। ছোটো ছোটো রবারের লাঠি দিয়া মারে। পায়ের তলায়, গাঁটে, কোমরে, আঙুলের মাথায়, ঘাড়ে···ফাটবো, ছিড়বো না—ব্যথা থাকব ছয়মাস।

হরি। ছ'মাস ?

পুলিশ। কারো, কারো এক-দেড় বছরও থাকে, [পেনাল্টির বাঁশি] খোঁড়ায়-খোঁড়ায় চলে, আঙুল নাড়তে পারে না···হাঁটতে গেলেই··· গো······ল—

[জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে। পুলিশ হরিকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত চুমো খায়। জনতার মধ্যে একজন ছুটে এসে পুলিশকে চুমো খায়।]

পুলিশ। একি, তুমি কাঁদছো নাকি ?

হরি। না, না তো···

পুলিশ। এই যে তোমার চোখে জল !

হরি। জোরে হাওয়া দিলে আমার চোখে জল এসে যায়।

[ব্যোমকালি ক্লাব কর্মকর্তাকে নিয়ে ঢোকে।]

ক্লাব কর্মকর্তা। প্রত্যেকদিন, প্রত্যেকদিন তোমরা একটা না একটা ঝামেলা

বাধাবে। একদিন একটু শান্ত হয়ে খেলা দেখতে পারো না। —কি হয়েছে কনস্টেবল ?

পুলিশ। গোল হয়েছে, গোল।

ক্লাব কর্মকর্তা। না, না, এখানে কি হয়েছে ?

পুলিশ। এখানে ?…কিছু না তো।…ও বোতল ছুঁড়েছে—

ক্লাব কর্মকর্তা। বোতল! এদের নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না।…লেগেছে খুব ?

পুলিশ। না লাগেনি। পাছার ওপর পরেছিল তো…

ক্লাব কর্মকতা। কি অন্যায় বলতো! এদের জন্য ক্লাবের বদনাম। এদিকে কাগজে তো প্রত্যেকদিন আমাদের সাপোর্টারদের নিয়ে ছি ছিক্কার। ছিঃ। এই ছোকরা কার্ড দেখি—

পুলিশ। কার্ড দাও, কার্ড দাও—

[হরি ইতস্ততঃ করে।]

ব্যোমকালি। কার্ডটা দে না, তখন থেকে কার্ড চাইছে আর ন্যাকার মত বসে আছিস।

ক্লাব কর্মকতা। হুঁ! কালি এ তোমার পাড়ার ছেলে তো ?

ব্যোমকালি। হ্যাঁ, ভোলাদা—

ক্লাব কর্মকতা। একমাস আমি কার্ড রেখে দিচ্ছি, কোন খেলা দেখতে আসতে পারবে না। আর ওর গার্জেনকে বলবে ছেলেকে সামলাতে, what is this ? Disgrace to our Club. কনস্টবেল্ ও'কে ছেড়ে দিন।

পুলিশ। কিন্তু স্যার, ডিউটি অফিসার…

[ব্যোমকালি পুলিশের বাঁহাতে আড়ালে পাঁচটাকার নোট গুঁজে দেয়।]

ক্লাব কর্মকর্তা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি ডিউটি অফিসারকে বলে দেব।

পুলিশ। ভোলাবাবু বললেন তাই, নইলে···যাও।

ক্লাব কর্মকর্তা। কালি, একে এক্ষুনি মাঠ থেকে বার করে দাও।

ব্যোমকালি। আচ্ছা ভোলাদা।

[হরি ও ব্যোমকালির প্রস্থান। পুলিশ ও ক্লাব কর্মকর্তা নমস্কার বিনিময় করে। ক্লাব কর্মকর্তার প্রস্থানের সময় জনতার মধ্যে একজন চীৎকার করে ডাকে—]

১ম ক্রাউড। ভোলাদা—

[ভোলাদার হাত নেড়ে প্রস্থান।]

ক্রাউড। (১)। (গান) তা বলে কি প্রেম দেবে না
যদি মারে বোতলখানা
খুশীর ঝোঁকে !

সকলে। তা বলে কি প্রেম দেবে না
যদি মারে বোতলখানা
খুশীর ঝোঁকে !

ক্রাউড। (১)। বোতল ছোঁড়ার কেউ
না থাকলে ভাই
পুলিশকে কি পুঁছতো লোকে ?
তা বলে কি প্রেম দেবে না
যদি মারে বোতলখানা
খুশীর ঝোঁকে !

[গানের মধ্যে পুলিশ রাগতভাবে চলে যায়। পর্দা পড়ে।]

দৃশ্য : ৯

[পথ]

কালি। কিরে, ভয় পেয়ে গেছিলি ?

হরি। হ্যাঁ, একটু-একটু। হাতে খুব জোর ঝেড়েছে তো রুল দিয়ে।

কালি। কই দেখি।

হরি। (যন্ত্রণায় চীৎকার করে ওঠে) ওরে বাবা !

কালি। আমি ভাঙছি না, ভেঙেছে কি না দেখছি। বাড়ি গিয়ে নুন পুটলির সেঁক দিয়ে দিস, ঠিক হয়ে যাবে।

হরি। আচ্ছা কালিদা, কার্ডটা'যে নিয়ে নিলে ?

কালি। কার্ডটা না ? ঠিক আছে, কাল সন্ধ্যে বেলায় টেণ্টে গিয়ে ম্যানেজ করে নিয়ে আসব। ওঃ হরি, দশটা টাকা দিস আমায়। খরচা হয়েছে তোর জন্য।

হরি। এই যে। (কালি টাকাটা নেয়) আচ্ছা কালিদা আমি যাচ্ছি, আমার একটু তাড়া আছে।

কালি। আয়। বাড়ি গিয়ে নুন পুটলির সেঁক দিতে ভুলিস না কিন্তু।

হরি। আচ্ছা। (বেরিয়ে যায়)

বুড়ো। কালিদা, আমায় পাঁচটা টাকা ধার দেবে ?

কালি। ঘাপটি আছিস তো ! বেশ তাল বুঝে চাইলি মাইরি টাকাটা !

বুড়ো। না'গো এমনিই চাইতাম।

কালি। আগের বারের টাকাটা এখনও শোধ দিসনি।

বুড়ো। দিয়ে দোব। একসঙ্গে দিয়ে দোব। মা টাকা দিয়েছিল সর্ষের তেল কিনতে। মাঠে খরচ করে ফেলেছি। না নিয়ে গেলে কেলো হয়ে যাবে মাইরি।

কালি। বেশ দিলি মাইরি। সেণ্টিমেণ্টাল, শরৎচন্দ্র টাইপ। যাঃ শালা।

দৃশ্য ঃ ১০

(হরির বাড়ি)

মাসি। (মাসি হরির হাতে সেক দেয়) হাতটাতো ভালই ফুলেছে। পুলিশের সঙ্গে কেউ ঝঞ্ঝাট করে ?

হরি। উঃ, লাগছে তো।

মাসি। স্থির হয়ে বোস্ তো !

বিনয়। তাহলে ? ঘণ্টা খানেক তো হল···অনেক আলোচনাও হল, কিন্তু আলো তো কিছুই বেরোল না !

অণিমা। সত্যি···আমি অবাক হয়ে গেছি হরি···তুই···তুই একটা পুলিশের গায়ে বোতল ছুঁড়ে মারলি···

মাসি। আর তার জন্য একটু তাপ-অনুতাপ নেই। আশ্চর্য ! এমনটা হলি কি করে, হরি ?

অণিমা। আমি সত্যি বুঝতে পারছি না···তুই কেন এমন করলি !

মাসি। ঠিক আছে হরি, তুই আমায় বল্। আমি তো কোন দিন তোকে কিছু বলিনি···তুই আমায় বলতো, কেন বোতলটা ছুঁড়লি ? কেন ?

অণিমা। ঠিক আছে, তুই আমাদের বলবি না তো···এরপরে দেখিস, পাগলা গারদের ডাক্তারকে বলতে হবে···ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে বলাবে—

হরি। কেন ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে বলাবে কেন ? আমি কি পাগল ?

অণিমা। তোর তো এটা বিকার—কোন সুস্থ মানুষ এমন করে ? তোর তো হ্যাবিট হয়ে যাবে—তখন ? এইতো সেদিন কাগজে পড়ছিলাম এসব কেসে পুলিশ পাগলা গারদে দিয়ে দেয়। সেখানে ইলেক্ট্রিক্ শক্ দিয়ে সারায় এসব কেস—

মাসি। এ্যাঁ শক্ দেবে? হরি তুই—

হরি। চুপ করতো মাসি। কেন? কত লোকই তো বোতল ছোঁড়ে—গাদা গাদা লোক ছোঁড়ে, তারা কি সবাই পাগল?

অণিমা। বাজে বকিস না—

বিনয়। আঃ অণিমা! কি সব আবোল তাবোল বকছো? ছেলেটাকে nervous করে দিচ্ছ—হরি তুমি –

মাসি। হুঁ্যা, শুধু শুধু ওকে কেন ভয় দেখাচ্ছিস অণু? ছেলে বয়সে সবাই ওরকম করে। বোতলটা ছুঁড়াল কেন?

অণিমা। কেন আবার! কোন শাসন নেই—আর বাড়িতে যা পরিবেশ!

মাসি। পরিবেশ মানে! কি বাজে কথা বলছিস অণু। বাড়িতে ও কি না পায়—জামা কাপড়, জুতো পয়সা-কড়ি—যখন যা দরকার তাই পায়—আর আমি কি করব! আমি তো সব সময় ও যা চাইছে তাই দিচ্ছি—

অণিমা। হুঁ্যা দিচ্ছ—যাতে বাড়ি থেকে দূরে থাকে সেই জন্য—সেই জন্য দাও!

মাসি। অণু দ্যাখ! বাজে কথা বলিস নি। তোদের কিভাবে মানুষ করতে হয়েছে তা আমিই জানি। বাপ-মা ছিল না তোদের। তাও কোন দিন স্নেহ ভালবাসার অভাব দেখেছিস?

অণিমা। তা কেন? বরং ভালোবাসাবাসি একটু বেশীই দেখেছি!

মাসি। মুখ সামলে কথা বলবি অণু!

হরি। আঃ চুপ করবে তোমরা! আমার ব্যাপার আমাকে ভাবতে দাও!

মাসি। হুঁ্যা, তোমার ব্যাপার তুমিতো ভাববেই। আজ হাত ভেঙেছ, কাল পা ভাঙবে, তারপর বাড়িতে মাসি আছে সেবা করবে—যা খুসি কর, আমি আর এর মধ্যে নেই। এই শেষ বার বলে দিলাম।

[মাসির প্রস্থান।]

বিনয়। ঠিক আছে হরি, তোমার যদি বলতে অসুবিধে থাকে—

হরি। না বিনয় দা, আমি···আমি বলছি, আমার কি রকম মনে হল—স্কুল শেষ হয়ে গেছে তো···আর স্কুলে যেতে হবে না, পরীক্ষা দিতে হবে না, কারো বকুনি খেতে হবে না, তাই—

বিনয়। হুঁ! হরি! একটা কথা বলি। আমার চেনা একটা Firm আছে। বললে হয়ে যাবে—হাজার খানেক, হাজার দেড়েক খাইয়ে দিলেই—ওখানে একটা apprentice ship-এ ঢুকে যাও!

অণিমা। হ্যাঁ, তাই কর হরি!

হরি। আমার এ্যাপ্রেণ্টিসসিপ ভাল্ লাগে না, আমি—আমি অন্য কাজ করব।

বিনয়। কোথায় পাবে কাজ?

হরি। আমাদের লোকাল এম. এল. এ. আছেন আমায় খুব ভালবাসেন। বলেছেন করে দেবেন।

বিনয়। হরি, তোমার বয়স অল্প—এখনই future build করার time। এই সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ো না।

হরি। না, বিনয়-দা।

বিনয়। আমি বলছি তোমাকে—

হরি। ও আমার ভালো লাগে না।

দৃশ্য ঃ ১১

আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে
আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে

(টাইপরাইটারের আওয়াজ ঃ বাঁদিক দিয়ে ইতিমধ্যে স্টেনোগ্রাফার ঢোকে ।)

(২য় পর্দা অংশতঃ খুলে যায় ।)

স্টেনো । Good morning, sir.

ভদ্রলোক । Thank you. একটা ডিক্টেশন নিন তো । As the entire State of West Bengal is in the grip of load-shedding, every industrial unit must work with greater dedication. We hope, our workers will remember this and do the needful. That's all Mrs. Ghosh, এটা আপনি এক্ষুনি টাইপে দিয়ে দিন । যাতে কালকেই ফ্যাক্টরিতে ওয়ার্কারদের মধ্যে Distribute হতে পারে । You may go now.…কি ব্যাপার ?

স্টেনো । স্যর, আজকে কিন্তু আমাকে তিনটের মধ্যে—

ভদ্রলোক । তিনটের মধ্যে—কেন ?

স্টেনো । আমার ছেলের স্কুলের অ্যানুয়াল ফেট্ আছে । ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তো—গার্জেনরা এসব function attend না করলে—

ভদ্রলোক । স্বাধীনতার পর ত্রিশ বছর পার হয়ে গেল, এখনও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল—যাবেন ।

স্টেনো । Thank you Sir.

ভদ্রলোক । Next ?

[হরির প্রবেশ]

ভদ্রলোক। কি ব্যাপার? Young man. ওরকম কুঁজো হয়ে আছো কেন? সোজা হয়ে দাঁড়াও। হুঁ! কি চাই?

হরি। চাকরি।

ভদ্রলোক। ব্যস? চাকরি? একটা বেয়ারার পোস্টের জন্য আজকাল কত application পড়ে জানো? কম করে এক লাখ!

হরি। এক লাখ?

ভদ্রলোক। এক লাখ—তাও সব at least স্কুল ফাইনাল নয়তো হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ।

হরি। এক লাখ! তাহলে আমি যাই?

ভদ্রলোক। আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, কোত্থেকে আসছো, কে পাঠিয়েছে—কিছুই তো শুনলাম না, এলে আর চলে গেলে!

হরি। ওঃ এই যে, আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন।

ভদ্রলোক। কই দেখি? হুঁ……বোসো। কে হন তোমার?

হরি। কেউ না……মানে খুব ভালবাসেন আমাকে।

ভদ্রলোক। হুঁ। আগে কোন কাজ করেছো?

হরি। হ্যাঁ, এখনো করি। সকালে খবরের কাগজ বিক্রি করি। ৭০।৮০ টাকা হয়।

ভদ্রলোক। হুঁ। লেখাপড়া কদ্দুর?

হরি। স্কুল ফাইনাল পাশ।

ভদ্রলোক। good…good…Apprentice Ship হলে ভাল হয়, না?

হরি। Apprentice!

ভদ্রলোক। ৫০ টাকার মতো হাত খরচা পাবে মাসে। ৫ বছর ট্রেনিং।

হরি। মাসে ৫০ টাকা?

ভদ্রলোক। চাকরীতে starting ভালই পাবে। দাঁড়াও, বড় সাহেবকে একটু বলে নিচ্ছি, তারপরে—

হরি। ইয়ে শুনুন—

ভদ্রলোক। কি ব্যাপার ?

হরি। না, মানে Apprentice-এর কাজে বড্ড সময় যায়—ছ'মাসে যা শেখা যায় পাঁচ বছরে তাই শেখাবে। আর বড্ড কড়াক্কড়ি—আমার এক্ষুনি একটা চাকরী হলেই ভাল হয়। কম মাইনে হলেও—

ভদ্রলোক। তুমি—Apprenticeship চাও না ? Funny ! আশ্চর্য্য ! টাইপ জানো ?

হরি। না।

ভদ্রলোক। সর্টহ্যাণ্ড ?

হরি। না।

ভদ্রলোক। একাউণ্টেন্সি ?

হরি। না।

ভদ্রলোক। ডাটা প্রোসেসিং ?

হরি। না।

ভদ্রলোক। ইংরিজি ?

হরি। না ?

ভদ্রলোক। বাংলা ?

হরি। না।

ভদ্রলোক। এঁ্যা ?

হরি। হ্যাঁ—মানে বাংলা জানি।

ভদ্রলোক। তুমি তো···তুমি তো কিছুই জানো না হে—তোমাকে নিয়ে তো—(চিঠিটি পড়তে থাকেন আবার)

হরি। আমি Life saving society-র certificate পেয়েছিলাম। কেউ জলে ডুবলে—

ভদ্রলোক। তাহলে তো সন্ধেবেলায় লেকের পাড়ে বসে থাকার কাজ দিতে হয়—কখন কোন ব্যর্থপ্রেমিক জলে ঝাঁপ দেবে—আমার এখানে, অফিসে, কারখানায় কোথাও তো তোমার কাজ নেই দেখছি—ঠিক আছে, তুমি এক কাজ করো। নিউ ইণ্ডিয়া কেমিক্যালে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি—ওরা লোক খুঁজছিল—সেলস্‌ম্যান—প্রথম তিনমাস মাসে ১০০ টাকা করে দেবে প্লাস T. A. প্লাস একশো টাকার বিজনেসে পাঁচ টাকা কমিশন। তা' পৌনে দুশোর মতো হবে মাসে। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।

[হরি চিঠি নিয়ে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসে ভদ্রলোককে নমস্কারের ভঙ্গি করে।]

ভদ্রলোক। অ্যাঁ—কি ?

হরি। নমস্কার।

ভদ্রলোক। ও হ্যাঁ, নমস্কার, নমস্কার।

দৃশ্য ঃ ১২

[ওষুধের দোকান]

[মঞ্চের ডানদিক দিয়ে চারজন চারটি সাইনবোর্ড নিয়ে ঢোকে। চারটি ওষুধের দোকানের সাইনবোর্ড। হরি এদের কাছে ওষুধ বিক্রি করছে। এর সঙ্গে বাজনা চলে। বাজনা থামলে ওরা চার জন মঞ্চের ডান দিক দিয়ে চলে যায়। বাঁ দিক দিয়ে ব্যোমকালি ঢোকে]

কালি। কিরে হরি কেমন রোজগার হল এ'হপ্তায় ?

হরি। ভালোই হয়েছে।

কালি। সাব্বাস বেটা। এবার বিশটা টাকা পকেটে রেখে বাকিটা ফেলে দে মাসির হাতে—তারপর চল্—মহামেডানের সঙ্গে খেলা আজ।

(গান) গোল দেবে গোল দেবে ফটাফট্।

দৃশ্য : ১৩

(হরির বাড়ী)

হরি। মাসি, আমি এসে গেছি। (খাটে একটা খাম ছুঁড়ে ফেলে) খামে টাকা রইল, এ মাসের সংসার খরচা। আমি কুড়িটা টাকা রাখলাম। আর মাসি, আমার কালো বেল-বটস্ আর নাইলনের গেঞ্জিটা বের করে দাও না।

[মাসী এবং বরুণমামা ঢোকে]

মাসি। হরি, এই দ্যাখ কে এসেছে—তোর ইয়ে বরুণমামা, বরুণমামাকে মনে পড়ছে তোর ?

বরুণ। বাড়ীর কর্ত্তা ?

মাসি। হ্যাঁ, বাড়ীর ছোট কর্ত্তা, হরি—ওতো—ও একটা চাকরী পেয়েছে।

বরুণ। বাঃ ! খুব ভালো, ফিগারটাও বেশ ভাল হয়েছে, কাঁধটায় একটু stoop আছে, হয়ে যাবে, হয়ে যাবে।

মাসি। হ্যাঁ, ওর খেলাধুলোয় খুব উৎসাহ। —ইষ্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। তোর বরুণমামা একবার লাইটওয়েট চাম্পিয়ান হয়েছিল—ঐ যে সেই লোহা তোলায়। খুব গায়ে জোর। তোর বরুণমামাকে মনে পড়ছে তো ?

হরি। ওকে বার করে দাও—

বরুণ। এ্যাঁ।

মাসি। ও কিরে হরি, মামা হয় তোর…ওরকম করে বলতে আছে? কদ্দিন পরে এল এ বাড়িতে…দু'একদিন থাকতে রাজী হয়েছে, আর তুই—

হরি। তুমি ওকে বের করে দেবে মাসি?

বরুণ। এ্যায়, এ্যায়!

মাসি। হরি, ছিঃ! কি বলছিস্ তুই!

হরি। মাসি, এবাড়ি এখন আমার। আমি খাটব সংসারের জন্য, আমিই টাকা আনব, ঐ খামে দেড়শো টাকা আছে।

বরুণ। হ্যাঃ, দেড়শো টাকা! এই যে!

[মানিব্যাগ ছুঁড়ে ফেলে খামের পাশে।]

হরি। তোমার ঐ হারামের টাকা নিয়ে বেরিয়ে যাও এখুনি!

বরুণ। অ্যায়, অ্যায়!

মাসী। হরি। বরুণমামাকে খেপাস না। খুব রগচটা লোক। গায়ে জোর—ফট্ করে কি—বরুণদা, তুমি আবার চটে যেওনা কিন্তু।

হরি। বেরোও এখান থেকে শুয়ারের বাচ্চা! নইলে—তোমাকে—

[হরিকে প্রচণ্ড জোরে মারে বরুণ]

মাসি!

হরি। মাসি, একটা অপরিচিত লোক তোমার সামনে আমাকে মারলো—তুমি …তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলে? তুমি দেখলে…

মাসি। তুমি ওকে মারলে কেন? হরি, বাপ আমার—খুব লেগেছে? রাগ করিস নি—থাক আমার কাছে হরি, হরিরে রাগ করিস নি।

হরি। ঠিক আছে…আমি আবার আসবো…এবার আমি তৈরী হয়ে আসবো …তারপর এই নরক—এই নরক একেবারে সাফ্ করে ফেলবো—আমি আবার আসবো…মাসি এবার কিন্তু আমি লড়ব…আমি ছাড়ব না… আমি ছাড়ব না…আমি ছাড়ব না!

[নেপথ্যে ঊর্ধ্বগমনে বাজে মাদল-এর সুর বাজতে থাকে।]

দৃশ্য : ১৪

[আর্মি রিক্রুটিং সেন্টারের সামনে]

হরি। পুলিশের চাকরী নেব আমি, পুলিশের সার্জেণ্ট। নাঃ, আর্মিতে বেশী র‍্যালা। তিনমাস ট্রেনিঙের পর ফিগারটা সলিড হবে, তারপর আজ লাডাক, কাল লঙপু, পরশু কাশ্মীর···ঢ্যা ঢ্যা ঢ্যা ঢ্যা কাগজে বেরোবে একক প্রচেষ্টায় ১৪ জন মারাত্মক অস্ত্রধারী শত্রুপক্ষের মোকাবিলা ···বীরচক্র···নাঃ মহাবীরচক্র···বছরে একবার ফিরব, কাঁধে হ্যাভারস্যাক··· দুহাতে দুটো ইয়াব্বড় সুটকেশ—ক্যামেরা, ট্রানজিস্টার, স্ট্রেচলনের বেলবটস, দামী সিগারেট···চ্যাপটা চ্যাপটা মদের বোতল···গোঁফে আঙুল দিয়ে ঢুকবো পাড়ায় বাড়াল-শালা টপ র‍্যালা।

তারপর, ঐ মামা শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে ঢি-ই-ক···ঢি-ই-ক···ঐ ওয়েট লিফটিং মামার পিছনে শালার ওয়েট লিফটিং রড ভরে দেব···হ্যাঁঃ অনেক হয়েছে—শক্ত না হলে চলবে না···সব শালা শক্তের ভক্ত, নরমের যম।

দৃশ্য : ১৫

[রিক্রুটিং অফিসারের ঘর]

হরি। আমি আর্মিতে জয়েন করতে চাই।

রিঃ অ। কেনো তুমি আর্মিতে জয়েন করতে চাও?

হরি। আমার ইচ্ছে···দেশের জন্য লড়ব।

রিঃ অ। সিনেমা হোলে যখন জানা-গানা-মানা বাজতো তুমি খাড়া হোয়ে যেতে না?

হরি। হ্যা।

রিঃ অ। আচ্ছা, তো তুমি কোন ডিপার্টে যেতে চাও?

হরি। আর্মিতে।

রিঃ অ। এ থোড়ি কোই গার্লস গাইডের অফিস আছে, This is army recruting Centre…লেকেন আর্মি তো কোই ছোটি-মোটি অফিস নহী—আর্মি বহোৎ বড়া চীজ—তার কোতো শাখা-প্রশাখা, কোতো পত্র পুষ্প—সারা দেশকে ছায়া দিচ্ছে নিরাপত্তা দিচ্ছে আর্মি…তো তুমি কোন ডিপার্টে জোয়েন কোরবে ওহি বাতাও?

হরি! আমি…আমি লড়াইয়ের কাজ করব।

রিঃ অ। লড়াই—হ্যাঁ ··কিসিকা মোকাব্‌লা কর রহে হো এ্যায়সে খাড়া হো যাও—ঠিক হি হায়…লেকিন…কোই কাম শিখ লো বাবা…E. M. E. মেডিকেল কোর…এডুকেশন কোর…সাপ্লাই…সিগনাল…এঞ্জিনিয়ারিং এসব ডিপার্টে যাবে তো কাম শিখতে পারবে, আখিরে ফয়দা হোবে।

হরি। এসব তো বাইরেও শেখা যায়…আমি ফাইট করতে চাই—

রিঃ অ। হাঁ, লেকিন ফাইট যোখোন খত্‌ম হোয়ে যাবে তোখোন—

হরি। ফাইট যখন খতম হয়ে যাবে তখন হয় আমিও খতম হয়ে যাব নয়তো মহাবীরচক্র পেয়ে একটা কিছু হয়ে যাব।

রিঃ অ। শোলে, শোলে, দেখেছো?

হরি। বহোত ছোকরা সানিমা দেখে আর্মিতে আসে, ভাবে কি ওতোহি সহোজ। হীরো ধর্মিন্দার এ্যাকেলা হাজার দুষমনের টক্কর লিয়ে লিলো—বস্‌অ সরকার মে এতো এতো টাকা আওর হিরোইন হেমামালিনী ওভি গলেমে লাগিয়ে লিলো—এতো সহোজ না বাবা।

হরি। তাহলে আমার হবে না?

রিঃ অ। হোবে নাতো বোলিনি। কিতনা তক পড়ে হো?

হরি। স্কুল ফাইনাল পাশ।

রিঃ অ। তবতো অফ্‌সর হোতে পারবে না···এন. সি. সি. সার্টিফিকেট আছে।

হরি। এন. সি. সি.···না।

রিঃ অ। কেনো ? এন. সি. সি. কম্পালসারি ছিলো না ?

হরি। ছিলো···মানে ড্রেস জমা দিইনি তাই—

রিঃ অ। এ্যায় বহোৎ খারাব বাৎ হ্যায় ইয়ে সব। ফালতু, ঠিক হায় জী মেডিকাল করলো। ডক্টর···

[বেরিয়ে যায়।]

[মেডিক্যাল অফিসারের প্রবেশ]

এম. ও। হাইট ?

হরি। পাঁচ ফুট ছ'ইঞ্চি।

এম. ও। ওয়েট ?

হরি। ৫২ কেজি।

এম. ও। চেস্ট ? নর্মাল ?

হরি। ৩২।

এম. ও। একসপ্যান্ডেড ?

[হরি চুপ করে থাকে]

এম. ও। ফোলানো ?

হরি। ৩৪।

এম. ও। এদিকে এসো। কাশো। জোরে আরো জোরে। ঘোরো। পড়ো ওপরেরটা—

[হরির ডান চোখ চেপে ধরে]

হরি। M.

তারপরেরটা·········

হরি। A K

এম. ও। তারপরেরটা·········

হরি। L Z Y

এম. ও। তারপরেরটা·········

হরি। R N C

এম. ও। আবার পড়ো—ওপরেরটা········· [হরির বাঁ চোখ চেপে ধরে]

হরি। M

এম. ও। তারপয়েরটা·········

হরি। A K

এম. ও। তারপরেরটা·········

হরি। L Z Y

এম. ও। তারপরেরটা·········

হরি। M N C না না G.

এম. ও। হুঁ······শুনতে পাচ্ছো ?

হরি। হ্যাঁ।

এম. ও। শুনতে পাচ্ছো ? [নীচু গলায়]

হরি। হ্যাঁ।

এম. ও। শুনতে পাচ্ছো ? [নীচু গলায়]

হরি। হ্যাঁ।

এম. ও। (ফিসফিস ক'রে) শুনতে পাচ্ছো ?

হরি। (ফিসফিস ক'রে) হরি পুরকায়স্থ।

এম. ও। মাথা থেকে পা, গোলমাল গোলমাল—চুলে খুস্কি, পিজিয়ন চেস্ট, পেট মোটা, ফ্ল্যাট-ফুট, কানে খাটো—চোখে মাটো, চলবে না, চলবে না, চলবে না, চলবে না। বাড়ি যাও।

দৃশ্য : ১৬

[রাস্তা]

ব্যোমকালি। কিরে হরি নিল না তোকে ?

হরি। নাঃ।

ব্যোমকালি। হাইড্রোসিল ? অর্শ ? পেচ্ছাপের দোষ ?

হরি। জানি না কালিদা।

ব্যোমকালি। যাগ্‌গে যাক্‌ ভালোই হয়েছে। ও মিলিটারি যা করে মঙ্গলের জন্য। বাঙালীর ছেলে······লড়াই-টড়াই আমাদের জন্য নয়···পেলে টেঁশে যেতি।

হরি। আর্টিলারী, ইন্‌ফ্যান্ট্রি না হোক, আমাকে সাপ্লাইতে পর্যন্ত নিলে না।

বোমকালি। আর্মি ব্যাপারটা কি রকম জানিস, হরি···অনেকটা বিয়ের মতো। বাইরে থেকে দ্যাখ সুখের সাগরে ভাসছে—স্বামী বৌয়ের দিকে তাকাচ্ছে···যেন হেলেন অফ্‌ ট্রয়, বৌ তাকাচ্ছে স্বামীর দিকে···অমিতাভ বচ্চন···একটু চোরাগোপ্তা মেরে দ্যাখ—ঘোমটা ঢাকতে পেছন খালি।

হরি। আমাকে নিল না! কত ছেলে এখন কাশ্মীরে লাডাকে বরফের ওপর চামড়ার জার্কিন পরে হাতে স্টেন নিয়ে—

ব্যোমকালি। হ্যাঁ, রাখতো! সবাইকে কত কাশ্মীর—লাডাক পাঠাচ্ছে···সব ফোর্ট উইলিয়মের মাঠে, নয়তো ব্যারাকপুরে। ঘাস-বিচালী ঘাস-বিচালী!

হরি। কি যে করব এখন? কাগজ বেচার কাজটা আগেই ছেড়ে দিলুম। সেলসের কাজটাও আসছে মাসে চলে যাবে—ম্যানেজার হারামী নোটিশ দিয়েছে—বলেছে বিজনেস ডবল না করতে পারলে···কি করব কালিদা ?

কালি। মুর্গির কলজে তোদের—এখনি তো কোঁকর কোঁ-কোঁকর কোঁ। যেই ছুরির ছোট্ট একটা পোঁচ পড়ল, ব্যস্—ফুট্। কেন? যখন চাকরী করতিস না খেতে পেতিস না? কোন কাজটা আটকে ছিল? যা'হোক কিছু জুটে যাবে একটা। আর শনিবারের বিকেলগুলো কেউ কাড়তে পারবে তোর কাছ থেকে? হাজার হাজার লোক, সবুজ মাঠ, যাদের ফুটবল আছে তাদের আর কি চাইরে হরি?

হরি। তুমি—তুমি ঠিক বলছ কালিদা?

কালি। নিশ্চয়ই ঠিক বলছি, হাজারবার ঠিক বলছি।

হরি। আর তাছাড়া জানো, মিলিটারিতে যাওয়ার ইচ্ছে আসলে আমারও ছিল না। ধার খেয়ে হঠাৎ চলে গিয়েছিলুম। বন্ধুবান্ধব, খেলার মাঠ, এই কলকাতা ছেড়ে বছরের পর বছর বাইরে—ওরে বাবা···ও সোলজারের চাকরি পেলেও আমি ঠিক ছেড়ে দিতুম।

কালি। সোলজারের চাকরীতে আসলে কার সুবিধে জানিস্? শুধু সোলজারের বৌদের—বর টেঁশে গেলেই সরকার থেকে দোকান বানিয়ে দেবে। দেখিস্‌নি মেট্রোর উল্টোদিকে—আলোরাণী দাস।

হরি। মিলিটারির চাকরী জাহান্নামে যাক, বেঁচে থাকুক আমাদের ইষ্টবেঙ্গল।

[বিনয়ের প্রবেশ]

বিনয়। এখন কি করবে তুমি, হরি?

হরি। সে আমি যা'হোক জুটিয়ে নেব।

বিনয়। মিলিটারি ডিসিপ্লিনে তোমার ভালোই হত, হরি। ভবিষ্যতে অনেক উঁচুতে ওঠার সম্ভাবনা থাকতো।

ব্যোমকালি। হ্যাঁ খুব উঁচুতে—ভগবানের কাছেও চলে যাওয়া যেত।

বিনয়। হরি, উদ্দেশ্যহীনভাবে আর ঘুরে বেড়িও না, আমার কথা শোন

হরি, তুমি ভুল করছো। একটা কাজ শেখো—যে কোন একটা হাতের কাজ। দেখবে, কখনো বেকার থাকতে হবে না—আত্মবিশ্বাসের অভাব হবে না কোনদিন, হরি···God helps those who help themselves একটা Apprenticeship-এ ঢ্‌কে যাও···আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি··· আর রাত্তিরে তার সঙ্গে কোন পলিটেকনিকে ভর্তি হয়ে যাও···প্রথম কয়েকটা বছরই যা কষ্ট, তারপর সহজ সরল রাস্তা···হরি স্রোতে ভেসে বেড়িও না।

ব্যোমকালি। হরি, স্রোতে ভেসে যাওয়ার মতো আনন্দ আর কিসে আছে? পাঁচ বছর ধরে দিনে কারখানা রাতে কলেজ—জন্ত্র জীবন—ফোরম্যানকে তেল দাও···স্‌পারভাইজারদের খিদমদ্‌গারি করো, বন্ধ্‌ নেই একটাও, প্রত্যেকে প্রত্যেকের কম্পিটিটর···তারপর যখন প্রতিষ্ঠা হবে তখন বছরের পর বছর ভোরে পাইখানায় বসে চমকে চমকে উঠবে এই ব্‌ঝি কলের ভোঁ পড়ল···আর কাজের শেষে বাড়ী ফেরার পথে আবার চমকে চমকে উঠবি বাচ্চার ফ্‌ড নয়তো বৌয়ের ভেতরের জামা নিয়ে যেতে ভ্‌ল হলো। ব্‌ড়ো বয়সে পেনসেন নিয়ে আন্দোলন!

বিনয়। হরি, আমার কথা শোন, যে কোন একটা কাজ শেখো···দেখবে কখনো নিজেকে ফালতু বলে মনে হবে না। যে কোন একটা কাজ শেখো!

ব্যোমকালি। কাজ শিখলেই সেই কাজ তোকে বেঁধে ফেলবে হরি। নিরাপত্তার কথা ভেবে কি হবে? ওটা একটা অভ্যেস। প্‌রোনো চটির মতো—ভাঁড়ে খ্‌চরো পয়সা জমানোর মতো, প্‌রানো দাদ চ্‌লকানোর মতো··· কিছ্‌তেই ম্‌ক্তি নেই, হরি···মরণকাল পর্যন্ত দাসত্ব! [প্রস্থান।]

বিনয়। হরি, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমি, সারা জীবন নাইলনের গেঞ্জি, স্ট্রেচলনের বেলবটস্‌ আর শনিবারের বিকেলে খেলার মাঠ নিয়ে চলবে না, হরি, কারো চলে না···তোমার বয়স কম···দেখতে ভালো,

বুদ্ধি আছে তোমার···জীবন খুব মূল্যবান হরি, তাকে নষ্ট করো না··· কাজ করো হরি, কাজ শেখো···

হরি। নাঃ! কি হবে কাজ শিখে বিনয় দা? আপনার মতো জীবন আমার চাই না—শুধু গ্যারেজ, বাড়ি, দিদি আর সাঁইবাবা এই তো আপনার জীবন!

বিনয়। হরি! হরি···আমি তোমার বন্ধু হতে চেয়েছিলাম!

হরি। আমার বন্ধু চাই না—বিনয়দা, বন্ধু চাই না, নিরাপত্তা চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না, আমি শুধু বাঁচতে চাই। ঐ চাপা চার দেওয়ালের মধ্যে জীবন কাটিয়ে আপনি ভুলে গেছেন, আকাশটা কত বড়ো···মাঠগুলো কত সবুজ···ফিরে যান আপনি আপনার ঘরে—ঐ ট্র্যানজিস্টার, টেলিভিশন আর সাঁইবাবার কাছে—যেখানে ধাক্কা-ধাক্কি নেই, গালাগালি ঝগড়া নেই, ভালবাসাও নেই···শুধু শ্মশানের শান্তি···আমার চাই না ও জীবন বিনয়দা···আপনার জন্য থাকুক বাড়ি···আমার চাই বিরাট—বিরাট খোলা ময়দান!

দৃশ্য : ১৭

[খেলার মাঠ]

হরি। সোম থেকে শুক্র, দমচাপা প্রতীক্ষা
তারপর শনি নয়তো রবিবারের বিকেল—
সকালে চায়ের দোকানে গুঞ্জন
অফিসের ক্যাণ্টিনে, কলেজের কমনরুমে অতৃপ্ত উত্তেজনা

সূর্য পশ্চিমে একটু ঢলে পড়লেই, শুরু।
ট্রামের ফুটবোর্ডে, বাসের মাডগার্ডে, বাম্পারে, ছাদে
ট্রেনের কামরায় কামরায়
মানুষ মানুষ কতো মানুষ।
টালা থেকে টালিগঞ্জ বেলঘরিয়া থেকে বাঁশদ্রোণী
মানুষের ছোট ছোট ক্ষীণ স্রোত
চলেছে ইডেনের দিকে—
ময়দানের কাছে এসে যেন এক মহানদী
জনসমুদ্রে লেগেছে জোয়ার—ঢেউ শুধু ঢেউ—
গেটের সামনে আঁকাবাঁকা আগুয়ান অজগর।
তারপর, মরে যাই মরে যাই স্বর্গের নন্দনকানন!
গ্যালারিতে পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর হাজার অমৃতস্য পুত্রাঃ—
মাঝখানে স্বর্গীয় সবুজ
মাঝে মাঝে ঝলসে ওঠা চক্ খড়ির দাগ।
হেলিকপ্টার থেকে রোমান এ্যারিনার মতই সজীব সুন্দর।
চা গরম, চপ্-চা-গরম, চাই পান
সব ছাপিয়ে গুর্খা রাইফেলসের ব্যাগ পাইপের গান—
হঠাৎ ষাট হাজার বিশ্ব-বিস্মৃত অর্জুনের একজোড়া চোখ
টেণ্টের দিকে।
না, টেণ্টের সামনের ছোট গেটের ওপর—
ঐ ঐ ঐ আসছে
বাইশজন রাজপুত্তুর
বাইশজন গ্ল্যাডিয়েটর
ফ্ল্যাশ বাল্ব জ্বলছে শয়ে শয়ে হাজার হাজার—

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় শেষ—
টস করা শেষ—
এবার কিক্ অফের হুইস্‌ল্।
এবার, এবার, এবার—
এ······এ······এ······

ক্রাউড। ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোম ব্যোম ব্যোম কালি কালি কালি
ব্যোম ব্যোম ব্যোম কালি কালি কালি
ব্যোম ব্যোম ব্যোম কালি কালি কালি
ব্যোম ব্যোম ব্যোম কালি কালি কালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি
ব্যোমকালি ব্যোমকালি
এঃ······এঃ······এঃ······

দৃশ্য : ১৮

[রাস্তা। সাপোর্টারদের নাচ ও গান]

ক্রাউড। (গান) গোল দেবে গোল, ফটাফট ফট্
গোল দেবে গোল, ফটাফট ফট্
মজিদ আর জামসেদ দেবে ঝটাঝট্
এরিয়ান, বি. এন. আর, হেরে সব ছারখার
এরিয়ান, বি. এন. আর. হেরে সব ছারখার
লাল আর হলদের আজ জয়জয়াকার
ফুটে যা, ফুটে যা, ফুটে যা—য়া-য়া।
চল্ ফিরে চল্, লীগ নিয়ে চল্ লীগ নিয়ে চল্
চল্ ফিরে চল্, লীগ নিয়ে চল্
চল্ জিতে চল্, শীল্ড নিয়ে চল্।
সকলের সেরা দল ইষ্টবেঙ্গল
গোল দেবে গোল, ফটাফট ফট্
গোল দেবে গোল, ফটাফট ফট্।

দৃশ্য : ১৯

[বিনয়ের বাড়ি]

বিনয়। হরি পাগল হয়ে গেছে, অনিমা···আমি কি বলব···হরি নির্ঘাৎ পাগল হয়ে গেছে···ও···ও একটা গুণ্ডা হয়ে গেছে !

অনিমা। কি বলছো তুমি ? ঐটুকু ছেলে হরি—

বিনয়। ঠিকই বলছি তোমাকে···ব্যাপারটা দুঃখের কিন্তু নিজেদের চোখ ঠেরে তো লাভ নেই। চা-ওলা বাদাম-ওলার পয়সা কেড়ে নেওয়া ···বাসে ট্রামে হুজ্জুতি···লোকের পেছনে পটকা ছোঁড়া, বোতল মারা ···পাকা গুণ্ডা হয়ে গেছে !

অনিমা। কিন্তু কেন এমন হল ?

বিনয়। সেইটেই তো কথা—কেন ? কোন একটা উদ্দেশ্য থাকবে তো ! কোন দলকে ভালবাসলেই গুণ্ডামি করতে হবে ! কোন বড় খেলা হলেই তুলকামাল কাণ্ড···উল্টোদলের সাপোর্টারদের ধারে কাছে পেলেই হল··· হরি···ঐ ব্যোমকালী আর তার দলবল···যেন ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে যায় !

দৃশ্য ২০

[রাস্তা]

[বাঁ দিক দিয়ে বিরোধী সাপোর্টারদের প্রবেশ]

বিরোধীদল। (গান) খয়েরী গোলাপী জিতবে আজ
খয়েরী গোলাপী জিতবে আজ

লাল-হলুদ তোর খেলে নেই কাজ
লাল-হলুদ তোর খেলে নেই কাজ
মানে মানে তোরা কেটে পড় এইবেলা।

ব্যোমকালীর দল (গান) বুক্‌নি বেশী বাড়াস্‌ না,
খেলার মাঠে দাঁড়াস্‌ না,
মেরে হাড্‌ডি গুঁড়োব, যা পালা।

[গোঁসাই অন্যদলের সামনে এগিয়ে যায়, অন্যদলের একজন ছুরি হাতে নেয়, ব্যোমকালি ঝাঁপিয়ে পড়ে গোঁসাইকে টেনে আনে।]

ব্যোমকালি। গোঁ—সা—ই……

[ব্যোমকালি ছুরি বার করে হাতে নেয়। পরে হরিকে দেয়। হরির হাতে ছুরি খোলা শুরু হয়—]

ব্যোমকালি। আবে, পুলিশ—

[পুলিশের প্রবেশে সকলে পালায়]

পুলিশ। ছুরি লইয়া মারামারি কর, সুমুন্দির পো—

[পুলিশ অনুসরণ করে]

বিনয়। ভাবোতো ১৯00 সাল, সুসভ্য কোলকাতা শহরের এই অবস্থা। এতো যুদ্ধের সময় ঢাকা বা সায়গনের থেকেও খারাপ। ভাবতো কয়েকটা স্কাউণ্ড্রেল মজা মারবে আর ভুগতে হবে সাধারণ পাবলিককে। হরি… ব্যোমকালি আর তার দলবল এসব করে বেড়াচ্ছে! এরাতো Criminal, এরাতো প্রত্যেকে একটা Protential murderer.

অণিমা। তুমি একটু বাড়িয়ে বলছ না?

বিনয়। আদৌ না, কিছু মনে কোর না, তোমার মাসি হরির পরকালটা একেবারে ঝরঝরে করে দিয়েছে—ওর যত বয়স বাড়ছে, তত ওঁর—ইয়েও বাড়ছে।

অণিমা। তুমি তো সব জেনেশুনেই আমাকে বিয়ে করেছিলে···আর কতদিন বলেছি মাসির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখার দরকার নেই···তুমিই তো জোর করে বার বার···

বিনয়। আহা, সে কথা হচ্ছে না অনিমা, হরির মত ছেলেরা···বয়স্কদের সম্পর্কে কোন Respect নেই! বয়স্কদের সম্মান করতে ভুলে গেছে! আর বয়স্কদেরই বা কি চেহারা দেখছে এরা···বয়স্করাই যদি সব নীতি বিসর্জন দিয়ে বেলেল্লাপনা করে ঘুরে বেড়ায়···তবে সম্মানটা পাবে কোত্থেকে,···এ হবেই···হতেই হবে, ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতেই হবে।

দৃশ্য ২১

[বাস স্টপ : চারজন অপেক্ষারত বাসযাত্রী, এদের মধ্যে একজন, অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সৈনিক।]

১ম যাত্রী। Excuse me, ন' নম্বর যেতে দেখলেন নাকি এর মধ্যে?

২য় যাত্রী। আরে দূর মশাই, আধঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি—কোনো নম্বরেরই পাত্তা নেই—তো ন' নম্বর।

১ম যাত্রী। Really, এদেশে বাস করাই এক ঝকমারি। লণ্ডনে—

বৃদ্ধ সৈনিক। এ্যাঁ!

১ম যাত্রী। বুঝলেন লণ্ডনে, Any place you want to go to, minute-এ minute-এ বাস, Tube train and what not, আর আমাদের দেশে···

[ব্যোমকালির দলের প্রবেশ]

সোমনাথ। ইয়া—হু—উ—উ···

সৌমিত্র। (গান) রুখ যা, রুখ যা ও জানেওয়ালে রুখ যা—
ম্যায় তো রহী তেরে মন্‌জিল কা।

ব্যোমকালি। কিবে—হারামী—রাস্তায় রোমাণ্টিক।

সৌমিত্র। পাইপ—(প্রথম যাত্রীর মুখ থেকে পাইপ কেড়ে নেয়)

১ম যাত্রী। what !

সৌমিত্র। ভেরি কড়া—(পাইপ ফেরং দেয়)

গোঁসাই। গুরু এল নাইন এলে উঠে পড়ব হ্যাঁ···

ব্যোমকালি। এই, এটা এল স্টপ কিনা দেখ—

গোঁসাই। এটা 'এল' নয় ?—

ব্যোমকালি। আবে, মহম্মদ আমিন 'এল' তুলে দিয়েছে।

বৃদ্ধ সৈনিক। এই যে লাইনে দাঁড়াও না খোকারা—

হরি। খোকারা ?—

সৌমিত্র। লাইনে ?—

গোঁসাই। লাইনে যাও ভাই, লাইনে যাও, লাইনে যাও—

সোমনাথ। লাইনে যাও ভাই, লাইনে যাও, লাইনে যাও, লাইনে যাও—
[বৃদ্ধ সৈনিকের গায়ে হেলান দেয়]

ব্যোমকালি। (গান, বৃদ্ধ সৈনিককে—)
কেটে পড়ো, ভেগে পড়ো ভামরা—

ব্যোমকালীর দল। (গান)
কেটে পড়ো, ভেগে পড়ো ভামরা
খসে পড়ো যত বুড়ো দামড়া
না হ'লে ছাড়িয়ে নেব চামড়া
এইবার এসে গেছি আমরা

[কালির দল গান গাইতে গাইতে মঞ্চের বাঁদিকে চলে যায়]

বৃদ্ধ সৈনিক। এই ছোকরাদের মতো বয়সে আমি আর্মিতে ছিলুম। আমি দেশের সেবা করেছি, একটা ফুটবল টীমের সেবা করিনি।

২য় যাত্রী। এদের জন্যেই আমরা প্রাণ তুচ্ছ করে দেশকে স্বাধীন করেছিলাম; ভাবতে পারেন!

৩য় যাত্রী। স্বাধীনতা পাওয়াই আমাদের কাল হয়েছে মশাই; বৃটিশরা ছিল বেশ ছিল। থাকতো সেই আগের দিনের লালমুখো সার্জেণ্টগুলো —এইসব ছোকরার পেছন দিয়ে ফুটবল বের করে ছেড়ে দিত।

২য় যাত্রী। হিটলারের মতো লোক দরকার মশাই! ডিকটেটর দরকার! ডিকটেটর! নইলে এই সমস্ত বদ ছেলেপুলেদের সায়েস্তা করা যাবে না।

বৃদ্ধ সৈনিক। এদের মতো বয়সে আমি মেসোপটেমিয়ায় লড়েছি, বোগদাদে লড়েছি, কায়রোতে লড়েছি। আর এরা ইডেন গার্ডেনে লড়ছে। ছি—ছি ছি—ছি।

কালির দল। এইবার এসে গেছি আমরা
এইবার এসে গেছি আমরা
আহুঁ আহুঁ

সোমনাথ। এ সোঁড়িয়া—

কালি। এ গোঁড়িয়া—

বৃদ্ধ সৈনিক। আপনারা, আপনারা কি মশাই? এইসব ছোকরাদের বেলেল্লাপনা সহ্য করছেন?

সোমনাথ। গুরু, শুড্ডাগুলো তখন থেকে বড় কিচির মিচির করছে, দেব নাকি একটু কেলিয়ে?

বৃদ্ধ সৈনিক। আমি আতাতুর্কের সঙ্গে লড়েছি, হিটলার মুসোলিনির বিরুদ্ধে লড়েছি···আজ এই বুড়ো বয়সে কটা ফচকে ফুটবল সাপোর্টার···

[কালি বৃদ্ধের চারপাশে ঘুরে ঘুরে [illegible] করে। বৃদ্ধ ভয় পায়, কালি গান ধরে, পরে কোরাস যোগ দেয়

কালি ও কোরাস। আহা মরি, সেপাই বুড়ো এবার খেপেছে
কবে ঘি খেয়েছি টেকুর আজ উঠেছে।
ওসব গল্প কদ্দিন আর চালিয়ে যাবেন দাদু,
তিনকাল গে এককালে ঠেকে আছ চাঁদু।
কটা দিন আর কাটিয়ে দাও না উকুন বেছে বেছে—
আহা মরি, সেপাই বুড়ো এবার খেপেছে!

[কালির দল উদ্দাম নাচতে থাকে। এই সময় দু'জন পুলিশ ঢুকে হরি এবং কালির কলার ধরে।]

গোঁসাই। আবে মামু এয়েচে।

[কালি এবং হরি ছাড়া সকলে পালায়।]

কালি। কে বে?

১ম পুলিশ। রাস্তায় নাচনের জায়গা?

কালি। রাস্তায় একটু নাচলেও আপনারা—

[কালি এবং হরিকে পুলিশ ধরে নিয়ে চলে যায়]

বৃদ্ধ সৈনিক। হাকিম বিচার যা করবে তা তো জানি। মাথা চুলকোবে আর ভালো থাকতে উপদেশ দেবে। ছ'পৃষ্ঠার রায়েতে সব বড় বড় কথা লিখবে। আধুনিক জীবন যাত্রার সব জটিল সমস্যা, যুগ-যন্ত্রণা, যুগ-শক্তির অবক্ষয়—আরও সব গুষ্টির পিণ্ডি। আরে মশাই, পড়তো এরা সব সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে—পেচ্ছাপ করে ফেলতো!

দৃশ্য ২২

[বিচারালয়]

ম্যাজিস্টেট। বাস স্টপে কি করছিলে ?

কালি। গান গাইছিলাম।

ম্যাজিস্টেট। আমি তোমাদের সঙ্গে হাকিম হিসেবে নয়, একজন ভদ্রলোক হিসেবে কথা বলছি।······খেলা—খেলা ব্যাপারটা কি ? একটা সম্মিলিত সমবেত উদ্যোগের ফল। তাই নয় কি ? মাঠে শুধু তোমার টীমের এগারোটি প্লেয়ার থাকলেই তো খেলা হয় না। মাঠ চাই, মালি চাই, রেফারী চাই, লাইন্সম্যান চাই, টিকিট বিক্রি করার লোক চাই, ফটোগ্রাফার চাই, প্রেস রিপোর্টার চাই, দর্শক চাই, একটা বিরোধী দল চাই, যাদের সঙ্গে তোমার টিম খেলবে। অর্থাৎ বহু লোকের, যাদের অনেকে খেলতে জানে না, খেলতে চায়ও না, এই রকম সব বহু লোকের সম্মিলিত আয়োজনে একটা খেলা হয়। সেক্ষেত্রে সবাইকে নিজের নিজের কাজ করতে হবে এবং অন্যের কাজ যাতে পণ্ড না হয় দেখতে হবে······ধরো মাঠে পুলিশের কাজ হচ্ছে শান্তি রক্ষা করা······ফেন্সের পাশে দাঁড়িয়ে আছে যাতে সাপোর্টাররা মাঠে না ঢুকে পড়ে······তা সে যদি হঠাৎ নিজের দায়িত্ব ভুলে যায়······লেফ্‌ট্‌ আউট অথবা রাইট আউট তার সামনে দিয়ে বল নিয়ে দৌড়চ্ছে······পুলিশ তার মাথায় মারলে বেটনের বাড়ি······ঘটনাটা ভাবোতো······ফটোগ্রফার গোল পোস্টের পেছনে বসে আছে ছবি তুলবে বলে······তা নয় হঠাৎ গোলকীপারের পা টেনে ধরলো······কিম্বা ধরো পেনাল্টি কিক্‌ হবে······রেফারী নিজেই দুম করে কিক্‌ করে দিল—

৪র্থ বাস যাত্রী। একটা বড় ভাল কথা বলেছেন, এই সব কথা বার্তা······

ম্যাজিস্ট্রেট। এটা হাসির কথা নয়। হ্যাঁ, তার মানে প্রত্যেককে নিজের জায়গায় সঠিক থাকতে হবে—Each in his own post—পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন। তেমনি জীবনটাকেও যদি আমরা ফুটবল খেলা হিসেবে দেখি সেখানেও ঐ একই নীতি অনুযায়ী চলতে হবে। তোমাদের উত্তেজনার স্থান মাঠের ভেতরে, বাসণ্টপে নয়······সেখানে উত্তেজিত হ'লে অন্যের ক্ষতি······বুঝছোতো আমার কথা? (কালি ও হরি মাথা নাড়ে) Good······Good······Very Good. পনের দিনের বিনাশ্রম কারদণ্ড। তারপর ছাড়া পেলে তিনমাস প্রতিদিন বিকেলে Local থানায় হাজিরা দিতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। একদিন ছিল আমাদেরও ছেলেবেলা,
দুচোখে স্বপ্ন ছিল দিগন্ত গামী,
মাঠের সবুজে ছিল সংযত খেলা—
ওদের বুঝি না, সত্যি বুঝি না আমি।

আমাদের ছিল আকাশের সূর্য তারা,
ওদের আকাশে ফুটবল কমদামী
গড়িয়ে চলেছে হিংস্র ঠিকানা হারা—
ওদের বুঝিনা, সত্যি বুঝিনা আমি।

ওরা কি যা চায়, পায়না সহজতর,
তবে কেন রাগ কেন এত গুণ্ডামী
আধুনিকতা কি এরকম হজবর—
ওদের বুঝি না, সত্যি বুঝি না আমি।

দৃশ্য ২৩

ব্যোমকালি। আমাদের হরির জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ফুটবল—বলা ভালো ইস্টবেঙ্গল। জজসাহেবের হুকুম তিনমাস রোজ বিকেলে থানায় হাজিরা দিতে হবে। কাজেই ইডেন গার্ডেন থেকে হরি নির্বাসিত। প্রকৃতির নিয়ম শূণ্যস্থান পূর্ণ করে দেওয়া। হরির জীবনের ফাঁককে ভর্তি করল একটি মেয়ে, হরি প্রেমে পড়ল।

কি করে প্রেমে পড়ল? যেমন করে সবাই পড়ে। প্রথমে দর্শন, সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের যে কোন একজনের বা দু'জনের মাথায় গুনগুনিয়ে উঠল 'মন বলে চিনি চিনি'। —কিম্বা 'ছোটিসি মুলাকাৎ প্যার হো গ্যয়া'। তারপর সুযোগ বুঝে বাক্য বিনিময়—দুতের মাধ্যমে নয়তো face to face, তারপর সুযোগ করে সিনেমা—সিনেমায় গিয়ে রোমান্টিক দৃশ্যে হাতের ওপর হাত ফেলে দেওয়া, নয়তো কমিক দৃশ্যে একটু বেশী হেসে শরীরটা বাঁকিয়ে গায়ের ওপর ঢলে পড়া। তারপর সুযোগ করে রেস্টুরেন্টে, পর্দা ঢেকে পাশাপাশি বসে বক্‌বক্‌ বক্‌বক্‌, মাঝে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস……তারপর চকাম্‌ করে চুমু……আর detail-এ কাজ নেই, ব্যাপারটা তো সকলেরই মোটামুটি জানা। সহজ কথাটা সহজ করেই বলি। হরি প্রেমে পড়ল। সীতা নামে একটি মেয়ে, বছর ১৯ বয়স। একদিন বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় অকুস্থলে আগমন শ্রীমান হরি পুরকায়স্থর। বাকিটা আপনারা দেখুন পাদপ্রদীপের আলোয়।

[সেণ্টার স্টেজে বৃত্তাকার রঙীন আলোতে বাসস্টপে অপেক্ষামানা একটি মেয়ে। হরি তার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। হঠাৎ একটি মেয়ে রয়েছে খেয়াল হওয়াতে ফিরে তাকাল, তারপর মেয়েটির সামনে দিয়ে পেছন দিয়ে হাঁটা শুরু করল। মেয়েটি প্রথমে সচেষ্টায় উদাসীন, পরে বিরক্ত,

তারপর কৌতুহলী, তারপর গর্বিত, তারপর খুশী, তারপরে উৎসাহী। ইতিমধ্যে হরি বৃত্তাকারে দ্রুত মেয়েটির চারপাশে ঘুরতে শুরু করেছে। সঙ্গে বাজনা। বৃত্ত ক্রমেই ছোট হচ্ছে। মেয়েটির হাত দুধারে ছড়ানো—ব্যালেরিণার মত। হঠাৎ বাজনা থামে, সাধারণ আলো এসে পড়ে। হরি মেয়েটির হাত ধরে হাঁটতে শুরু করে যেন কতদিনের চেনা।

হরি। কি রোজ রোজ রিহার্সাল করতে যাও ভাল লাগে না। তোমায় রিহার্সালে পেঁছে দিয়ে আসি তো······তারপর ফেরার পথে একা একা··· কি রকম একটা···একটা···ভীষণ রাগ ধরে যায় মাঝে মাঝে।

সীতা। রাগ···কার ওপর? —আমার ওপর?

হরি। নাঃ তোমার ওপর না······তুমি তো একটা কাজে যাও, তোমার ওপর ···মানে একা একা ফির তো···তখন সে নানান কথা মাথার মধ্যে···মানে ···দূর্ সে তোমায় বোঝাতে পারবো না।

সীতা। বুঝেছি গো বুঝেছি! ঠিক আছে, আজ রিহাসালে যাবো না!

হরি। যাবে না? টপ্ সীতা···তুমি মাইরি চাম্পি,······এই, একটা জায়গায় যাবে?

সীতা। কোথায়?

হরি। আমার দোস্তরা সব আসবে ওখানে—

সীতা। আরে কোথায় বলবে তো!

হরি। বরানগরে······ইস্টবেঙ্গল টীমকে রিসেপশন দিচ্ছে······কতদিন ওদের দেখিনি—প্রায় আড়াই মাস হয়ে গেল। যাবে?

সীতা। চলো।

হরি। এ্যা, এ্যা।

[হরি সীতার সামনে হাঁটুগেড়ে বসে সীতার হাত ধরে মাথায় ঠেকায়]

হরি। সবে শুনা হো, এ সীতা মাইয়া হাম সে প্যার করেলা······

[হরি ও সীতার প্রস্থান]

দৃশ্য ২৪

[সম্বর্ধনা সভা ঃ কিছু সমর্থক ছেলে মেয়ে]

সমর্থক দল (গান)

১ম সমর্থক। না ভাসায়ো রাধা অঙ্গ,

অন্য সমর্থক। বেশ জমিয়ে ধর—

১ম সমর্থক। (উৎসাহে) না ভাসায়ো রাধা অঙ্গ,

সকল সমর্থক। আ-হা-হা,

১ম সমর্থক। না নিয়ো গো ঘাটে,

সকল সমর্থক। ও-হো—হো,

১ম সমর্থক। মরিলে পুঁতিয়া রেখো

সকল সমর্থক। কোথায় ?

ব্যোমকালি। ইষ্টবেঙ্গলের মাঠে—

[সকলে 'গুরু, ব্যোমকালি ইত্যাদি সম্বোধনে উল্লাস করে উঠে।]

সকল সমর্থক। ইষ্টবেঙ্গল আমি ভালোবাসি,
এরিয়ান ভালো মহামেডান ভালো
তবু ইষ্টবেঙগল ভালোবাসি,
রাজস্থান ভালো মোহনবাগান ভালো
তবু ইষ্টবেঙগল ভালোবাসি।
ইষ্টবেঙগল, ইষ্টবেঙগল, ইষ্টবেঙগল, ইষ্টবেঙগল,-
হরিবল, হরিবল, হরিবল, হরিবল...

১ম সমর্থক। অঞ্জন—

[অঞ্জনকে ফুলের তোড়া হাতে দেখা যায়]

সকল সমর্থক। অঞ্জন, অঞ্জন, অঞ্জন,
অঞ্জন, অঞ্জন, অঞ্জন,
অঞ্জন, অঞ্জন, অঞ্জন,
অঞ্জন, অঞ্জন, অঞ্জন……

সীতা। অঞ্জন কে ?

হরি। কি বলছ ? শুনতে পাচ্ছি না !

সীতা। অঞ্জন কে ?

হরি। আমি শুনতে পাচ্ছি না !

সীতা। অঞ্জন কে ?

হরি। আমি শুনতে পাচ্ছি না !

[অঞ্জন ফুলের তোড়া ছুঁড়ে দেয়]

সকল সমর্থক। (গান) অঞ্জন সরকার সেরা লিংকম্যান,
যখন তখন গোলে সুযোগ করে দেন,
আই আই অঞ্জন, অঞ্জন,
আই আই আই।
অঞ্জন সরকার সবার সেরা
যদিও বা থাকে ছ'জনে ঘেরা
ওরই ফাঁকে ঠিকঠাক থ্রু দিয়ে দেন।
থ্রু নিয়ে জামসেদ গোল ক'রে দেন।
আই আই অঞ্জন, অঞ্জন, আই, আই, আই।

[সকলে নাচতে নাচতে চলে যায়]

দৃশ্য ২৫

[পার্ক ।]

সীতা । দারুণ ! দারুণ না !

হরি । কি ?

সীতা । ঐ যে ব্যাপারটা……নাচ, গান হৈ হৈ……

হরি । তোমার ভালো লেগেছে ?

সীতা । দারুণ……

হরি । তোমার থিয়েটারের থেকেও ?

সীতা । দূর । থিয়েটারের তো রিহার্সাল, নিয়ম, ডিসিপ্লিন । আর ওদের কি রকম……কি রকম যেন ভেসে যাচ্ছে হাওয়ায়—দারুণ এক্সাইটিং ।

হরি । মাঠে গেলে না তোমার ফ্যান্টাস্টিক লাগবে । তুমি যাবে ? আমার সঙ্গে খেল দেখতে ?

সীতা । যাব ।

হরি । সীতা তোমাকে একটা জিনিষ দেব আমি । নেবে ?

সীতা । কি জিনিষ ?

হরি । একটা লাল আর হলদে—ইষ্টবেঙ্গলের কালার—লাল হলদে ম্যাক্সি । তোমায় দারুণ দেখাবে আর……আর মাঠে না হৈ চৈ পড়ে যাবে ।

সীতা । না, সে বাড়ীতে বডড ঝামেলা হবে ।

হরি । বাড়ীতে যা হোক একটা তাপ্পি দিয়ে দিও । তুমি নিলে না আমার খুব…ভাল লাগবে…আমার বন্ধুরা flat হয়ে যাবে ।

সীতা । ঠিক আছে, নেব ।

হরি । আমাদের একটা বিরাট দল আছে, অনেক মেয়েও আছে—সব ইষ্ট-বেঙ্গলের সাপোর্টার । সব সময় আমরা টীমকে সাপোর্ট করেছি । বছরের

পর বছর···জিতলেও, হারলেও···যেখানে খেলা হয়েছে দল বেঁধে গেছি—বম্বে, দিল্লী, কটক, কানপুর—সব জায়গায়···সে যে কি গ্রেট মজা তুমি ভাবতেই পারবে না।

সীতা। আমিও এখন থেকে যাবো তোমাদের সঙ্গে।

গুলু, গুলু, গুলু! সীতা, সীতা তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না তো? কি···চুপ করে রইলে যে? বলো?

সীতা। বারে, কি বলব?

হরি। ঐ যে জিজ্ঞেস করলাম!

সীতা। এসব কি বলা যায় নাকি? যদি কোনদিন অন্য কাউকে ভাল লাগে? —যদি কোনদিন তোমাকে ভাল না লাগে? —কথা দিয়ে কথা না রাখলে পাপ হবে না?

হরি। সীতা, তুমি কাটিয়ে দিচ্ছো মাইরি—এ খেলায়—আমাদের খেলায় ভালোবাসার ভাগাভাগি চলে না···যাকে ভালোবাসবে শুধু তাকেই ভালোবাসতে হবে···আমি চাই যে আমাকে ভালোবাসবে সে আমাদের টীমকেও ভালোবাসবে—এই শনিবার—তার পরের শনিবার—তারপরের শনিবার—চিরকাল······এক সীজন টীম খারাপ খেলল অমনি বেটার টীমকে সাপোর্ট করা—সেসব চলবে না···বিশ্বস্ততাই আসল, বুঝলে, মানে সীতার মত একনিষ্ঠ। সীতা তুমি আমায় ভালোবাসো?

সীতা। আমি ঠিক জানি না।

হরি। কিন্তু তুমি আমাদের টীমকে ভালোবাসো তো?

সীতা। হ্যাঁ···কিন্তু আমি তো কোনদিন খেলা দেখিনি।

হরি। আমি নিয়ে যাবো তোমায়—সামনের শনিবারে! দেখবে লাল হলদে জার্সি পরে ১১টা বাঘের বাচ্চা···অঞ্জনকেও দেখবে।

সীতা। অঞ্জন!

হরি। তুমি সাপোর্টারদের ইন্‌স্পিরেশন হবে—আমাদের টীমের ইন্‌স্পিরেশন ! ···তোমায় আমি সব খেলায় নিয়ে যাবো। বাইরের খেলাতেও···

সীতা। বাইরে ?—কিন্তু বাড়ীতে তো—

হরি। ধ্যুৎ ! বাড়ীতে বলবে থিয়েটার করতে যাচ্ছো, ব্যস্ ! সব জায়গায় নিয়ে যাবো—জামসেদপুরে কিনান স্টেডিয়াম, কটকেবারাবাটি, বম্বেতে কুপারেজ, দিল্লীতে আম্বেদকর ষ্টেডিয়াম,—আমি তোমাকে গোটা দুনিয়া দেখাবো, সীতা !

সীতা। দারুণ ! দারুণ হবে না ?

হরি। মীরাট রাইফেল্‌স্, জলন্ধর সিটি, মফতলাল, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, পাঞ্জাব পুলিশ দেখবে···দেখবে বাঘ-সিংহের লড়াই, বাইরের মাঠে পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটী, মারাঠী—সব নানান লোকের ভীড়···তার মাঝখানে আমরা কয়েকজন। প্লেয়াররা মাঠে নামলে আমরা ফ্ল্যাগ নাড়বো···ওরা আমাদের দিকে তাকাবে···তোমার দিকে তাকাবে··· জানবে আমরা আছি, ওদের জন্যে, শুধু ওদের জন্যে—

সীতা। আমি যাবো, আমি যাবো, আমি যাবো।

দৃশ্য ২৬

[পার্ক]

[ব্যোমকালির সফরের গান]

ব্যোমকালি (গান) যায়রে যায়রে, যায়রে যায়রে—
মাঠেতে ওরা যায়রে যায়রে,
খেলাতে ওরা যায়রে যায়রে।

কেউ পারে না রাখিতে ধরিয়া,
কানপুর থেকে বোম্বাই বা দিল্লী।
ইডেন থেকে কিনান বা গৌহাটিতে,
বাঘা বাঘা দল সব হেরে ভূত সারাদেশে—
হরি আর সীতা যায় শুধু হেসে।

ব্যোমকালি। একদিন কোলকাতার মাঠে খেলা দেখে বেরিয়েছি আমি, সমু গোঁসাই, হরি, আমার গার্লফেণ্ড কঙ্কা, আর ফুটবল মাঠের হিরোইন, সীতা দি গ্রেট। বাসস্টপের কাছে এসেছি…আমাদের দেখে একটা মাড়োয়ারী আর তার বৌ—ফিক্ ফিক্ করে হাসতে শুরু করলো…

[মাড়োয়ারী স্বামি-স্ত্রী বেঞ্চে বসে আছে।]

ভেলপুরিওয়ালা। ভেলপুরি, ভেলপুরি, ভেলপুরি…

[ব্যোমকালি চড় মারে।]

বাঃ, দাদা, বাঃ! ভেলপুরি—

[ভেলপুরিওয়ালার প্রস্থান।]

ব্যোমকালি। এত হাসি কিসের দাদা দিদির ?

মাড়োয়ারী। কি, খেলা দেখে এলেন ?

ব্যোমকালি। না, ফাটকা বাজার থেকে এলাম।

মাড়োয়ারী। কোন টীম হাপনাদের ?

ব্যোমকালী। বাঙ্গালী টীম হামাদের…

গোঁসাই। নট্‌দা পেটমোটা রাজস্থান……

সোমনাথ। আপনাদের টীমের পশ্চাদ্দেশে আজ সাতটি ব্যাম্বু ভরে দেওয়া হয়েছে।

মাড়োয়ারী। এসব বাৎ কেন বোলছেন, বাবু ? আন্যায় বাৎচিৎ কোরবেন না।

ব্যোমকালি। এ্যায়, ন্যায়-অন্যায়ের কথা তুলে কি লাভ? অন্যায় তো অনেক কিছুই। চুরি-ডাকাতি-মানুষখুন সবই তো অন্যায়—আপনারা মানছেন?

মাড়োয়াড়ী মহিলা। কে চুরি-ডাকাইতি খুন-খারাবি করছে ভাই?

হরি। আপনারা করছেন ভাই—

সোমনাথ। বাঙ্গালীদের তো রক্ত চুষে শেষ করে দিলেন ভাই—

গোঁসাই। ভাই—

মাড়োয়াড়ী। এসব বাত বোলবেন না···খেটে খাই হামরা, বহোৎ মেহনৎ করে পয়সা কামাতে হোয়।

সোমনাথ। এসেছিলেন তো সব লোটাকম্বল কাঁধে নিয়ে, পুটলিতে ছাতু বেঁধে ডব্লিউ-টি করে···আর এখন গাড়ী হাঁকাচ্ছেন, বাড়ি প্যাঁদাচ্ছেন···ভেলপুরী মারছেন।

[মাড়োয়াড়ীর হাত থেকে ভেলপুরী তুলে নেয়]

গোঁসাই। ভেবেছেলেন কি? আমাদের দেশে এসে ভুঁড়িতে হাত বোলাবেন আর চীফ্ মিনিষ্টার হবেন?

হরি। খেটে খাই! খেটে খেলে অত গাড়ী বাড়ি নক্সা হয়? হারামের টাকা ছাড়া অত র‍্যালা হয় না।

মাড়োয়াড়ী। হামাদের মাথায় বুদ্ধি আছে মোশাইরা···বুদ্ধিতে সোব হয়! হাপনারা তো খালি চাকুরীর ধান্ধা কোরবেন, তামাম বাঙ্গালী জাতকে চাকরের জাত বানিয়ে দিয়েছেন হাপনারা।

হরি। কি, চাকরের জাত আমরা? শালা হারামখোর।

মাড়োয়াড়ী মহিলা। চলো জী চলো, কিঁউ ইয়ে সব লাফাঙ্গেকো সাথ ফালতু বাত্ কর রহে হো—

মাড়োয়ারী। ঠ্যায়রো তুম! হামার বিবি রয়েছে, একজন জেনানার সামনে এসব বাতচিত কোরতে হাপনাদের সরম লাগছে না?

ব্যোমকালি। সরম? কিসের বে? বিবির সামনে? শালা, বিবির সামনে যখন কানে আঁতর গ‍ুঁজে রাঁঢ়ের বাড়ি যাও—কেশ্ট রাখো, তখন সরম লাগে না, হারামি?

অপেক্ষারত যুবক। অনেকক্ষণ ধরে ঝামেলা করছেন আপনারা। এবার যান তো।

হরি। কেন বে, এঁকি তোর কেনা জায়গা?

অপেক্ষারত যুবক। না, কেনা জায়গা না,—কিন্তু ইচ্ছে করলে কিনতে পারি। তোমাকে কিনতে পারি, তোমার বাপ-দাদাকে কিনতে পারি, তোমার মা-বোনকে কিনতে পারি। যাও, কাটো এখান থেকে—

হরি। কি আমার মা তুললে তুমি? কালিদা, ঝাড়োতো শালাকে—

[কালি ও হরি ওকে মারতে যায়। কিন্তু ঐ যুবক ওদের তুলনায় শক্তিমান। দুজনের কব্জি ধরাতে দুজনেই অসহায়। এই অবস্থায় সে পুলিশ ডাকে।]

অপেক্ষারত যুবক। সিপাইজী, একটু এদিকে আসুন তো।

[সিপাহীর প্রবেশ]

সিপাহী। কি হয়েছে?

অপেক্ষারত যুবক। দেখুন তো, এই দুজন তখন থেকে এদের taunt করছে and they are preaching provincialism.

সিপাহী। কি হয়েছে? কি করেছে এরা?

অপেক্ষারত যুবক। ভারতবর্ষ সবার দেশ…এরকম কি কোন নিয়ম আছে যে বাংলাতে মাড়োয়াড়ী থাকতে পারবে না—

মাড়োয়াড়ী। হাঁ, হাঁ, বলেন তো, বলেন তো?

অপেক্ষারত যুবক। তো' এরা তখন থেকে মাড়োয়াড়ী চোর-খুনী-হারামখোর এইসব বলে যাচ্ছে।

পুলিশ। এই, এই মশায় খেলা দেখা হয়েছে, বাড়ি যান। এইসব সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বলছেন কেন?

হরি। কি···কি সাম্প্রদায়িক? আপনি বাঙালী হয়ে মেড়োদের সাপোর্ট করছেন? আমাদের দেশে এসে হাজার হাজার ব্যবসা ফেঁদে বসে আছে। দু নম্বর খাতা রেখে কালো টাকা জমাচ্ছে, দেশে লাখ লাখ টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে, মাইনে বাড়াতে বললে কি বোনাস দিতে বললে লক আউট করছে—লে অফ করছে···গোটা বাংলা দেশকে শুষে খাচ্ছে···

ব্যোমকালি। আর তোর মা তুলল সেই কথাটা বল?

হরি। হ্যাঁ, আমার মা তুলেছে···কি অন্যায় কথা বলুন আপনি!

অপেক্ষারত যুবক। হ্যাঁ আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল তো আমিও দু'চারটে কথা ···I'm sorry. কিন্তু এদের ব্যবহার যদি আপনি দেখতেন, বাপের বয়সী একটা লোক, তার স্ত্রী রয়েছে সঙ্গে···এরা যা কর ছিল···দেখলে আপনারও রক্ত গরম হয়ে যেত।

সিপাহী। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঝামেলা বাড়াবেন না। কেন্দ্রে এখন আবার স্থায়ী সরকার হয়েছে। যান—

ব্যোমকালি। যাবো কি করে?

সিপাহী। যাবো কি করে মানে?

ব্যোমকালি। হাত ছাড়ছে না, গায়ে খুব জোর—[যুবক হাত ছেড়ে দেয়। হরি যেতে যেতে বলে—]

হরি। আমরা পুলিশ-কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবো।

সিপাহী। আমার এই লাঠির সঙ্গে দেখা করবে তুমি। চলো···চলো···কাটো এখান থেকে।

[হরি, কালি, সীতা ও কঙ্কা বেরিয়ে যায়।]

অপেক্ষারত যুবক। Thank you very much ! আপনি এসে পড়লেন, না হ'লে খুব ঝামেলা হ'তো।

সিপাহী। না, না, এতো আমাদের কর্তব্য। তবে আজকালকার ছেলে ছোকরারা যা হয়েছে...পান নাকি ?

মাড়োয়ারী। হাঁ হাঁ লিবেন লিবেন...লিন না।

সিপাহী। দিন !

দৃশ্য ঃ ২৭

[পথ]

সীতা। বাব্বা ! খুব জোর একটা লেকচার দিচ্ছিলে তুমি।

হরি। মা তুলে কিসব বলল না...মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি মাড়োয়াড়ীদের ওপর আমার রাগ-টাগ বিশেষ নেই। রোজগার করছে—তা আমার বাপের কি ? কিন্তু মা তুলে কি সব বলল না ?

সীতা। আসলে তোমার মা নিয়ে কিছু বলে নি, সাধারণ ভাবে বলেছে... সকলের মা সম্পর্কে বলেছে।

হরি। আমি আমার মা-র কথা ভাবছিলাম।

সীতা। ও, মা'কে খুব ভালবাস ? বুড়ো খোকা !

হরি। মা'কে...মা নেই।

সীতা। নেই মানে ?

হরি। নেই মানে নেই।—মরে গেছে...আমার ছ'মাস বয়সে...মাসীর কাছেই মানুষ আমরা।

সীতা। মাসিকে ভালোবাস খুব ?

হরি। হ্যাঁ বাসি···এই শোনো, আমাদের বাড়ি যাবে? মাসির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব?

সীতা। না বাবা, না।

হরি। কেন, চলো না···মাসি হয়তো একদিন তোমারও মাসি হবে।

সীতা। যাঃ, সে কি বলা যায় না কি?

হরি। প্রেম ঠাণ্ডা হয়ে আসছে?

সীতা। না, তা নয়। তবে তুমি সবেতেই এত তাড়াহুড়ো করো না! কি বা বয়স আমাদের!

হরি। ঠিক আছে, এমনই চলো আমাদের বাড়ি।

সীতা। আজ না, আজ না, রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি। আর একদিন যাবো, কেমন?

হরি। বেশ আগের থেকে একটা দিন ঠিক করে···মাসিকে বলে রাখব।

সীতা। তোমার বাবা···কি করেন?

হরি। বাবা নেই···আমার ছ'মাস বয়সে—

সীতা। আজ যাই, কেমন?

হরি। চলো, কাল দেখা হচ্ছে তাহলে আঠারো নম্বর গেটে।

[নেপথ্যে '—বাবা কে তোর' গানটি বাজে।]

দৃশ্য : ২৮

[পর্দা খুললে দেখা যায় মাসি গান গাইছে—ফণী মাসির চুল আঁচড়াচ্ছে।]

মাসি। (গান) আগে যদি জানতাম আমি
যাইবারে ফালাইয়া

দুই চরণ বাইন্ধ্যা রাখতাম

মাথার কেশ দিয়ারে বন্ধু…

[ফণী মাসির মাথার একটি পাকা চুল তোলে]

মাসী। খুব পেকেছে ?

ফণী। নাঃ, কই আর ! [পাকা চুলটি পকেটে রাখে]

[হরি অন্য-মনস্ক ভাবে মঞ্চে প্রবেশ করে]

মাসি। কে এসেছে দ্যাখ্ হরি। তোর ফণীমামা

হরি। ফ—ণী—মা—মা !

ফণী। কি গো হরি ?

হরি। এ ফণীমামা না মাসি, এ হারামি মামা। এই শুয়োরের বাচ্চা কলকাতা শহরে যত অশ্লীল ম্যাগাজিন বেরোয় সব বিক্রী করে খায়। সব ন্যাংটো মেয়েছেলের ছবি বেচে খায়। এ ফণীর বাচ্চা—

ফণী। হরি, কি হচ্ছে ভাই ? আমি তো দেশ অমৃত-ও বেচি…ভেবে দেখ, আমার জন্যই তুমি মাস গেলে সত্তর—আশি টাকা রোজগার কর।

হরি। তোমার ঐ টাকা আমি চাই না শুয়োরের বাচ্চা। ঐ টাকা তুমি তোমার মা'কে দাও—তারপর, তার সঙ্গে শোও গিয়ে [ফণীর কলার চেপে ধরে] বেরও …বেরও…বেরও…

ফণী। আঃ কি হচ্ছে হরি…ছাড়ো…ছাড়ো। বসো, বসো, এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন ? যাই তাহলে ? আসি। হাঃ…হাঃ…হাঃ…

[ফণী হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়।]

মাসি। এ বাড়িতে কোন লোক এলে সব সময় তুই—

হরি। মাসি তোমাকে লোকে—বেশ্যা বলে।

মাসি। কি বললি তুই ?

হরি। তোমাকে সবাই বেশ্যা বলে।

[মাসি সশব্দে হরির গালে চড় মারে। হরি কাঁদতে থাকে। মাসি উত্তেজিত অবস্থায় বলে—]

মাসি। তুই আমাকে এত বড় কথা বললি ? তো'র বাপ যখন মারা গেল তখন আমার বয়স আঠারো···চারপাশে কেউ নেই···কোন আত্মীয় স্বজন নেই যে সাহায্য করে···লেখাপড়া জানিনা যে চাকরী করব···কত ভাবে···কত ভাবে রোজগারের চেষ্টা করেছি···কেউ সাহায্য করেনি···খালি গা দেখেছে আর শরীর···আমার শরীর নিয়ে—আঃ···তোর আর অণুর জন্যে আমি বিয়ে করার কথা ভাবি নি পর্য্যন্ত···আর তোরা···তোরা···এতদিন কেন ভাবিস নি ? তোদের খাওয়া পরা কি ভাবে চলছে ? তোর ইস্কুলের খরচা, অণুর কলেজের খরচা কোত্থেকে আসছে ? এই বাহারি গেঞ্জি···এই স্ট্রেচলনের প্যাণ্ট···এই সবই তো এসেছে···এই···এই শরীর···এই শরীর বেচার টাকায়। এতদিন সব চোখে পড়ে নি তোদের ? আর আজ তুই আমাকে বেশ্যা বললি ? বাঃ বাঃ রে সোনার ছাওয়াল ! বাঃ—বাঃ—বাঃ···থুঃ··· থুঃ···থুঃ···

হরি। আর বোলো না মাসি, আর বোলো না। মাসি, আমি তোমায় খুব ভালবাসতাম। মা'কে···মা'কে আমার ভাল করে মনে নেই। তুমি—তুমি আমার মা ছিলে। আমি রোজগার করতুম—তাই দিয়ে সংসার চলতো ···তুমি আমি দুজনে থাকতুম—তারপর—একদিন আমার বউ আসতো ঘরে···তুমি বুড়ো হ'লে সে তোমার সেবা করতো। এমন কেন হলো না মাসি ! মাসি তুমি ওদের আর ডেকো না। ওদের আর ডেকো না মাসি।

মাসি। আর হয় না। এতদিন ধরে সাধ-আহলাদ, ভাল ভাল ইচ্ছের সব গলা টিপে মেরে ফেলেছি। আর হয় না। এই, তুইতো একটা চাকরী পেয়েছিস, দাঁড়িয়ে গেছিস। এবারে আমাকে ছুটি দে···আমাকে রেহাই দে

তোরা। আমার কাছ থেকে চলে যা হরি। পারলে ভালো থাকিস। আমার তো কিছু হ'লো না হরি, তোর যেন সব হয়…যেন সব হয়।

হরি। আমার যে সব গেল মাসি, আমার যে…ফুটবল ছাড়া আর কিছু রইলো না। আমার যে সব গেল।

[হরি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়।]

মাসি। হ…রি…

[নেপথ্যে। "কেন চেয়ে আছ, গো মা, মুখ পানে।
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে"।—
গানটি বাজতে থাকে]

দৃশ্য : ২৯

[বিনয়ের বাড়ি]

বিনয়। হরি কী করছে ?

অণিমা। বাথরুমে গেছে বোধহয়।

বিনয়। সামনের মাস থেকে হরির জন্য হাফ লিটার দুধের বন্দোবস্ত করলুম। ওর শরীরটা একটু ভালো করা দরকার।

অণিমা। ভালোই তো !

বিনয়। আর শোনো, ঐ ও'-র জামা-কাপড় যথেষ্ট আছে কিনা জেনে নিও। দরকার হলে, আজকালের মধ্যে একবার দর্জির কাছে ও'-কে নিয়ে গিয়ে অর্ডার দিয়ে দিও।

অণিমা। কী দরকার অতো ? আবার এককাঁড়ি খরচা।

বিনয়। না, না, ও'-টা কোন ব্যাপার না। আর শোনো, পাঁচ টাকা দিয়ে ও'-র

একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করিয়ে দিতে হবে। অল্প বয়সেই সঞ্চয়ের হ্যাবিটটা তৈরী করে দেওয়া দরকার। তুমি দেখো…ছ' মাসের মধ্যে আমি হরির চরিত্র পাল্টে দেবো। আমার ডিরেক্ট গাইডেন্সে থাকবে তো! ও, ভালো-কথা তোমাকে কবে থেকে বলছি হরির জন্ম সময়টা দিও, ও'-র হরস্কোপটা একবার দেখা দরকার। তা তুমি তো…এসো হরি…বোসো। সকালে খেয়েছ কিছু ?

হরি। হ্যাঁ বিনয়'-দা।

বিনয়। হরি, তুমি গান-বাজনা পছন্দ করো ?

হরি। গান ? হ্যাঁ।

বিনয়। গান ব্যাপারটা খুব ইমপরট্যান্ট। এটা হচ্ছে আমীর খাঁ—রাগ মাড়োয়া আর দরবারী।

হরি। আপনার কাছে বীট্‌লদের রেকর্ড নেই বিনয়দা' ?

বিনয়। না না…ওসব বীট্‌ল—টীট্‌ল কি জানো—সাময়িক ব্যাপার…আর এ'-সব গান হচ্ছে লোকয়ত মানে চিরায়ত…অবিশ্যি আমার classical কণ্ঠ-সঙ্গীত বিশেষ সুবিধে লাগে না—তা শুনলুম আমীর খাঁ সাহেব নাকি এক নতুন ঘরানার সৃষ্টি করেছেন…তাই ভাবলুম ও'র latest একটা রেখেই দিই…

অণিমা। কি বলছো তুমি ?

বিনয়। বলছি যে জীবনের বহু ভালো দিক আছে, সেগুলো হরিকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, ও'-র চোখ খুলে দেওয়া দরকার।

অণিমা। তা ঠিক হরি। বিয়ের আগে আমি বুঝলি কি রকম যেন ছিলুম। তো'-র জামাইবাবু আমার চোখ খুলে দিয়েছে। জীবনের সব ভালো ভালো জিনিস জলের মতো বুঝিয়ে দিয়েছে আমায়।

বিনয়। হ্যাঁ, আর একটা কথা হরি…তুমি, তুমি মোটেই পড়াশুনা করো না… এটা ঠিক নয়—

হরি। যেন আমি পড়ি, অলিম্পিক, খেলার আসর, গড়ের মাঠ, স্পোর্টস উইক ও পড়ি।

বিনয়। না, না, ওসব বই নয়···এমন সব পড়তে হবে যা তোমাকে বিকশিত করবে···সৌন্দর্য বোধ সম্বন্ধে সচেতন করবে···জীবনবোধকে জাগ্রত করবে।

হরি। আবার পড়াশুনো শুরু করতে হবে ?

বিনয়। আমি আমি তোমায় হেল্প করব···আর সবচেয়ে বড় কথা বাড়ি—বাড়ির পরিবেশ···একটা থাকার ঘর, একটা বাথরুম মানেই তো বাড়ি নয়···ওটাতো আস্তানা—আস্তানাটাকে বাড়ি বানিয়ে তুলতে হবে ! আসল কথা ইয়ে হরি তোমার তো একটি গার্লফ্রেন্ড আছে ! তাকে এই দৃষ্টিভঙ্গীটা বোঝাতে হবে তোমাকে !

হরি। কি করে ?

বিনয়। কি করে···ধরো ওর জন্ম দিনে এমন একটা কিছু প্রেজেন্ট করো—শাড়ি বা বেল-বটস্ নয়, এমন একটা কিছু যা—

হরি। আমি ভাবছিলাম ওকে অঞ্জনের একটা ছবি দেব।

বিনয়। অঞ্জন ? অঞ্জন কে ?

হরি। অঞ্জন সরকার—ইস্টবেঙ্গলের। আজকাল ও'র ছবি অনেক মেয়ে এ্যালবামে রেখে দ্যায়—এক একটা বাড়িতে শোবার ঘরে টাঙিয়ে রাখে ?

বিনয়। হরি ! কিছু মনে কোরো না···তুমি বয়সে ছোট, গার্লফ্রেন্ডের শোবার ঘরে কাউকে—এমন কি কারুর ফটোও ঢুকতে দেওয়া ঠিক নয়—I mean কেউ ঢুকলে তুমি নিজে ঢুকবে।

অণিমা। কি হচ্ছে, যতসব বাজে কথা !

বিনয়। না—আমি এ্যাটিচ্যুডটার কথা বলছিলাম···গার্লফ্রেন্ডের শোবার ঘরে অঞ্জনের ছবি···ঠিক নয়···এমন কিছু দাও যাতে ও-'র রোজ তোমার কথা মনে পড়ে।

হরি। কি রকম ?

বিনয়। ধরো তোমার নিজের একটা ছবি, ভালো ফ্রেমে বাঁধানো।

হরি। না, না, সে হয় না বিনয়দা'-, ওর কাছে পি. কে, অমল দত্ত, হাবিব, চুণী, —এদের সব ছবি আছে—তা'দের মাঝখানে আমার ছবি !

বিনয়। ঠিক আছে, তুমি নিজে একটা কিছু বানাও—

হরি। কি বানাবো ?

বিনয়। কি বানাবে না ? একটা বোতলের ওপর একটা টেবিল ল্যাম্প বানাও। আমার এক ক্লায়েন্টের বাড়িতে দেখেছিলাম। very interesting.

হরি। খুব ঝামেলা ?

বিনয়। না না···আমি হেল্প করবো তোমায় ! আমিই জিনিসপত্র জোগাড় করে দেব—দেখবে কি রকম তৃপ্ত হবে—একটা আত্মবিশ্বাস জন্মাবে নিজের মধ্যে—

হরি। ঠিক আছে। বিনয়দা'-, আমি···আমি একটু বেরোচ্ছি। ···ইয়ে বিনয়দা'—

বিনয়। বলো।

হরি। আপনি···আপনি খুব···ভালো।

বিনয়। দূর পাগল !

[হরি বেরিয়ে যায়।]

অণিমা। সত্যিই তুমি খুব ভালো। তোমার জন্যে ছেলেটার জীবনের মোড় ঘুরে যাবে।

বিনয়। আমাদের পরিবারটি এতদিনে সম্পূর্ণ হ'লো।

দৃশ্য ঃ ৩০

ব্যোমকালি। বিনয় বাবুর পরিবার সুখী পরিবার। বড় ভালো। খাঁটি বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার, উচ্চবিত্ত হওয়ার সাধনায় রত। এদের ব্যাংকে টাকা জমে খাওয়া-খরচ ছাঁটাই করে। রবীন্দ্রনাথকে এঁরা পুজো করেন, পড়েন না। শরৎচন্দ্র পড়েন, পড়ে কাঁদেন—কেন জানেন না। সিনেমা দেখনে সত্যজিৎ—সন্তোষীমা—শোলে—সব। এঁদের সবচেয়ে পছন্দ বাঙালীর অধঃপতন নিয়ে উচ্চগ্রামে আলোচনা। এঁরাই হলেন মধ্যবিত্ত বাঙালী সুখী পরিবার।

দৃশ্য ঃ ৩১

[পার্ক]

সীতা। [গান] আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি
[ঘড়ি দেখে]
[গান] আমার সোনার অঞ্জন
আমি তোমায় ভালবাসি
[হরির প্রবেশ]
আমার সোনার ম…আঃ

হরি। আজ তোমার জন্মদিন…এইটা এনেছি।

সীতা। কি ওটা?

হরি। একটা প্রেজেণ্ট আমি নিজে বানিয়েছি।

সীতা। বাড়িতে বানানো—সে কি রকম বাজে মতন হয়—

হরি। না তুমি দ্যাখো—খুব ইণ্টারেস্টিং।

সীতা। কই দেখি। বোতল…টেবিল ল্যাম্প!

হরি। পছন্দ হয়েছে তোমার?

সীতা। এত বড় বোতল—এতো মাঠে ছোঁড়াও যাবে না।

হরি। সীতা!

সীতা। বারে! এটা নিয়ে কি করব আমি?

হরি। তোমার শোবার ঘরে রাখবে।

সীতা। আমাদের টু-পিন প্লাগ—এটাতো থ্রি-পিন।

হরি। আমি পাল্টে দেব, বিনয়দা হেল্প করবে আমায়।

সীতা। তারপর? শোবার ঘরে এটা নিয়ে কি করব আমি?

হরি। বিছানার পাশে জেবলে শুয়ে শুয়ে পড়বে রাত্রে।

সীতা। আমার বিছানায় দুই বোন, আর ছোট ভাই শোয়…বেশি রাত্তির আলো জ্বালিয়ে রাখা যায়?

হরি। বেশ, সকালে তাহলে!

সীতা। সকালে? সকালে কি?

হরি। না,—ঠিক আছে সাজবার সময় জ্বালিও।

সীতা। আমাদের ড্রেসিং টেবিল বড় বৌদির ঘরে।

হরি। তাহলে…তাহলে…তুমি যা ইচ্ছে কোরো। তুমি নাও এটা।

সীতা। কিন্তু আমার তো কোন কাজে লাগবে না, আমি নিয়ে কি করব?

হরি। ঠিক…ঠিক তো…আমি অন্য কিছু দেবো। তোমার কি পছন্দ বল?

সীতা। অঞ্জনের একটা বড় ছবি।

হরি। ঠিক আছে।

সীতা। এই…তোমার খারাপ লাগছে?

হরি। পুরো দুটো দিন লেগেছিল ওটা বানাতে।

সীতা। এই শোনো···তুমি এটাও দাও আমাকে। আমি কি করব জানো—অঞ্জনের ছবির নীচে এটা রেখে দেবো···ইচ্ছে হলে জ্বালব। ওর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করবে।

হরি। ঠিক আছে, চলো। আমার চেনা একটা স্টুডিওতে অঞ্জনের একটা বড় ছবি দেখেছি, সেটা কিনে বাঁধাতে দিয়ে দিই।

সীতা। এই, তুমি—তুমি আমাকে ধান্দাবাজ ভাবলে না তো?

হরি। না, না···চলো।

সীতা। জানো···যখনই অঞ্জনের জ্বল-জ্বলে চোখ দুটো দেখবো তখনই আমার তোমার কথা মনে পড়বে।

[নেপথ্যে গান]

আমার সোনার অঞ্জন আমরা তোমায় ভালবাসি
আমাদের হৃদয় দিয়ে অশ্রু দিয়ে
আমাদের সকল দিয়ে ভালবাসি
সোনার অঞ্জন আমরা তোমায়···

দৃশ্য ঃ ৩২

[বিনয়ের বাড়ি]

বিনয়। অণিমা ৩০ সেকেণ্ড···২৫···২০······১০ সেকেণ্ড······অণিমা, ৫ সেকেণ্ড।

অণিমা। 'চরণ ধ্বনি শুনি তব নাথ'···

বিনয়। গুড···ভেরি গুড···এক পয়েণ্ট প্রায় চলে গিয়েছিল তোমার···নাথ

…মানে থ…থ…'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'

অনিমা। দেবদুলালের…তাই না ?

বিনয়। না, জীবনানন্দ দাশের—দেবদুলাল রেকর্ড করেছে। বলো, বলো চটপট !

অণিমা। সেন…ন…ন 'নত করে দাও হে মাথা চরণ ধুলার তলে'।

বিনয়। ভুল ভুল…লাইনটা হবে 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে'। এক পয়েন্ট গেল তোমার। আমার টার্ন…'ন' না ?'—নেই তাই খাচ্ছো থাকলে কোথায় পেতে, কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে'।

অণিমা। এটা কি বিখ্যাত কবিতার লাইন হ'লো ? এ তো, এ তো লোক ঠকানো ছড়া !

বিনয়। বাঃ বিখ্যাত তো বটেই আর ছন্দে মেলানোও আছে—তাহলে চলবে না কেন ?

[হরি ও সীতার প্রবেশ]

হরি। দিদি, বিনয়দা'-…এ… সীতা।

বিনয়। সীতা ! ওহো সীতা—এসে এসো…বোসো এইখানে বোসো…আমরা কবিতার লড়াই খেলছিলাম…মানে সন্ধ্যে বেলাটা অলস ভাবে না কাটিয়ে এমন একটা কিছু করা যাতে মনের প্রসার হয়…বোস…অস্বস্তি লাগছে না তো ?

সীতা। নাঃ।

অণিমা। অস্বস্তি লাগবে কেন ? হরির বাড়িতে এসেছে। আমাদের বাড়িতো হরিরই বাড়ি।

বিনয়। আমরা খেলাটা এখন বন্ধ রাখি, কেমন ! বুঝলে সীতা, বাইরের লোক…অতিথি-অভ্যাগতের সামনে নিজেদের ব্যাপার—স্যাপার গুলো

চালিয়ে যাওয়া—অসভ্যতা, খুবই অসভ্যতা…কি বলো অণিমা। তারপর সীতা, তোমার কথা বলো।

সীতা। আমার কথা,…আমার কিছু বলার নেই।

বিনয়। কি বলছো তুমি…'প্রত্যেকটি মানুষ এক অনন্ত সম্ভাবনার আকর'…কবি আলেকজান্ডার পোপ বলেছেন—

অণিমা। ওসব কি ও বুঝবে? ওতো এখনও ছেলে মানুষ…কতই বা বয়স…কত বয়স তোমার সীতা?

সীতা। উনিশ।

অণিমা। তবে? এখনো তো ছেলেমানুষই বলা চলে।

বিনয়। হ্যাঁ ছেলেমানুষ…কিন্তু আমাদের থেকে আজকাল ছেলে-মেয়েরা অনেক কিছু বোঝে…জানে…তাই না! ধরো সীতা কত কিছু দেখেছে…কত জায়গায় ঘুরেছে…হরির সঙ্গেই তো শুনলাম দিল্লী-বোম্বে অনেক জায়গায় গিয়েছে।

হরি। আমরা দল বেঁধে অনেক জায়গায় ঘুরেছি।

অণিমা। তোমরা দু'জন—তুমি আর হরি?

সীতা। হ্যাঁ আমরা দু'জন—আরো অনেকে।

বিনয়। আচ্ছা সীতা, তুমি তো অনেক জায়গায় খেলা দেখতে গিয়েছ…বলো তো কোন মাঠটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে? এবং কেন?

হরি। ও'-র সব মাঠই ভালো লাগে। তাই না সীতা?

সীতা। হ্যাঁ, আমার সব মাঠই ভালো লাগে।

বিনয়। তবু একটা বেশি পছন্দ তো থাকবেই। কোনটা?

সীতা। এক একটা এক এক রকম—ধরুণ বোম্বের কুপারেজ…সমুদ্রের হাওয়া ভেসে আসে খুব মজা লাগে। তারপর দিল্লীর আম্বেদকার স্টেডিয়াম—একটা ধার পুরো মাটি কেটে গ্যালারি বানিয়েছে…তারপর ইডেন গার্ডেন

···এত বড় আর এত সবুজ···তবে আমার সব মাঠই ভালো লাগে যদি সেখানে—

অণিমা। যদি সেখানে সঙ্গে হরি থাকে ?

সীতা। না, যদি সেখানে অঞ্জন খেলে।

বিনয়। ওহো অঞ্জন, অঞ্জন সরকার—ইষ্ট বেঙ্গলের প্লেয়ার—ইয়ং জেনারেশনের হীরো।

সীতা। আমার অঞ্জনকে খুব ভালো লাগে।

বিনয়। কি হ'ল হরি? জেলাস! ঈর্ষা! হাঃ হাঃ, প্রত্যেক মেয়েরই সংসারের জন্য একটি মানুষ চাই, আর স্বপ্নের জন্য একটি হীরো···জগতের নিয়ম—মেনে নিতেই হবে হরি। কি অণিমা, ঠিক বলিনি ?

অণিমা। কি জানি বাপু···আমি ওসব বুঝি না।

বিনয়। সবারই থাকে—ছেলেদের ও থাকে—ক্লাস নাইনে পড়তে পড়তে বড়দিদি দেখে মলিনাদেবীর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম···আর একবার বক্তৃতা শুনে তারকেশ্বরী সিনহার—অনেক বছর ঘোর কাটে নি। আর এই রেডিও-সিনেমা—থিয়েটার—টেলিভিসান থেকে ব্যাপারটা আরও বেড়েছে—ঘরে ঘরেই প্রেমের ত্রিভুজ।

হরি। সীতা ও'রকম নয়।

সীতা। কেন ? তুমি আমি···আমরা সবাই অঞ্জনকে ভালোবাসিই তো। তাই বলে অঞ্জনের পক্ষে তো আর আমাদের সবাইকে ফিরে ভালোবাসা সম্ভব নয়।

বিনয়। আচ্ছা, একটা কাজ করা যাক। আমার কাছে একটা ফুটবলের রেকর্ড-বুক আছে···সেইটা নিয়ে আসি···তারপর একটা কমপিটিশন করা যাবে। অণিমা, চট করে একটু কফি বানাও···দৌড় দাও। তোমরা বোসো সীতা, বইটা নিয়ে আসি।

সীতা। আমার ঘরে বসে বসে কোন খেলা ভালো লাগে না।

বিনয়। আচ্ছা। ঠিক আছে, আমি আসছি।

[বিনয় ও অণিমা বেরিয়ে যায়।]

হরি। কেমন লাগলো ওদের ?

সীতা। তুমি···তুমি এইখানে থাকো ?

হরি। হ্যাঁ। বিনয়দা খুব ভালো লোক। ও'র সঙ্গে থাকলে জীবনের একটা ইয়ে—অর্থ খুজে পাওয়া যায়।

সীতা। অর্থ ? তোমার জামাইবাবুর সঙ্গে থাকলে ?

হর। হ্যাঁ। আর বাড়িটা বেশ ভালো না ? এই সব বিনয়দার নিজের হাতের তৈরী।

সীতা। এই সব কিছু···টেবিলের ঢাকা, বালিশের ওয়াড়,···এই সব ?

হরি। হ্যাঁ। দারুন না ? এই রকম একটা লাইফ—বেশ আইডিয়াল, না ?

সীতা। কি জানি, আমার খুব বোর লাগে—কবিতার লড়াই, বালিশের ঢাকনা বসানো, রেডিও শোনা, টেলিভিশন দেখা—কি রকম···জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক, নেই···সব কিছুকে ঘরের মধ্যে এনে ফেলা—সারা সন্ধে দিনের পর দিন স্বামী-স্ত্রী ঘরের মধ্যে বসে থাকা—বাব্বা।

হরি। কেন ? এই জীবন কি খারাপ ?

সীতা। এইসব লোককে আমার বিচ্ছিরি লাগে। এরা মজাটাও রেডিওর মধ্যে থেকে পাওয়ার চেষ্টা করে···কোন হৈ হৈ নেই, কোন উত্তেজনা নেই—আমি হ'লে দম আটকে মরে যেতাম।

[বিনয় ও অণিমা ঢোকে]

বিনয়। [বই হাতে] বলো তো, সীতা, কোন ভারতীয় দল প্রথম শীল্ড জেতে ?

সীতা। মোহনবাগান, ১৯১১ সালে

বিনয়। গুড, আচ্ছা বলো তো কোন ভারতীয় দল বেশীবার লীগ জিতেছে?

সীতা। ইস্ট বেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিঙের রেকর্ড পরপর ৬ বার—১৯০০ থেকে ১৯০৫।

বিনয়। ও, তুমি এ বইটা পড়েছ। ঠিক আছে এসো, আমরা সবাই মুখোমুখি বসে একটু সুখ-দুঃখের কথা বলি।

[পর্দা পড়ে যায়।]

দৃশ্য ঃ ৩৩

ব্যোমকালি। অণিমা আর বিনয় বলুক সুখ দুঃখের কথা,
কিন্তু ততক্ষণে সীতা হয়ে পড়েছে
বিরাট খেলার ভক্ত।

খেলার মাঠে তার ভূমিকা মক্ষিরাণীর;
অস্ত্র-শস্ত্র সাজিয়ে যেন
সে যুদ্ধে পাঠায় সৈন্যদলকে।

স্টাইকার থেকে গোলকীপার
সব্বাইকে ভালবাসে ভীষণ ভীষণ।

সীতার প্রিয় মানুষেরা যখন দ্রুত ছুটতে থাকে
খুশীতে সে বেলুন ফাটায়।

এগারোজন সবাই তাকে কাঁধ ঝুঁকিয়ে সেলাম করে।

কিন্তু হঠাৎ—
একদিন তার উৎসাহ
টেনে নিল একটি মানুষ।

[২য় পর্দাটি খুলে যায়। ক্লাউডের সঙ্গে সীতা মাঠে খেলা দেখছে]

সীতা। অঞ্জন! অঞ্জন! অঞ্জন—ন!

ক্লাউড। অঞ্জন! অঞ্জন!—ন। অঞ্জন!

ব্যোমকালি। হরি খুব ভয় পেলো
—খু—উব!
তারপর একদিন শীল্ডের ফাইনাল—
অঞ্জন লড়ছিলো সিংহের বিক্রমে
শীল্ড আজ চাই তার,
—নয় হোক মৃত্যু।
খেলা শেষ হতে আর মাত্তর
দু মিনিট—
পেনাল্টি-বক্সের কাছ ঘেঁষে
সে হঠাৎ জিরাফের মত
—মাথাটিকে বাড়ালো আকাশের উঁচুতে
— বল দেখা গেলো না···
জাম্বো-জেটের এক জাল ছেঁড়া ধাক্কায়
বিপক্ষ কুপোকাৎ—
সে এক মুহূর্ত!
আজোও কেউ ভোলে নি—
সীতা ঢুকে পড়েছিলো মাঝমাঠ বরাবর।

[২য় পর্দাটি আবার খোলে ক্রাউড সহ সীতা খেলা দেখছে। সীতা হঠাৎ মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে—]

সীতা। অঞ্জন! অঞ্জন!

[দুজন পুলিশ এসে তার হাত ধরে মাঠের বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে একজন ফটোগ্রাফার এই দৃশ্যের ছবি তুলে নেয়।]

ব্যোমকালি। অন্য আর একদিন—

উইং-এর পাশ থেকে আলাদা একটা বল
টেনে নিলো অঞ্জন!
পায়ের ডগায় এসে বলটাও নাচছে
সেই দুটি দুরন্ত পা!
সীতা শুধু দেখলো বজ্রের মতো চেহারা
আমাদের শহরের লাল হলুদের দেবতা!
কোনাচে একটা শট ফসকিয়ে গেল
সেই পা থেকে—
সীতার মুখেতে এসে লাগল।

জ্ঞান-টান ফিরতে সে চোখ মেলে দেখলো।

অঞ্জন ধরে আছে

তার হাত—

তার সেই স্বপ্নের দেবতা—

[২য় পর্দাটি খুলে যায়। দেখা গেল অঞ্জন সরকার সীতার হাত ধরে আছে।]

ব্যোমকালি। ফুটবলকে ভালোবেসে একটি সোনার নারী
স্বপ্নময় চোখে দিল প্রেমের দেশে পাড়ি।
খেলার মাঠের অঞ্জন তার হোলো চোখের তারা
কলঙ্ক কেউ দিও না—ও মেয়ে প্রেমেই আত্মহারা,
আহা সরল প্রেমের ধারা।

দৃশ্য : ৩৪

[স্থান : পার্ক।]

ব্যোমকালি। কি ব্যাপার সীতা! কিরে হরি, মুখখানা ওরকম ভেটকে আছিস কেন? ভাবটা যেন সিওর গোল অফসাইড দিয়ে দিয়েছে!

সীতা। দেখুন না, অঞ্জনের সঙ্গে আমার একটা ছবি বেরিয়েছে—তাই তখন থেকে গজগজ করছে।

ব্যোমকালি। সে'তো গর্বের কথারে হরি, আমাদের দলের একজনের সঙ্গে অঞ্জনের ছবি বেরিয়েছে—

হরি। তোমার বৌয়ের ছবি বেরোলে কেমন লাগতো কালিদা'- ?

ব্যোমকালি। মাথাই নেই তার মাথাব্যাথা—বৌফৌয়ের লাইনে নেই ভাই।

সীতা। আর আমি কি ওর বৌ নাকি ?

ব্যোমকালি। [গান] প্রেমের হাল কে বোঝে শালা…

হরি। পৃথিবীর কোন ব্যাপার কি তোমার কাছে সিরিয়াস নয়, কালিদা'- ?

ব্যোমকালি। হ্যাঁ, ফুটবল ! কি ব্যাপার রে হরি, দুর্গাপুরে এ্যাপ্রেণ্টিস হয়ে সীতার সঙ্গে ঘর বসাতে চাস ?

হরি। কেন সেটা চাওয়া কি অন্যায় ?

ব্যোমকালি। না না, অন্যায় হবে কেন ভাই ? তবে তোমার আদত নেই তো ! —তা দিদি—জামাইবাবুর কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়ে নিস্। সকালে বিকেলে হাতের কাজ—রাত্তিরে—

হরি। কালিদা'- !

ব্যোমকালি। আহা চটিস্ কেন ? আমরা না হয় চাঁদা করে একটা থ্রি-ব্যাণ্ড ট্রান্সিজিষ্টার কিনে দেব—শনিবারে ২৩ খারাপ হলে চালিয়ে দিস—মায়ের দুধের বদলে প্লাস্টিকের নিপল্ কিম্বা বৌয়ের বদলে কোন বালিশ।

হরি। সীতা, তুমি তাহলে আমার কথা শুনবে না ?

সীতা। বললাম তো, না ! আমার ভাল লাগে না ও'সব।

হরি। সীতা, তুমি ভুল করছো…এমনি করে স্রেতে ভেসে বেড়িও না!

সীতা। আমার যা ভাল লাগে, আমি তাই করব। কেন জোর করছ? তোমার কি অধিকার?

হরি। সীতা! সীতা, সারা জীবনটা লাল-হলদে ম্যাক্সি পরে কাটবে না,… শনিবারের বিকেলে খেলার মাঠের বাইরেও একটা বিরাট জীবন আছে।

সীতা। হ্যাঁ, সন্ধেবেলায় কবিতার লড়াই আছে, সারাদিন বসে বসে বালিশের ওয়াড় আর টেবিলের ঢাকনা সেলাই করা আছে…ট্রানজিস্টর আছে… টেলিভিশন আছে…আমার…আমার ঘেন্না করে…আমার তোমাকেও ঘেন্না করে। আমি যাচ্ছি কালিদা'-।

[সীতা বেরিয়ে যায়।]

ব্যোমকালি। লড়কীও কো হোঁঠাপে নহী, আগর জন্নৎ ক'হী হ্যায় তো খেলকে ময়দানমে—স্বর্গ যদি কোথাও থাকে…তো এই পোড়ো দেশে ইডেন গার্ডেনেই বা কী আছে—

হরি। কালিদা, তুমি যাও এখন।

ব্যোমকালি। হরি, শোন্—

হরি। কালিদা'-। [বেরিয়ে যায়]

ব্যোমকালি। [গান] প্রেমের হাল কে বোঝে শালা

কিছু নেই এতে মালমশল্লা

চেয়ে আছে শুধু মধুবালা

প্রেমের হাল কে বোঝে শালা—

দৃশ্য ঃ ৩৫

[বিনয় ও অনিমার বাড়ি।]

অণিমা। কি হয়েছে হরি ? কি হয়েছে তোর ?

হরি। সীতা চলে গেছে।

অণিমা। চলে গেছে ?—দেখিস, এতে তোর ভালই হবে—ও অন্য ধাতের মেয়ে।

হরি। আর কোনদিন আসবে না বলে গেছে—

অণিমা। ওর জন্যে এত করলি তুই···দিল্লী বম্বে নিয়ে গেলি, কত টাকা খরচা হোলো···নিজের পয়সায় কোনদিন ওসব জায়গায় ও যেতে পারতো ?

বিনয়। হ্যাঁ, পয়সা কিছু খরচা হয়েছে তোমার ওর জন্য···

হরি। না, আমার তো ভালই লাগতে ওকে নিয়ে যেতে। আমিই তো ওকে সবসময় নিয়ে গেছি।

অণিমা। যাই বলিস্ বাবা—অনেক খরচা বেঁচে গেল তোর···বছরে অতগুলো খেলা, দুজনের টিকিটের দাম···হাফটাইমে কিছু খাওয়া···গাড়ী ভাড়া···

বিনয়। তুমি···তুমিই সবসময় খরচ-খরচা করতে ?

অণিমা। কোথায় গেল সীতা ? —কার সঙ্গে গেল ?

হরি। বোধহয়, বোধহয়···অঞ্জন—

অণিমা ও বিনয়। অঞ্জন !

বিনয়। টিঁকবে না হরি, টিঁকবে না—ও শীগ্গিরই ফিরে আসবে…গোড়াতে গ্ল্যামারের জোরে কিছুদিন চলে যায়, কিন্তু গ্ল্যামার দিয়ে সারা জীবন সংসার হয় না, কি বলো অণিমা ?

অণিমা। হ্যাঁ, দেখছি তো চারপাশে…

বিনয়। ঐ জেল্লা দুদিনে ধুয়ে যাবে হরি—ফুটবলারের জীবন পদ্মপাতায় জল… পায়ের কাজ কমে যাবে, দম চলে যাবে, থেকে থেকে লাম্বাগোর ব্যথা মাস্‌ল স্প্রেন—হঠাৎ একদিন দেখবে রিজার্ভের লিস্টে নাম।

অণিমা। সেটা কোন মেয়ে সহ্য করতে পারে ?

বিনয়। কিছুদিন রিজার্ভ—তারপর ড্রপ্‌ড্‌—টিম থেকে বাদ…

অণিমা। তখন তো সে একেবারে ফালতু…ফুটবল ও খেলতে পারবে না, অন্য কাজও জানে না…তোর জামাইবাবুকে দ্যাখ—এমন একটা কাজ জানে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বসে খেতে পারবে…একটা ফুটবলার কি সারা জীবন ফুটবল খেলতে পারবে ?

বিনয়। হরি, একটা কাজ শেখো হরি—হাতের কাজ…দেখবে সীতা শেষ পর্য্যন্ত তোমাকেই রেসপেক্ট করবে, মেয়েরা সব সময় নিরাপত্তা চায়, তাই না অণিমা ?

অণিমা। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। নিরাপত্তার চেয়ে নিরাপদ আর কি আছে ?

বিনয়। একটা কাজ শেখো হরি—একটা কাজ শেখো…দেখবে যখন ঐ ছোকরার খেলার ক্ষমতা চলে যাবে, আর খেলার জন্যই চাকরী তো ওদের …খেলা ফুরোলেই চাকরির জায়গায় পোজিশন চলে যাবে …তখন ঐ সীতাই মাথা নীচু করে তোমার কাছে ফিরে আসবে।

অণিমা। তোর জামাইবাবু যা বলছে তাই কর, বুঝলি—

হরি। বেশ। আচ্ছা, সীতা কি···ফিরে আসবে?

বিনয়। যদি নাই বা আসে—ওর থেকে ভালো মেয়ে আসবে। অনেক কম চঞ্চল, অনেক বেশি ঠাণ্ডা, অনেক বুঝদার, অনেক বেশি গেরস্ত।

হরি। তাই হবে বিনয়দা। আমি কাজ শিখবো কিন্তু কোথায় পাবো?

বিনয়। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। —আমার এক ক্লায়েন্টের চেনা, বেশ ভালো জায়গা। হাজার খানেক হাজার দেড়েক খাইয়ে দিলেই—

[পর্দা পড়ে যায়।]

দৃশ্য : ৩৬

[কারখানা]

নেপথ্যে বক্তৃতা। আপনারা জানেন বন্ধুগন গত পরশু এই কারখানার মালিক কোন কারণ না দেখিয়ে ১৩ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে। অথচ প্রতিদিনই বে-আইনী ভাবে নিজেদের চেনাশোনা লোককে ব্যাকডোর দিয়ে চাকরি দেওয়া হচ্ছে।

(পুলিশের গাড়ী ও বুটের আওয়াজ। সাইরেনের শব্দ।)

শ্লোগান। বে-আইনী ছাঁটাই করা চলবে না···

সমবেত। চলবে…না চলবে না…

শ্লোগান। ব্যাকডোরে চাকরী দেওয়া বন্ধ কর……

সমবেত। বন্ধ কর…বন্ধ কর…

(দু'জন অ্যাপ্রেণ্টিস মাইমে কাজ করতে থাকে।)

[হরির প্রবেশ। পরনে নতুন ওভার—অল। কর্মরত দু'জন অ্যাপ্রেণ্টিসের দিকে তাকিয়ে ম্লান এবং নার্ভাস হাসি হাসে।]

হরি। কি'রে সোমনাথ? কি'রে গোঁসাই?

[সোমনাথ ও গোঁসাই ইশারা করে দেশলাই ও সিগারেট চায়। হরি না বলে। দু'জনে দাঁড়িয়ে হরিকে মারতে থাকে।]

সোমনাথ। প্যাণ্ট খোল শালা।

হরি। সোমনাথ! তোরা!

সোমনাথ। শালা, ব্যাকডোরে চাকরি, হারামি!

হরি। আঃ সোমনাথ!

গোঁসাই। ভাত মারার তাল, শালা!

[ওরা কুৎসিৎ চিৎকার করে ও হরি আর্তনাদ করে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।]

[হরি মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। ব্যোমকালি বাঁ দিকে এবং বিনয় ডান দিকে দাঁড়ায়।]

ব্যোমকালি। সৎ জীবনের প্যাঁচ-পয়জার কেমন লাগল হরি?

বিনয়। পালিয়ে এসো না হরি। লেগে থাকো। মানুষ হও…

ব্যোমকালি। ওদের একজন বানিয়ে ফেলেছে তো'কে হরি? মুচলেখা দেওয়া হয়ে গেছে?

বিনয়। ওরা তোমাকে যাচাই করে নিল, হরি। দেখে নিল, তোমার ধাতটা কেমন? ওরা বুঝে নিয়েছে তুমি বেশ জঙ্গী আছো। এখন তোমাকে ওরা দলে টেনে নেবে।

ব্যোমকালি। ওদের দলে ঢোকার শর্ত ওদের কাছে দাসখত লিখে দেওয়া। সব সময় ওদের চালে চলতে হবে···ওরা তোর কাছে দাসত্ব চায়···আমরা শুধু তো'র গলা চাই। সবুজ গ্যালারিতে ফিরে আয়···হরি!

বিনয়। ওরা দেখতে চেয়েছিল তুমি মানতে পারো কিনা। —তোমার কষ্ট হয়েছিল, তবু তুমি মেনে নিয়েছো, এখন তুমি ওদেরই একজন···ওরা তোমাকে বুকে টেনে নেবে।

ব্যোমকালি। হ্যাঁ, বুকে টেনে নেবে—তারপর সারা জীবন ধরে তোকে নিংড়ে, শুষে—ছিবড়ে করে ফেলে দেবে।

বিনয়। হরি, আমার কথা শোনো, জীবনটা একটা ফুটবল ম্যাচ নয়। ওরাও একদিন সেটা বুঝবে, শেষ জিৎ তোমারই হবে হরি। লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে, লেগে থাকো, ভীড়ের মধ্যে কোন ভবিষ্যৎ নেই। চালিয়ে যাও হরি। আসল গাঁট তোমার পার হয়ে গেছে। কাজ করো হরি, কাজ করো —কাজ করো।

[হরি বিনয়ের দিকে যায়।]

ব্যোমকালি। ঠিক আছে হরি,—তাই যদি তোর মন চায়···হ···রি···ই···ভা ·· লো···থা—কি—স···।

[সাইরেনের আওয়াজ। অ্যাপ্রেণ্টিসদের প্রবেশ। ওরা নেপথ্যে যান্ত্রিক বাজনার তালে তালে হরির সঙ্গে নাচ শুরু করে। আবার সাইরেন বাজে। অ্যাপ্রেণ্টিসরা মঞ্চের ডান দিক দিয়ে চলে যায়। হরি পকেট থেকে ছোট ট্রানজিস্টার রেডিও বার ক'রে কারখানার গেটের পিছনে গিয়ে শুনতে থাকে। নেপথ্যে বেতার ঘোষণা শোনা যায়—]

ঘোষনা। ···অর্থাৎ ৫৮০ কিলোহার্জে। এখন ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত ইষ্ট বেঙ্গল বনাম মহামেডান স্পোর্টিং দলের প্রদর্শনী খেলার ধারাবিবরণী রিলে ক'রে শোনানো হচ্ছে। ধারাবিবরণী দিচ্ছেন কমল ভট্টচার্য ও অজয় বসু। এখন আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি ইডেন গার্ডেনে।

[নেপথ্যে কোলাহল শোনা যায়। ২য় পর্দা খুলে যায়। ক্রাউড প্রথম অঙ্কের শেষ ভঙ্গিতে ফ্রিজ। রেফারীর বাঁশী বাজে।]

ব্যোমকালি। খেলা শেষ। জিতেছি আমরা। জিতিয়েছি আমাদের টীমকে। এখন পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে সুখী কে? এবার যাব টেণ্টে। চা, ওমলেট প্যাঁদাব! রাজার বাচ্চা প্লেয়ারদের গ্যাস দেব। তারপর রাস্তায়। অপনেন্ট টীমের সাপোর্টাররা উল্টোপাল্টা বাতেলা করলেই পড়বে ঝাড়। ঐ আসছে আমার এক চামচা। আমার নিজেরও বহুত সাপোর্টার আছে।

ক্রাউড। জরুর কালিদা, ঠিকই তো।

ব্যোমকালি। ঐ যদু তাদেরই একজন। কিরে যদু ?

যদু। কেয়া বাত, কালিদা ?

ব্যোমকালি। হ্যাঁরে তুই আমার সাপোর্টার তো ?

যদু। জরুর কালিদা'-, নিশ্চয়।

ব্যোমকালি। পেলের একটা অটো নিবি ? ২০ টাকা লাগবে।

যদু। আমি স্টুডেন্ট কালিদা, ২০ টাকা কোথায় পাব ?

ব্যোমকালি। কেন সকালে যে মাদার ডেয়ারীর দুধ বেচছিস, পয়সা-কড়ি দিচ্ছে না নাকি ?

যদু। সে আর ক'পয়সা ? চলি কালিদা।

ব্যোমকালি। আয়। সামনের শনিবার। মহামেডানের সঙ্গে। দেখা হবে।

যদু। হাঁ—হাঁ। [যদু চলে যায়]

ক্রাউড। হে হে হে হে হে—হেঃ

[ক্রাউড উদ্দাম নৃত্য শুরু করে। হরি ট্রানজিস্টর কানে দাঁড়িয়ে থাকে।]

মুখবন্ধ

[তৃতীয় ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে কখনো জোরে, কখনো আস্তে ভেসে আসে গান—'মহাজনের লেঠেল, পাইক, যতই করুক ধাওয়া। এবার গোলায় তুলছি সে ধান, মাথায় ছুঁয়ে মাটির এ দান। সবাই মিলে নবান্নতে খুশীর এ গান গাওয়া। হো হো হো হো—হো হো হো হো। নতুন ধানের গন্ধ মেখে বইছে নতুন হাওয়া।' এই গান চলার মধ্যে পর্দা খুলে যায়। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পর্দা টানাটানি করতে করতে অনন্ত বেরিয়ে আসে। মঞ্চে সিগারেটের খোল পড়ে থাকতে দেখে তুলে নেয় এবং পর্দা টানার লোককে বকতে বকতে ভেতরে চলে যায়। দ্বিতীয় পর্দার সামনে বাঁ দিকের উইং দিয়ে পণ্ডিতমশাই ও বিন্দুবাসিনী ঢোকে। এদিকে ভেতরে গানের মহলা চলে।]

পণ্ডিতমশাই। মনে হচ্ছে একটু আগে আগেই চলে এসেছি বিন্দুবাসিনি।

বিন্দু। না গো দাদু, আগে এইয়েচো ভালো করেচো, নচেৎ সামনে বসার জায়গা পেতুমুনি।

[অনন্ত ডানদিকের গেট্-উইং দিয়ে ঢোকে, বিন্দু তাকে দেখে দৌড়ে যায়।]

অনন্তকাকা, অনন্তকাকা, তোমাদের পালা শুরু হতে আর কত দেরী গো?

অনন্ত। বেশী দেরী নেই গো, একটু গুইচ্যে নি। গাঁয়ের লোকজন এসে পড়লিই আমরা শুরু করে দেব। রতনদা, ও রতনদা—

রতন। (নেপথ্যে) এই, তোরা গান থামা, মাষ্টার আবার হাঁক পাড়ছে।

[গান থেমে যায়।]

পণ্ডিতমশাই। আহা, আবার রতনকে ডাকতেছো কেন? ও নিচ্চয়ই ব্যস্ত এখন। আমি বরং সাম্‌নে গে বসি।

অনন্ত। না, না, পণ্ডিতমশাই, আপনি এয়েচেন খবর দিইনি শুনলে রতনদা' খুব চটে যাবে। রতনদা,—ও রতনদা,—

[রতন চটে গিয়ে অনন্তকে বক্‌তে বক্‌তে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে ঢোকে।]

রতন। তখন থেকে রতনদা,—রতনদা,—তোমার রতনদা মইরেছে। শেষবারের মত পালার মহলা করে নিচ্ছি, তুমি রতনদা,—রতনদা, বলে হাঁক পাড়ছ!

অনন্ত। কি, তখন থেকে মহলা করছ। পণ্ডিতমশাই দাঁড়িযে রয়েছেন, তুমি মহলা করছ!

রতন। আগে বলবি তো,···কখন এলে গো, ভেতরে বসবে চলো—

পঃ মঃ। আরে না না, তোমরা সব ব্যস্ত এখন। তা তোমাদের পালা দাঁড়াচ্ছে কেমন?

রতন। পালা···বেশীর ভাগ ছেলেপুলেই তো পালার কিছু বোঝে না, তার ওপরে এরা সব আব্দা ধরেছিল নবান্নের দিন যে করেই হোক পালা নাবাতিই হবে। তাই তাড়াহুড়ো কর্‌তি হল···কিন্তু গপ্পোটা খুব জোরালো। কি বলব তোমারে,—অ—ওনীতির একেবারে গোড়া ধরি টান মেরেছে।

পঃ মঃ। কি রকম—কি রকম?

রতন। মানে—কি বলব, সম্পত্তির ওপর মালিকানা কিসে বত্তায়—জন্মে না কম্মে, তা নে গপ্প।

পঃ মঃ। তার মানে, তোমাদের সেই ঝাণ্ডা ওড়ানো পালা?

রতন। কথাটা বলেছ মন্দ না। আজকাল সব পালার শুরুতে শেষে ঝাণ্ডা উড়তিছে। আমাদের পালাটা সে রকমই—কিন্তু কায়দাটা আলাদা।

গপ্পের মাঝে একটা উপক আছে। একধারে এক রাণী, আর একধারে এক দাসী, আর মাঝখানে এক বাচ্চা। এই বাচ্চারে নিয়ে এবার রাণীতে আর দাসীতে টানামানি। মাঝখানে আবার এক পাগলা কাজী আছে সে যে শেষমেষ কারে বাচ্চাটা দেবে…দূর—কতায় আমি তোমারে পালা বোঝাতে পারব নি, কিন্তু শেষমেষ পালাটা আসল জায়গায় পেঁাছে যায়।

অশোক ও অলোক। রতনকাকা,—রতনকাকা—

রতন। কে হাঁক পাড়ছে যেন?

অনন্ত। অশকার গলা মনে হচ্ছে!

অশোক। রতনকাকা,—রতনকাকা, ঐ ওরা আসতেছে।

অনন্ত। কারা—কারা আসতেছে?

অশোক। লস্করমশাই আসতেছে, সঙ্গে অনেক লেঠেল—

রতন। তা এতে ভয় পাবার কি হয়েছে?

অশোক। আমরা ঐ পঞ্চাননতলার মোড়ে বসে আমড়া খাচ্ছিলাম, তখন শুনলাম ওরা বলাবলি করছে আল কেটে আমাদের ময়নাবিলের উত্তরের জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে দেবে।

গোপাল। সে কি কথা, ও জমির অর্ধেক ধান তো এখনও তোলা হয়নি!

কার্ত্তিক। ঐ যে, ঐ আসছে মহিম লস্কর। [মহিমের সদলবলে প্রবেশ।]

শ্রীকান্ত। কী গো, পত আটকে দাড়ালি কেন তোমরা?

অনন্ত। শুনলেম। আপনারা আমাদের জমিতে নোনা জল ঢুকুতি যাচ্ছেন?

শ্রীকান্ত। তোমাদের জমি? তোমাদের আবার কোন্ জমি হে?

অনন্ত। বেশ ভালোই বুজতি পারচো তো ছিকান্তমশাই, কোন্ জমির কতা বলচি—ঐ ময়নাবিলির উত্তরের জমি।

শ্রীকান্ত। এঁ্যা! ও জমি আবার তোমাদের কবে হোলো গো?

অনন্ত। গত এক বছর ধরে।

শ্রীকান্ত। তার মানে ?

দয়াল। মানে তো জলের মতো। গত বচর যখন এ এলাকায় সব ভেড়ীতে মাচের মড়ক লাগল, তখন লস্করমশাই মাচের ব্যবসায়ে নোকসান দেখে আলনু না মূলোর আড়ৎ খুল্লে ক্যানিং-এ—

গোপাল। আর আমরা তখন সব্বাই মিলে উত্তরের নোনা জমি উদ্দার করে ফসল ফলালাম। সেই তকন থেকে ও জমি আমাদের হ'লো।

শ্রীকান্ত। এই দ্যাকো আড়বুজোর কতা! জমি কি বেশ্যা মাগী যে যকন পাচ্চে ভোগ করে নিচ্চে !

হারান। এ্যাই, পণ্ডিতমশাই আচেন সামনে, আর একবার মুখ খারাপ করলি জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলবো।

রতন। দাঁড়া হারান, না গোমস্তামশাই, জমি বেশ্যা মেয়েনোক নয়। জমি হ'লো মা, বুজলে ? মা। যে আদর করে, যে যত্ন করে, যে মাতায় রাকে, জমি তার।

মহিম। এই দ্যাকো, রতন বাবাজীর আবার যাত্রাপালা করে করে সব সময় এটু এ্যাকটোন করে কতা বলা চায়। তা দ্যাকো বাপু, ও জমিটা আমার—ও জমিতে আমার অধিকার।

কার্ত্তিক। অদিকার! এট্টা কতা সাফ্ সাফ্ বুঝে নিন, গত সনে ময়নাশ বিলের মাছের ভেড়ীতে মড়ক নাগল। নাভের গুড় শুকোতে দেখেই আপনি পালালেন, আর আমরা তকন…

মহিম। বুঝেছি, বুঝেছি, আজ যাত্রা—পালা গাইবে, তাই তোমরা এটু গরমে আচো, কিন্তু এট্টা কতা যে বুঝতেই হবে বাপধনেরা, ঐ জমিতে তোমাদের এক বছরের আর আমার যে সাত পুরুষের অধিকার।

পঃ মঃ। মহিম, কতায় শুধু কতা বাড়ে। আমি এট্টা কতা বলি, দ্যাকো বাবা, এই এরা বলতে গেলি কি, অসাধ্যসাধন করেচে, নোনা জমিকে

উটিত করে দেদার ফসল ফলিয়েছে, কাগজে নেকানিকি হচ্চে দেকেচ নিচ্চয়। আমাদের এই সোঁদরবন এলাকার বেবাক জমি উদ্দার করে যদি ফসল ফলানো যেত, তাতে নাকি সারা দেশের ঘাট্‌তি মিটে যেত। এমন একটা ভালো কাজ শুরু হয়েচে এ অঞ্চলে, আর তুমি এ অঞ্চলের মাতা, এতে তোমারই মান বাড়বে। আমি বলি কি, তুমি বরং ঐ জমিটা ওদের দে দাও, আর ওরাও না হয় কিছু মূল্য ধরে দিক।

মহিম। দেশ উদ্দার তো খুব ভালো কতা, দামী কতা, তা ওরা সরকারের কাছ থেকে জমি চেয়ে করুক না ও-সব। পরের ধনে পোদ্দারি করাটা কি উচিত কাজ হ'চ্চে পণ্ডিতমশাই।

অনন্ত। পরের ধনই বটে। ইংরেজ মহাজনেরা যাকে তাকে জমি লাটে বেচে দিতে নাগল, আর আপনারা দিশী মহাজনেরা, নামমাত্র দামে আর কিঞ্চিৎ ঘুষ দিয়ে সেগুলোকে হাত করলেন, তারপর চারপাশের যত ইতরজনের ছিটেফোঁটা জমি কব্জা করে নিজেদের জমি বাড়াতে নাগলেন।

মহিম। বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ, অনন্ত মাষ্টার! কে বলবে গো, তোমার বাপ ছিল হেলে চাষা।

নবা। এই লস্করমশাই—

রতন। এই নবা বোস, বোস।

মহিম। তা এতই যকন খবর রাকো, এটুকুও নিচ্চই জানো, আমাদের যেটুকু শ্রীবৃদ্ধি, সবই আইন-মোতাবেক হয়েচে।

সনাতন। সে তো আপনাদের নিজিদির সুবিদির জন্য বানানো আইন। ভাববিন না, ঐ আইনেই চেরোকাল চলবে। বেশী নোকের কাজে যে আইন নাগে, সে আইন একদিন হবেই।

মহিম। খুব ভাল কতা, কিন্তু যদ্দিন না তোমাদের এই জনতা-আইন চালু হচ্চে তদ্দিন এই সাবেক আইনগুলোকে যে মেনে চলতে হবে বাবাজী।

অনন্ত। ফি বছর, ফি বছর নোনা জল ঢুইক্যে গরীব চাষীদের জমি হাসিল করাকেও তো আপনার সাবেক আইনে চুরি করাই বলে ?

শ্রীকান্ত। জিবের নাগামটা একটু টানো, বড্ডো বাড়াবাড়ি হ'চ্চে।

কার্ত্তিক। বাড়াবাড়ি ? বাড়াবাড়ি ? এই যে আপনার পোঁ ধরে এয়েচে সব কলিমুদ্দী, গণশা, ইয়াচিন, নয়ন বাগদী, এরা সব ধানচাষী ছিল না ? এদের জমিগুলো সব গ্রাস ক'রে মাচের ভেড়ীর দিন-মজুর বাইনে ছেড়েছেন। কী গো কলিমুদ্দী চাচা, মুখের ওপর সাফ্ সাফ্ বলতে পাচ্চো না—বল, কে কে তোমাদের জমি খেয়েচে ? [কলিমুদ্দী কেঁদে ওঠে, মহিমের ইঙ্গিতে লেঠেল তাকে মারে।]

নবা। শালা নেঠেলের পো নেঠেল, তোর একদিন কি আমার একদিন—

টগর। তুমি ওকে মারলে যে ? তোমার নজ্জা করেনা, নিজের জাতভায়ের গায়ে নাঠি তুলচো !

পাঁচু। ম্যালা ট্যাক্কাই ট্যাক্কাই কোরো না টগরমণি, মালিকের নুন খেয়েচি, দরকার পড়লি দু দশটা নাশ ফেলি দিতে পারি।

টগর। তা তো ফেলবিই। তোকে যখন তোর মায়ের পেট থেকে টেনে বের করেছিল তকন কি তোর মা ভাবতি পেরেচিলো তুই-ই একদিন দু'টাকার নোবে তোর নিজের ভাই-এর মাতায় ডাণ্ডা মারবি !

নমিতা। কি করছিস ? থাম থাম্ টগর—

টগর। বড়নোকের বাড়ির কুকুর ভাবজে যে, বাড়িটা বুজি তারই।

পাঁচু। এ্যাই, মুক সামনে বতা বলবি। নাঠি কিন্তু মেয়েছেলে মানবে না।

টগর। মারো না, মারো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তোর নজ্জা করে না—এট্টা মানুষ তোকে দেকে ভয় পাচ্চে। তোর নজ্জা করে না, ছিঃ ছিঃ…

রতন। এই নমিতা, টগররে সামলা।

নমিতা। দ্যাকো দেকি, পাগল মেয়ের কাণ্ড। চল্ দেকি, চল্, চল্—

অনন্ত। সাবেক আইন? সাবেক আইন মানতি গেলি আপনার কোমরেই তো আগে দাঁড় পরবে লস্করমোশাই।

শ্রীকান্ত। তার মানে?

পাঁচু। কত্তাবাবু, একানে তো আর সহ্য হচ্চে না। চলুন, আমরা ময়নাবিলির দিকি যাই। চল্ রে সব।

[কয়েকজন বর্শা হাতে ঢোকে।]

পাঁচু। কত্তাবাবু, একবার হুকুম দিন।

শ্রীকান্ত। বাবু, বাবু, বাবু।

মহিম। উঃ, পণ্ডিতমশাই, আপনার সামনে এরা মানীর মান নষ্ট করলে। ব্যাপারটা ভালো হ'ল না। আর রতন বাবাজী, আজকাল তো শহরেই থাবা হয়। যাত্রাপালা গাইতে দুদিনের জন্য গ্রামে এসেচো, দুদিন বাদেই চলে যাবে। তা যাওয়ার আগে এই এর, এর, ওর—এদের কাচে আমার কত সুদ পাওনা আচে সেই হিসেবটা নিকে নিয়ে যেও। আর অনন্ত মাষ্টার, তুমি বোধ হয় ভুলে গেচ তোমার পাইমারী ইস্কুল আমার ডোনেই চলে। আর তুই নেড়ের পো নেড়ে, পাঁচজনের সামনে চোকের জলে আমার মান ভাসালি। রমজানের সময় ছ-ছটা বাচ্চার হাত ধরে আবার কর্জ চাইতে আসতে হবে, সে কতাটা বোধ হয় ভুলে গিয়েচিলি। পণ্ডিতমশাই, আমি এখন যাচ্ছি, কিন্তু আবার আসব। আর সঙ্গে ঐ বে-আইনি কালো গাড়ীটাও নিয়ে আসবো। তারপর যদি কোর্ট, কাচারীতে যেতে হয়, তা হলে সেকানেও যাব। সেকানে কিন্তু সাবেক আইনও চলবে। যাই, তা হলে পণ্ডিতমশাই, চল—

লেঠেল। হারামি, বড্ড তেল বেড়েছে তোমার—

[কলিমুদ্দীকে মারতে মারতে বেরিয়ে যায়।]

কার্তিক। (গান)

মহাজনের লেঠেল পাইক
যতই করুক ধাওয়া
এবার গোলায় তুলছি······

রতন। কি করতিছিস কি ?

কার্ত্তিক। গানটা একটু সেধে নিচ্ছিলাম, পালা শুরু হচ্চে তো।

রতন। জায়দা ফাজিল হইচ তুমি।

পং মঃ। আচ্ছা ঝামেলা গেল যা হোক। তা ইয়ে, তোমরা পালা শুরু করবে না ? লোক আসার সময় হয়ে গেলো তো !

রতন। হ্যাঁ, সময় প্রায় হ'য়ে গেল।

দয়াল। রতনদা,—পালাটা আজ বন্দ রাখলে হোত না ? লস্কর যদি নোকজন নিয়ে আবার ফিরে আসে ?

পণ্ডিত। না বাবা, পালা বন্দ কোরো না। অশুভ শক্তির ভয়ে নিজেদের কাজ বন্দ রাখা যে বড় পাপ। পালা বন্দ কোবো না।

[রতন পণ্ডিতমশাইকে প্রণাম করে।]

রতন। পণ্ডিতমশাই, আপনি সামনে গে বসুন। আমরা পালা শুরু করতিচি। চল ভাই সব, প্রস্তুত হয়ে নাও। অনন্ত মাষ্টার, গায়কবৃন্দরে পাঠায়ে দাও—। গায়কবৃন্দ, তোমরা প্রস্তুত। অনন্ত মাষ্টার, সব প্রস্তুত। একটা ঘণ্টা বাজিয়ে পালা শুরু হবে।

[সকলে প্রস্থান করে। নেপথ্যে ঘণ্টা বেজে ওঠে
পালা আরম্ভ হয়।]

[নবাববাড়ি]

গায়ক। সে অনেক বছর আগের কথা
বল না হে
ঠিক মনে নাই—
তা হবে চার-পাঁচশো সাল
তা হবে
হবে

এই বাংলাদেশের আকাশ জুড়ে সিঁদুরে মেঘ লাল।
সারা দেশের মালিক তখন জাফরখাঁ সুলতান
আর ছোট বড় নবাবেরা পরগণা চালান।
দৌলতপুর পরগণাতেও
এক যে ছিলেন নবাব
মন্দ তাঁকে বলত তারা
কারা হে? কারা?
যাদের নিন্দে করা স্বভাব
ছি ছি ছি
তাদের মুখে যুগে যুগে পড়ুক চুন আর কালি
তাদের মুখে যুগে যুগে পড়ক চুন আর কালি
দৌলতপুরের রাজ্য চালান
নবাব আব্বাস আলি
নবাব আব্বাস আলি
ধনরত্নে সিন্দুক বোঝাই বেগম জ্যান্ত পরী
ফুট্‌ফুটে তাঁর ছেলের মুখে চাঁদের গড়াগড়ি
চাঁদের গড়াগড়ি (কোরাস)
অন্য কোন জায়গীরদার গৌড় পাণ্ডুতে
পাল্লা দিয়ে পারবেন না তাঁর তিন সীমানা ছুঁতে
আস্তাবলে হাজার ঘোড়া, রাস্তাতে ভিখারী
লোকলস্কর, লেঠেল, পাইক, কামান-বন্দুকধারী
হায় হায় কামান-বন্দুকধারী
দরবারে তাঁর আর্জিহাতে উমেদারের সারি
দৌলতপুরের রাজ্য চালান নবাব আব্বাস আলি
নবাব আব্বাস আলি

কেমনে বর্ণিব আমি, তাঁহার গুণগান
কেমনে বর্ণিব আমি, তাঁহার গুণগান (কোরাস)

ঠেকায় কেডা

সাধ-আহলাদ পূর্ণ সবই, পূর্ণ ধনমান

তারপর তারপর

এমতকালে একদিন ইদের মোনাজাতে
নবাব এলেন মসজিদে, বেগম এলেন সাথে

নবাব এলেন, বেগম এলেন সাথে।

[মঞ্চের মাঝখানে প্রাসাদ-তোরণের সামনে অনেক ভিখারী এবং আরজিকারীর দল। হাতে রুগ্ন শিশু, ভিক্ষার পাত্র, কাঠের পা, আবেদন পত্র ইত্যাদি। সপরিবারে নবাব এসে দাঁড়ান।]

জনতা। হুজুর মা-বাপ, হুজুর মা-বাপ।

* আল্লা আপনাকে খুশিবিসুমৎ রাখবেন হুজুরে আলি…
* জাঁহাপনা, এত খাজনা দিতে হলে আমাদের পেটের দানাপানি জোটে না…
* আগের বারের লড়াইতে আমার পা কাটা গেছে সাহেব— এ—আলম। আমি কোথা থেকে……
* আমার ভাই বেকসুর, বড়ো কাজী ভুল করে…গোস্তাকি মাফ হয় মালিক, এই বাচ্চাটা সারাদিন দানা কাটেনি…
* সিপাহীর কাম থেকে আমাদের ছেলেটাকে রেহাই দিন। আমাদের ঐ একটাই ছেলে, দয়া করুন হুজুর……
* মালিক মেহেরবান, তোষাখানার খাজাঞ্চি ঘুষ খায়……

সকলে। আল্লা আপনাকে দুনিয়ার বাদশা বানাবেন হুজুর।

(একজন বান্দা আর্জিপত্র সংগ্রহ করে, আর একজন থলি থেকে

ভিখারীদের পয়সা দেয়। সিপাহীরা চাবুক হাঁকড়ে জনতাকে পেছনে সরিয়ে দেয়।)

২য় সৈন্য। পিছু হটো, মসজিদের রাস্তা সাফ করো!

[বান্দারা সুদৃশ্য-খোলা পাল্কীতে বয়ে আনে নবাবপুত্র বুলবুলকে, জনতা হৈ হৈ করে ওঠে।]

জনতা। শাহ্‌জাদা! (তারপর সমবেত জনতার কণ্ঠে একসঙ্গে ঃ শাহ্‌জাদা!)

* ঐ নবাবের ছেলে···

* আমি দেখতে পাচ্ছি না। ধাক্কা দিচ্ছ কেন?

* কি সুন্দর দেখতে···

* আরে বুড়বাক, তুই একাই দেখবি নাকি নবাবের ছাওয়ালকে!

সকলে। আল্লা আপনার বেটাকে সলামৎ রাখবেন হুজুর···

[জনতাকে আবার চাবুক হাঁকড়ে সরিয়ে দেওয়া হয়। আর্তনাদ।]

একজন সৈন্য। জাঁহাপনা, মহারাজা গণেশ আপনাকে ঈদের সেলাম জানাতে এসেছেন।

[মোটা হিন্দু রাজা এগিয়ে এসে নবাবকে সম্মান দেখান।]

রাজা গণেশ। ঈদ মোবারক, নাদিরা বেগম।

[তূর্যধ্বনি শোনা যায়, ঘোড়ার খুরের শব্দ থামে। একজন দূত হাঁপাতে হাঁপাতে নবাবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ করে। নবাবকে কাগজপত্র দেয়ার জন্য হাত বাড়ায়। নবাবের ইঙ্গিতে হাবিলদার সিরাজ দূতের কাছে এগিয়ে এসে তাকে থামায়। রাজা গণেশ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকায়।]

রাজা গণেশ। দিনটা আজ বড়ো ভালো। কাল রাতে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। ভাবলাম, আপনাদের ঈদের দিনটাই মাটি হলো। এখন দেখুন ঝক্‌ঝকে নীল আকাশ। আ বুলবুল সাহাব। (বুলবুলকে আদর

করে) পা থেকে মাথা খাঁটি নবাব। সেলাম বুলবুল সাহাব, ঈদ মোবারক।

নাদিরা। রাজাসাহেব, আপনাকে একটা খুশীর খবর শোনাই। আমাদের নবাব ঠিক করেছেন পূর্বদিকের ঝোপড়ি, বস্তি সব ভেঙে সাফ্ করে দিয়ে একটা নতুন মঞ্জিল বানাবেন। আর, তার সঙ্গে একটা বাগিচা।

রাজা গণেশ। বড় ভালো খবর বেগম সাহেবা, চারপাশে তো খালি দাঙ্গা, হাঙ্গামা, লড়াই। ভালো কথা, আব্বাস ভাই, লড়াইয়ের কি খবর? (নবাব সাহেব কোন উৎসাহ দেখান না।) শুনলাম, সুলতানের ফৌজ নাকি ব্রহ্মপুত্রের ধারে মার খেয়ে হটে এসেছে? ভাবনার কিছু নেই, কি বলেন?

নাদিরা। বুল্বুল্ কাশছে! (নবাবের কাছে গিয়ে) শুনলেন আপনি নবাব সাহেব? (দুই হেকিমকে তীক্ষ্নস্বরে) ও কাশছে!

১ম হেকিম। কি বলছিলাম হেকিম নয়ীমুদ্দিন, শিশুর স্নানের জল আরো গরম করা উচিত ছিল! জলের তাপমাত্রায় একটু গোলমাল হয়েছিল বেগম সাহেবা।

২য় হেকিম। বাজে কথা বলবেন না, হেকিম মহীউদ্দিন! মহামান্য হেকিম আলতাফউদ্দিনের মত অনুসারেই জলের তাপমাত্রা কুসুম কুসুম রাখা হয়েছিল। রাতে সামান্য হিম পড়ার জন্যই এমনটা হয়েছিল বেগমসাহেবা।

নাদিরা। (চেঁচিয়ে) এখন থেকে খেয়াল রাখবেন। নবাব সাহেব, চলুন আমরা মসজিদে যাই।

[বাঁ দিকের তোরণ দিয়ে নবাব সপরিবারে বান্দাদের সঙ্গে মসজিদের দিকে যেতে থাকেন। সবার পেছনে রাজা গণেশ। হাবিলদার সিরাজ দূতের প্রতি নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।]

নবাব। নামাজের আগে নয়, সিরাজ।

সিরাজ। ঈদের নামাজের আগে নবাব কোন কথা শুনবেন না। যাও, দোস্ত, ভালো করে খানা খেয়ে আরাম করো।

[হাবিলদার সিরাজ শোভাযাত্রায় যোগ দেয়, দূত বিড়্‌বিড়্‌ করে শাপান্ত করতে করতে প্রাসাদ-তোরণ দিয়ে ঢুকে যায়। একজন সৈনিক প্রাসাদের ভেতর থেকে বাইরে এসে তোরণের সামনে দাঁড়িয়ে যায়।]

গায়কবৃন্দ। শহর ছিল শান্ত খুব, শুধু মসজিদের ঐ মাঠে,
পায়রাগুলো বকম্‌ বকম্‌ ছড়া কাটে
নবাব-মঞ্জিলের সিপাহী এক ছোঁড়া
চাকরাণীটার সঙ্গে দেখো করছে মস্করা
ঐ ছুঁড়ি বোধ হয় নাইতে গিয়েছিলো
নদীর ঘাটে
পায়রাগুলো বকম্‌ বকম্‌ ছড়া কাটে।

[একটি মেয়ে তোরণের মধ্যে দিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করে—তার হাতে সবুজ পাতার একটা বড় পুঁটলি।]

সৈন্য। ব্যাপারটা কি? বিবি আজ ঈদের নামাজে গেলেন না। ধর্মে, কর্মে আর মতি নেই বুঝি?

লুৎফা। যাবার জন্য তৈরী হয়েছি—হঠাৎ হুকুম হলো ঈদের খানার জন্য হাঁসের মসল্লম হবে। আরো একটা হাঁস লাগবে। আমাকেই আনতে যেতে হলো। আমি হাঁস খুব ভালো চিনি তো।

সৈন্য। হাঁস! (সন্দেহের ভাণ করে) আমি দেখতে চাই, ঐ হাঁস বস্তুটা কি রকম। (লুৎফা বোঝেনা।] মেয়েদের ব্যাপারে একটু হুঁশিয়ার থাকা ভালো। কথায় বলে না 'মেয়েদের মুখে এক, মনে আর।'

লুৎফা। (গট্‌গট্‌ করে সামনে গিয়ে হাঁসটা দেখায়) এই যে! যদি সাত

সেরের চেয়ে এক কাঁচ্চাও কম ওজন হয় তো আমি সব পালক কটাই খেয়ে ফেলব।

সৈন্য। আঃ, বড় জবর হাঁস বটে। হাঁসেদের বেগম। নবাব নিজে এইটি খাবেন। তা হলে লুৎফা বিবি আজ আবার নদীর ধারে গিয়েছিলেন!

লুৎফা। হ্যাঁ, হাঁস-মুর্গীর খামারবাড়ীতে।

সৈন্য। ও, খামারবাড়ীর কাছে? উত্তরের বটগাছের ধারে সেই ছোট্ট ঘাটে যাওয়া হয়নি?

লুৎফা। বটগাছের ধারে আমি তো যাই কাপড় কাচতে।

সৈন্য। (অর্থপূর্ণভাবে) তা তো বটেই।

লুৎফা। কি বটেই?

সৈন্য। না, বলছি তা তো বটেই।

লুৎফা। বটগাছের ধারে কাপড় কাচলে ক্ষতি কি?

সৈন্য। 'বটগাছের ধারে কাপড় কাচলে ক্ষতি কি।' এটা বড় জবর বলেছেন সোনা বিবি!

লুৎফা। সিপাইয়ের কথার মানে বুঝছি না। এ্যাতো হাসির কি হল?

সৈন্য। (ধূর্তভাবে) মেয়েকে যদি বলি ওখানে কি ঘটে, মেয়ে তা হলে চটে; মেয়ে তা হলে পটে!

লুৎফা। ওখানে কি ঘটে! কি আবার ঘটে?

সৈন্য। ঘটে ঘটে। বিবির বোধহয় জানা নেই বটগাছের পূর্বদিকে একটা বড় ঝোপ আছে আর সেই ঝোপ থেকে সব দেখা যায়, যখন কেউ ওখানে বসে কাপড় কাচে তখন যা যা হয়—সব।

লুৎফা। কি হয় ওখানে, সিপাই এত রহস্য না করে সাফ্ সাফ্ কথা বললেই পারে।

সৈন্য। হয়—অনেক কিছু হয় ওখানে—আর অনেক কিছু দেখাও যায়।

লুৎফা। খুব গরমের দিনে আমি ওখানে হাত-মুখ ধুই। তা সিপাই কি সেই কথা বলতে চায়?

সৈন্য। শুধু মুখ-হাত নয়—আরো বেশী।

লুৎফা। আরো বেশী কি? বড় জোর গলাটা—

সৈন্য। গলা তো বটেই…আরো একটু বেশী (হৈ হৈ করে হাসে)।

লুৎফা। (রেগে) তোমার লজ্জা করে না মনসুর মিঞা! গরমকালে ঝোপের মধ্যে সারাদিন লুকিয়ে বসে থাকো, কে কখন নদীতে হাতমুখ ধোয় সেই দেখার জন্য? ছিঃ! আর সঙ্গে বোধ হয় অন্য সেপাইদেরও নিয়ে যাও! (দৌড়ে ভেতরে চলে যায়।]

সৈন্য। (চেঁচিয়ে) আরে না না, অন্য কোন সিপাহী থাকে না! [সৈন্য দৌড়ে লুৎফার খোঁজে চলে যায়।]

[নেপথ্যে আবহে সৈন্যদের কুচকাওয়াজের আওয়াজ শুরু হয়। রাজা গণেশ মসজিদের দিক থেকে দ্রুত প্রবেশ করে। একজন সিপাহী ও হাবিলদার সুলেমান তাঁর দুপাশে এসে দাঁড়ায়। ছোট পৃথক আলোতে দেখা যায়, রাজা গণেশ ওদের মোহর দিচ্ছে এবং প্রাসাদ ঘিরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। ষড়যন্ত্রের শেষে সুলেমান ও একজন সিপাহী প্রাসাদের ভেতরে ঢোকে। রাজা গণেশ একজন সিপাহীর সঙ্গে বেরিয়ে যায়। প্রাসাদের ভেতর থেকে নানাবিধ চিৎকার, হুঁশিয়ার ইত্যাদি শোনা যায়। দূর থেকে আজান ভেসে আসে। নবাব শোভাযাত্রা নিয়ে মসজিদের দরজা দিয়ে ঢোকেন।]

নাদিরা। (যেতে যেতে) মঞ্জিলের চারপাশে এত বস্তি, ঝোপড়ি…আমার দম-বন্ধ হয়ে আসে! নবাব সাহেবের সেদিকে নজর নেই। ওঁর সব কিছুই বুলবুলের জন্য…বুলবুলের জন্যেই সব কিছু। আমার জন্য কিছু না।
[বেগম নাদিরা ভেতরে ঢুকে যায়।]

নবাব। রাজা গণেশ আমাকে ঈদ মুবারক করলেন শুনলে তো? ঈদ মুবারক তো খুব ভালো কথা। কিন্তু কাল রাতে তো দৌলতপুরে বৃষ্টি হয়নি। তার মানে বৃষ্টি সেখানে হয়েছিলো যেখানে রাজা কাল রাতে ছিলেন। তাহলে রাজা কোথায় ছিলেন?

সিরাজ। এ ব্যাপারে তো খোঁজখবর নেওয়া দরকার।

নবাব। হ্যাঁ, খুব জলদি খবর নেওয়া দরকার।—কালকেই!

[সেই দূত নবাবের দিকে এগোতে থাকে।]

সিরাজ। রাজধানী থেকে দূত। আজ সকালে ও সুলতানের কাছ থেকে গোপন ফরমান নিয়ে এসেছে হুজুর।

নবাব। দুপুরের খানার আগে নয় সিরাজ। (নবাব চলে যায়। দূত উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।]

সিরাজ। দুপুরের খানার আগে নবাবকে লড়াইয়ের খবর দেওয়া ঠিক হবে না।

দূত। কি, দুপুরের খানা! বুঝতে পারছ না, সুলতানের ফৌজ চারপাশে মার খাচ্ছে। সুলতানের যদি হার হয়, তা হলে তোমাদের নবাব আব্বাস আলির কি হাল হবে বুঝতে পারছ? যাও, জিন্দেগীর শেষ খানা খাও গিয়ে।

সিরাজ। আহা, ঘাবড়ানোর কিছু নেই দোস্ত। এখানকার সিপাহীরা সবাই আমাদের নবাবের জন্য নিজেদের জান দিয়ে দিতে তৈরী। (প্রাসাদ থেকে বিরাট গোলমালের শব্দ। মেয়েদের তীক্ষ্ন চিৎকার, স্তম্ভিত সিরাজ তোরণ দিয়ে ঢুকতে যায়। দুজন সিপাহী দুধার দিয়ে এসে তার বুকের সামনে বর্শা উঁচিয়ে ধরে)। কি হচ্ছে? বর্শা নামা কুত্তা! হাতিয়ার নামাও সবাই। বুঝতে পারছ না নবাবের জান নেবার চেষ্টা হচ্ছে?

[কেউ সিরাজের কথা মানে না। ওরা ঠাণ্ডা চোখে দেখে কি ঘটছে চারপাশে। সিরাজ প্রাণপণে চেষ্টা করে ভেতরে ঢুকে যায়। সিপাহীরা পালায়। মঞ্চ শূন্য হয়ে যায়। গায়ক প্রবেশ করে।]

গায়ক। রথীমহারথীরাও অন্ধ হায়রে
ভাড়া করা লোকেদের ভরসায় নিশ্চিত
বহুদিন কেটে গেল ক্ষমতায়
বহুদিন চিরদিন হয় না৲
হায়রে
বদলায় দিন বদলায় রে।

(নবাবকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। পেছনে সিপাহী। দূরে তূর্যধবনি। ভিতরে বিরাট হৈ-চৈ)।

[নেপথ্যে গোলমালের আভাস। বান্দা-বাঁদী ইত্যাদিরা হতচকিত অবস্থায় ভিতরে আসে।]

খানাবরদার। ঝুড়িটা ঐ কোণটায় রাখ। কমসে কম এক হপ্তার খাবার আছে ওগুলোতে। কে যেন আসছে? [দুজন হেকিম দৌড়ে বাইরের দেউড়িতে আসে।]

১ম হেকিম। নয়িমুদ্দিন সাহেব, বেগম সাহেবার এই হালৎ—হেকিম হিসেবে আপনার কর্তব্য ওঁর দেখাশোনা করা।

২য় হেকিম। মহীউদ্দিন সাহেব, ওটা আমার নয়, আপনার কাজ।

১ম হেকিম। ওটা আপনার কাজ!

২য় হেকিম। না আপনার।

১ম হেকিম। আপনি কর্তব্য করছেন না।

২য় হেকিম। কর্তব্যের মাথায় ঝাড়ু মারি!

১ম হেকিম। আপনি না হেকিম?

২য় হেকিম। দূর শালা। [দুজনেই পালায়।]

খানাবরদার। সন্ধ্যের আগেই পালাতে হবে। তারপরে তো কালোকুর্তা সেপাইগুলো মাতাল হয়ে তাণ্ডব শুরু করে দেবে।

রাঁধুনী। সুলতানের নাকি হার হয়েছে—চারপাশে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে!

ধাই। সুলতানের সব নবাবকে—আমাদের আব্বাস আলি নবাবকেও নাকি ফাঁসিতে লটকাবে!

রাঁধুনী। কারা লটকাবে?

লুৎফা। হ্যাঁ, কারা লটকাবে?

খানাবরদার। রাজা জায়গীরদাররা সব এক হয়েছে—কালোকুর্তাদের কিনে নিয়েছে!

সহিস। আমরা তো চুনোপুঁটি—আমাদের কেউ কিছু করবে না।

[সিপাহী মনসুর বেরিয়ে ভীড়ের মধ্যে লুৎফাকে খোঁজে—]

সিরাজ। এখানে কি করছ?

[একজন বান্দা চিৎকার করে দৌড়ে পালিয়ে যায়।]

কুত্তার বাচ্চা! নেমক হারাম। [সিরাজ একজন বান্দাকে তরোয়াল দিয়ে আঘাত করে] এই হলো নেমক হারামের সাজা। মঞ্জিল ছেড়ে চলে যাওয়ার ইন্তেজাম করে নাও, যাও!

[সিরাজ বান্দা-বাঁদীদের তাড়িয়ে ভেতরে নিয়ে যায়। মনসুর অবশেষে লুৎফাকে খুঁজে পায়।]

মনসুর। লুৎফা, লুৎফা, লুৎফা·····;ওঃ খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেলাম! তুমি কি করবে এখন?

লুৎফা। কি আবার করব? নসীপুর গাঁয়ে আমার এক দাদা আছে, অবস্থা খুব খারাপ হলে তার কাছে চলে যাব। তুমি কি করবে?

মনসুর। আমার ওপর হুকুম নাদিরা বেগমের পাহারাদার হয়ে যেতে হবে।

লুৎফা। সেকি? মঞ্জিলের সিপাহীরা বিদ্রোহ করে নি?

মনসুর। (গম্ভীরভাবে) হ্যাঁ, তা করেছে।

লুৎফা। তাহলে ঐ মেয়ে লোকটার জন্যে তোমার এত মাথা ব্যথা কিসের?

মনসুর। ঐ মেয়েলোকটার জন্য আমার কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু হুকুম হয়েছে, আম্মাকে যেতে হবে।

লুৎফা। সিপাহীর মাথায় গোবর! কোন কারণ নেই—কিছু না—শুধু শুধু সিপাহী আগুনে হাত বাড়াচ্ছে! [প্রাসাদ থেকে খানাবরদার লুৎফাকে ডাকে] আমাকে যেতে হবে। তাড়া আছে!

মনসুর। লুৎফা বিবি, তাড়াহুড়োর সময় ঝগড়া করা ঠিক নয়! ভালো করে ঝগড়া করতে গেলে সময় লাগে! একটা কথা, বিবিজানের মা-বাপ আছেন?

লুৎফা। দুনিয়ায় কেউ নেই, এক ভাই ছাড়া।

মনসুর। সময় খুব কম—বিবিজানের শরীর-স্বাস্থ্য কি রকম? জলের মধ্যে মাছের মতো?

লুৎফা। কখনো কখনো ডান কাঁধে একটা ব্যথা ওঠে। এছাড়া সব সময় সব কাজ পারি। আজ অবদি কেউ কখনো নিন্দে করে নি।

মনসুর। সে কথা সবাই জানে। ঈদের দিনেও যদি সাত সকালে নদীর ধার থেকে হাঁস নিয়ে আসার দরকার হয় তো লুৎফা বিবি একপায়ে খাড়া! আর একটা কথা, বিবি কি সবুর করতে জানেন, না শীতকালেই আম খাওয়ার বায়না ধরেন?

লুৎফা। সবুর ঠিকই করতে জানেন; কিন্তু যদি একটা মানুষ খেয়ালখুশী মতো যুদ্ধে যায় আর কোন খবর না পাঠায় তাহলে তো খুব খারাপ!

মনসুর। খবর ঠিকই আসে। [আবার খানাবরদার ভিতর থেকে লুৎফাকে ডাকে] এবার শেষ আর সব চেয়ে জরুরী কথা……

লুৎফা। মনসুর মিঞা, বুঝতেই পারছ আমাকে অন্দরে যেতে হবে—খুব তাড়া, কাজেই আমার জবাব, হ্যাঁ!

মনসুর। [খুবই অপ্রস্তুত] কথায় বলে, 'তাড়াহুড়ো হলো মরণের ফাঁদ!' তবে আরো একটা কথা চালু আছে : 'গরীব ব্যাটাদের সব কিছুতেই তাড়া'! আমার গ্রাম হলো······

লুৎফা। কুতুবপুর।

মনসুর। ও, বিবিসাহেব তাহলে এর মধ্যেই আমার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়েছেন! এখন বলার কথা, মিঞার স্বাস্থ্য ভালো, কোন পোষ্য নেই। দশ মোহর মাস মাহিনা, মাঝে মধ্যে ছাউনির তলবদার হিসেবে আরো বিশ মোহর। আপনাকে শাদী করার আর্জি পেশ করছি!

লুৎফা। এ ব্যবস্থায় আমার কোন অসুবিধে নেই!

মনসুর। [গলা থেকে একটা রুপোর চেনে ঝোলানো কবচ খুলে নেয়।] লুৎফা বিবি, চাঁদির তৈরী এই কবচটা আমার মায়ের। তুমি পরলে আমি খুশী হবো!

লুৎফা। পরিয়ে দাও মনসুর মিঞা!

[মনসুর লুৎফার গলায় পরিয়ে দেয়।]

মনসুর। এবার আমি যাই, গাড়ীতে ঘোড়া জুততে হবে। আশা করি বিবিজান আমার অবস্থাটা বুঝবেন। আর আমার মনে হয় লুৎফা বিবিরও এখনই অন্দরের দেউড়িতে চলে যাওয়া উচিৎ। না হলে এখনই একটা গোলমাল শুরু হয়ে যাবে!

লুৎফা। ঠিক কথা মনসুর মিঞা। [দুজনেই অব্যবস্থিত চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকে]

মনসুর। বেগম সাহেবাকে তাঁর খাস সেপাহীদের কাছে পেঁছে দিলেই আমার কাজ শেষ। যুদ্ধ থামলেই আমি ফিরে আসব। দু' সপ্তাহের মধ্যে নয়তো তিন সপ্তাহ, নয়তো চার···আশা করি লুৎফা বিবির অপেক্ষা করতে অসুবিধে হবে না!

লুৎফা। [গান]

তোমার জন্য রইব বসে ওগো আমার প্রিয়
এখন যাও শান্ত মনে যুদ্ধে যোগ দিও
যুদ্ধ বড় সর্বনেশে অনেক খুনোখুনী—
সবাই ঘরে ফেরে না তাও তোমার
পথ চেয়ে রইব আমি
মাথার ওপর রইবে চেয়ে সবুজ গাছটিও
তোমার জন্য রইব বসে··· ।

মনসুর। আল্লা তোমায় খুশনসীব রাখুন, বিদায় লুৎফাবিবি।

[মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্ণিশ করে। লুৎফাও তাকে কুর্ণিশ করে। তারপর হঠাৎ দ্রুত চলে যায়। পিছনে ফিরে তাকায় না। হাবিলদার সিরাজ তোরণ দিয়ে বাইরে আসে।]

সিরাজ। বড় গাড়ীতে ঘোড়া লাগা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস কেন উজবুক ?

[মনসুর লাফিয়ে উঠে ঠিকঠাক দাঁড়ায়। দৌড়ে চলে যায়। দু'জন বান্দা ভারী তোরঙ্গ ভিতর থেকে নিয়ে আসে। ওদের পিছনে বাঁদীদের ওপর ভর দিয়ে টলতে টলতে আসেন বেগম নাদিরা। তার পিছনে একজন বাঁদীর কোলে বুলবুল।]

বেগম নাদিরা। কেউ না, কেউ না···আমার দিকে কেউ কোন নজর দিচ্ছে না!···আমার হালৎ খুব খারাপ। বুঝতে পারছি না, আমি পায়ে হাঁটছি না মাথায় হাঁটছি! বুলবুল কোথায়? সব কিছু গাড়ীর ওপরে তোল্ তোরা। সিরাজ, নবাবসাহেবের খবর পাওয়া গেছে ?

সিরাজ। [মাথা নাড়ে] আপনার এখুনি রওয়ানা হওয়া দরকার। গাড়ীতে জায়গা কম, খুব জরুরী যেগুলো বেছে নিন বেগম সাহেবা।

[সিরাজ দ্রুত বেরিয়ে যায়।]

নাদিরা। সিফ্র্ খুব জরুরী। জলদী খোলো। আমি যেগুলো বলে দিচ্ছি সেগুলো বার করে নাও।

[তোরঙ্গগুলো নামানো হয়, খোলা হয়] ঐ সবুজ মেরজাইটা, হ্যাঁ আর ঐ পশমী কামিজটা···হেকিমদুটো কোথায় গেলো ?···ওঃ আমার মাথার দরদ আবার বাড়ছে! ওঃ হ্যাঁ, ঐ মুক্তো লাগানো জোব্বাটা··· [লুৎফাকে] এ্যাঁ, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস তুই! আমার নুনের পুঁটলিটা নিয়ে আয় জলদি।

[লুৎফা দৌড়ে চলে যায়, নুনের পুঁটলি নিয়ে ফেরে।]

নাদিরা। [একটি অল্পবয়সী বাঁদীকে] ওটা ছিঁড়িস না হারামজাদী।

তরুণী বাঁদী। গোস্তাকী মাপ হয় বেগম সাহেবা, এ কামিজটার কিছু হয় নি!

নাদিরা। সে তো আমি ঠিক সময়ে নজর দিয়েছিলাম বলে! মাথায় কিছু নেই! খুন করে ফেলব তোকে কুত্তী! [মারতে থাকে]

সিরাজ। [ফিরে এসে] বেগম সাহেবা জলদি করুন! শহরে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে! [বেরিয়ে যায়]

নাদিরা। [তরুণী বাঁদীকে ছেড়ে দেয়] ইয়া আল্লা, ওরা আমার কিছু করবে না তো? আচ্ছা, এ্যাই কেন করবে বল? [সবাই চুপ, নিজে জিনিষপত্র ঘাঁটতে থাকে] বুলবুলের কি হোল? ওকি ঘুমুচ্ছে?

বাঁদী। হ্যাঁ বেগম সাহেবা।

নাদিরা। ঠিক আছে। ওকে একটু নামিয়ে বেখে অন্দর থেকে আমার জাফরানি চপ্পলটা জলদি নিয়ে আয়। [ধাই বাচ্ছাকে নামিয়ে রেখে ভেতরে যায়। নাদিরা তরুণী বাঁদীকে বলে—] আহম্মকের মতো দাঁড়িয়ে থাকিস না [তরুণী বাঁদী দৌড় দেয়] নড়বি না—খবরদার, নয়তো চাবুক মেরে তোর পিঠের চামড়া তুলে নেব। ওঃ কি ভাবে জিনিষপত্র

গ্রুছিয়েছে দেখ! বিপদের সময় বোঝা যায় বান্দা-বাঁদীরা সব কেমন!

সিরাজ। বেগমসাহেবা, আমাদের এখ্খুনি পালাতে হবে! মওকা পেয়েই তাঁতীরা আবার গোলমাল শুরু করে দিয়েছে। বড় আদালতের কাজী ওবেদুল্লাকে ওরা ফাঁসীতে লটকেছে! চারপাশের সব মঞ্জিল জ্বালাতে জ্বালাতে ওরা এদিকে আসছে!

নাদিরা। কেন? চাঁদির কাজ করা কামিজটা নিতে হবে।

সিরাজ। [প্রায় টানতে শুরু করে] নাদিরা—মঞ্জিলের কাছে দাঙ্গা শুরু হয়েছে! বাচ্চা···শাহজাদা বুলবুল কোথায়?

নাদিরা। [ধাইকে] হাজেরা বাচ্ছাকে তৈরী করো, কোথায় গেলি তুই, হাজেরা?

সিরাজ। [চলে যেতে যেতে] গাড়ী নিয়ে যেতে পারা যাবে না আর! ঘোড়ায় চড়েই যেতে হবে আমাদের!

[নাদিরা বেগম এখনো জিনিষপত্র ঘাঁটতে থাকেন। মঞ্চের ওপর কিছু কিছু পোষাক ছুঁড়ে ফেলে। আবার সরিয়ে নেয়। নাকাড়া বাজতে শুরু করে। আকাশ লাল হ'তে থাকে।]

নাদিরা। [প্রাণপণে হাঁটকাতে থাকে] কিছুতেই সেই সিরাজি রঙের কুর্ত্তাটা খুঁজে পাচ্ছি না। [হতাশ হয়ে বাঁদীকে] সবগুলো নিয়ে গাড়ীতে রাখ! হাজেরা এখনো ফিরল না কেন?

সিরাজ। [ফিরে এসে] জলদি জলদি, নাদিরা!

নাদিরা। [দ্বিতীয় বাঁদীকে] দৌড়ো! গাড়ীতে ফেলে দিয়ে আয়!

সিরাজ। আমরা গাড়ীতে যাচ্ছি না! তুমি এখুনি এসো, নয়তো আমি একাই ঘোড়ায় চড়ে পালাবো। [সিরাজ বেরিয়ে যায়।]

নাদিরা। হাজেরা বাচ্চাকে নিয়ে এসো, [দ্বিতীয় বাঁদীকে] যা সাবেরা, ছুটে

দ্যাখ! না, আগে ওগুলো গাড়ীতে রেখে আয়! যত ফালতু বাত! গাড়ীতে যাওয়া যাবে না! হ্যাঁ, আমি ঘোড়ায় চড়ে যাবো?

[হঠাৎ ঘুরে রক্তবর্ণ আকাশে চোখ পড়ে। ভয়ে পিছিয়ে যায়। দৌড়ে পালায়। তার পেছনে সিরাজ। দ্বিতীয় বাঁদী মাথা নাড়তে নাড়তে ওদের পেছনে পেছনে যায়। বান্দারা ভেতর থেকে তোরণ দিয়ে বেরিয়ে আসে।]

বান্দা। সর্বনাশ! এতো পূব দরওয়াজায় আগুন লেগেছে!

খানাবরদার। ওরা চলে গেছে? এবারে আমরা পালাবো কি করে?

সহিস। এখানটা এখন খুব গোলমালের জায়গা। [তৃতীয় বাঁদীকে] সাবেরা, আমি জিনিষপত্র নিযে আসি, তারপর একসঙ্গে পালাবো।

ধাই। [ভেতর থেকে আসে, হাতে বেগম সাহেবার চপ্পল] বেগম সাহেবা, বেগম সাহেবা!

রাঁধুনী। চলে গেছে।

ধাই। কিন্তু বাচ্ছা [দৌড়ে বাচ্ছার কাছে যায়, তুলে নেয়] এটাকে ফেলে রেখে গেল! সব জানোয়ার [লুৎফার হাতে বাচ্চাকে দেয়] লুৎফা, একটু ধর তো [ছলনা করে] আমি গাড়ীটা দেখে আসি! [পালিয়ে যায়]

খানাবরদার। একি, এতো শাহাজাদা বুলবুল! বাচ্চাটাকে নিয়ে কি করছ তুমি?

লুৎফা। ওকে ফেলে গেছে ওরা।

রাঁধুনী। বেগম সাহেবা ফেলে চলে গেল ওকে? [বান্দা-বাঁদী সবাই বাচ্চাকে ঘিরে দাঁড়ায়।]

লুৎফা। চোখ পিটপিট করছে—ঘুম ভেঙ্গেছে বোধহয় বাচ্চাটার।

খানাবরদার। বেগম সাহেবার থেকে বাচ্চাটাকেই ওদের বেশী দরকার। ঐ তো নবাবসাহেবের সবকিছুর ওয়ারিস।

পাচিকা। মায়ের দয়ার রোগীর চেয়েও ছোঁয়াচে ও ছেলে। ভালোয় ভালোয় ফেলে পালা!

[সহিস পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে এসে মহিলাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। লুৎফা ছাড়া সবাই চলে যাবার প্রস্তুতি নেয়।]

লুৎফা। মোটেই ওর মায়ের দয়া হয়নি। এই তো কিরকম মানুষের মতো তাকাচ্ছে।

পাচিকা। তাহলে তুমি আর দয়া করে ওর দিকে তাকিয়ে থেকো না। আমরা চল্লাম।

খানাবরদার। ছাউনি থেকে পাঠান ঐ কালোকুর্তা সিপাহীগুলো কিন্তু যে কোন সময়ে এসে পড়বে। তোমার জিনিষপত্র নিয়ে চলে এসো, আমরা এগোচ্ছি।

[দু'জন মহিলা এবং সহিস চলে যায়, সঙ্গে খানাবরদার]

লুৎফা। আমি আসছি।

[লুৎফা বাচ্ছাটিকে নামিয়ে রাখে। অল্পক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তোরঙ্গের ওপর থেকে কাপড় নিয়ে সযত্নে ঢেকে দেয়। দৌড়ে প্রাসাদে যায় নিজের জিনিষপত্র আনতে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ এবং মেয়েদের আর্তচিৎকার শোনা যায়। রাজা গণেশ ঢোকে। সঙ্গে মাতাল কালোকুর্তা সিপাহীর দল। সিপাহীদের একজনের বর্শায় নবাবের মুণ্ডু গাঁথা রয়েছে।]

গণেশ। এইখানে লাগাও···ঠিক মাঝখানে। [একজন সিপাহীর কাঁধে অপর একজন ওঠে, তোরণের মাঝখানে মুণ্ডুটা লাগায়] ওখানটা ঠিক মাঝখান নয়···আর একটু ডানদিকে···আর একটু···হ্যাঁ···ঠিক হয়েছে। (হাসি)

[একজন সিপাহী গজালের সঙ্গে কাটা মুণ্ডুটার চুল বাঁধতে থাকে]

গণেশ। আজ সকালে মসজিদের সামনে নবাব আব্বাস আলিকে বলেছিলাম, আমার পছন্দ নীল আকাশ।·· আসলে আমার পছন্দ নীল আকাশ থেকে বিনা মেঘে বাজ, বিনা মেঘে···বিনা মেঘে বাজ··· । কিন্তু মুশকিল হলো বাচ্চাটাকে ওরা নিয়ে গেলো ! ওকে আমার চাই ! সারা দেশ জুড়ে তালাশ করো ! একলাখ মোহর ইনাম !

[রাজা গণেশ বিদ্রোহী কালোকুর্তা সিপাহীদের নিয়ে বেরিয়ে যায়। লুৎফা সন্তর্পণে ঢোকে। আবার ঘোড়ার খুরের শব্দ। লুৎফা বাইরের পথে পা বাড়ায়। শেষ মুহূর্তে ঘুরে দেখে শিশুটি এখনো আছে কি না। লুৎফা যেন চলচ্ছক্তিহীন। দাঁড়িয়ে থাকে। দৌড়ে বাচ্চার কাছে যায়। ঝুঁকে দেখে। এধার ওধার তাকায়। উঠে একটা কাপড় যোগাড় করে। আবার এধার ওধার তাকায়। শোনবার চেষ্টা করে কেউ আসছে কি না। লুৎফা বাচ্চাকে নিয়ে চলে যায়।]

[দ্বিতীয় পর্দা পড়ে যায়]

দুধওলার ঘর

গায়কবৃন্দ। দৌলতপুর ছাইড়া সে পাড়ি দিল
অনেক দূরে
বাদশাহী সড়ক ধইর‍্যা যাইতে যাইতে
গাইছিল গান গ্রাম্য সুরে,

কীভাবে এই দুধের শিশু বাঁচবে এবার বলো
ভূত-পেত্নী দত্যি দানোর চোখে দেবে ধুলো
ভাবতে ভাবতে পার হয়ে যায়
পাহাড় নদী বন,
আগলে রেখে তেরো রাজার
একটি মাণিক ধন
যেতে যেতে যেতে যেতে
এমনি একটা দিনে
গান গাইল, গান গাইল' দুধ আনল কিনে।

[লুৎফা হেঁটে আসে। তার পিঠের ওপর ঝুপাড়িতে বাঁধা বাচ্চা। একহাতে একটা বড় লাঠি, অন্য হাতে বোঁচকা।]

লুৎফা। (বাচ্চাকে) দুপুরবেলা খানা খাবার সময়। এখন এই ঘাসের ওপর আমরা চুপটি কোরে বসব, তারপর সোনা মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়ে লুৎফুন্নেসা যাবে, কিনে আনবে ছোট্ট এক ঘটি দুধ। [বাচ্চাটাকে শুইয়ে রেখে সে কুঁড়ের দরজায় কড়া নাড়ে। একজন বুড়ো দরজা খোলে।]

একটু দুধ পাওয়া যাবে, দাদু—আর খান কতক বাতাসা?

বুড়ো। দুধ? দুধ কোথায় পাব? শহর থেকে সেপাইরা এসে আমাদের সব গরু বাছুর নিয়ে গ্যাছে। দুধ চাই তো সেপাইদের কাছে যাও।

লুৎফা। আরে একটা বাচ্চা খাবে, ছোট্ট এক ঘটি দুধ তোমার কাছে নেই?

বুড়ো। তারপর? ভগবান তোমার ভালো করুন বলে দুধের ঘটি নিয়ে পিঠটান?

লুৎফা। আহা—ভগবান ভালো করার কথা কে বলেছে? (বটুয়া দেখায়) আমরা দাম দেব—রাজা বাদশার মেজাজে।

[বুড়ো গজগজ করতে করতে দুধ আনতে যায়]

তা কত দিতে হবে ঐ ছোট্ট এক ঘটি দুধের জন্যে ?

বুড়ো। তিন মোহর। দুধের দাম চড়ে গ্যাছে।

লুৎফা। তিন মোহর? এই এক ফোঁট্টা দুধের দাম তিনমোহর।

[বুড়ো বিনা বাক্যব্যয়ে লুৎফার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়।]

কীরে বুলবুল শুনলি তো? তিন মো-হ-র, না বাপু, এত পোষাবে না।

[সে ফিরে এসে আবার বসে, বাচ্চার মুখে স্তন দেয়।]

নে, আগের মতই দেখি একবার। নে, খা, খা আর তিনটে মোহরের কথা ভাব। কিছুই তো নেই, তবুও মনে কর না খাচ্ছিস—তাতেও শান্তি।

[বাচ্চা আর খাচ্ছে না দেখে, উঠে আবার এসে কড়া নাড়ে।]

খোলো গো দাদু, আমরা দাম দেব। (নিচুগলায়) দোহাই আল্লা, বুড়োর মাথায় যেন বাজ পড়ে। (বুড়ো আসে) আমি ভেবেছিলুম বুঝি আধ মোহরেই হবে। কিন্তু বাচ্চাটার পেটেও তো কিছু পড়া দরকার। তা হ্যাঁগো দাদু, পুরোপুরি একটা মোহর হ'লেই তো ভালো হ'ত—একফোঁটা তো দুধ।

বুড়ো। দুই।

লুৎফা। দুই! আবার দরজা বন্ধ করে দিও না। [অনেকক্ষণ ধরে বটুয়ায় হাতড়ায়] এই যে দুমোহর। সারাদিন থাকবে তো দুধটা— কেটে ফেটে গেলেই চিত্তির—এখনো অনেকটা পথ বাকি। একেবারে গলাকাটা দাম নিলে গো। পাপ, পাপ!—পাপ।

বুড়ো। এই যে, এই যে যুদ্ধের সময় গরুতে দুধ দেয় না, সেপাইদের দোও গিয়ে—পাবে।

লুৎফা। [বাচ্চাটাকে একটু দুধ দ্যায়] খা এক ঢোক বুলবুল, খুব দামী দুধ, পুরো এক হপ্তার মাইনে। এরা সব ভাবে আমরা গতর না খাটিয়েই পয়সা কামাই। বুলবুল, বুলবুলিরে বেশ আমার ঘাড়ে চাপলি। [সে উঠে পড়ে, বাচ্চাটাকে বাঁধে ফেলে আবার চলতে শুরু করে। লুৎফা বাচ্চার পরণের জামার দিকে তাকিয়ে] উঁ, গায়ে আবার একশো মোহরের মলমলের কুর্তা, এদিকে তো দুধ কেনার পয়সা নেই।

জঙ্গল

[দ্বিতীয় পর্দা খুলে যায়। জঙ্গলের একাংশ। দুজন কালোকুর্তা সিপাহী ক্লান্তভাবে ঢোকে। তাদের পেছনে চাবুকহাতে একজন হাবিলদার।]

হাবিলদার। মাথামোটার দল, তোদের দিয়ে কোনদিন কিস্যু হবে না, কেন বল্ তো? কাজেকম্মে মন নেই। [তারা নীরবে পায়চারী করে] সবসময়—সবসময়ে তোমাদের বেয়াদপি—আমার চোখে পড়ে না ভাবছো? এইতো ল্যাংচাচ্ছ! কেন? আরে বারণ করছি না ল্যাংচাতে? কৌশল? খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বোঝানোর চেষ্টা আর এগোবো না? সে গুড়ে বালি—সব জমা রইল। গান কর্—গান কর্—

২য় সৈন্য। (গান) যুদ্ধে এলাম অকালে
ফাগুন মাসের সকালে
ঘরে রইল বিবি
যদ্দিন না ফিরি
তোরা একটু নজর দিবি

১ম সৈন্য। দেবে, দেবে, দে-এ,-বে-এ-এ।

হাবিলদার। চ্যাংড়ামি হ'চ্ছে, জোরে গা—

১ম সৈন্য। [গান] যখন শোবে কবরে
নাম উঠবে খবরে
একটি মুঠো মাটি
ছড়িয়ে শুধু বলবে বিবি
লোকটা ছিল, খাঁটি।

হাবিলদার। এবার চলো হাঁটিহাঁটি
এবার চলো হাঁটিহাঁটি ॥

[হাবিলদার চাবুক মারে, সিপাহীরা টলতে টলতে চলে যায়।]

হায় আল্লা, তোদের মতো বুদ্ধুদের নিয়ে কিভাবে যে আমি নবাবের বেজন্মা ছেলেটাকে কব্জা কোরবো।

চাষীর বাড়ি

[লুৎফা একটা খামারের সামনে এসে দাঁড়ায়।]

লুৎফা। [বাচ্চাটাকে] আবার, আবার তুই হিসু কোরে সব ভেজালি। জানিস্ একফালি ন্যাকড়াও নেই আর। বুলবুল, বুলবুল, আর আমাদের একসাথে থাকা চলবে না। বুলবুল, ঐ চাষী-বৌটাকে দেখলি, মানুষটা ভালোই মনে হয়। কিরে। আর দেখ, দুধের গন্ধ পাচ্ছিস তো। [চৌকাঠের ওপর তাকে নামিয়ে রাখে] তাহলে চলিরে বুলবুল। [একটা গাছের পেছনে লুকিয়ে চাষী বৌয়ের দরজা খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে।]

চাষী বৌ। পোড়া কপাল, এটা কি? ও পরাণের বাপ, পরাণের বাপ, ও পরাণের বাপ—একবারটি দেখে যাও।

লুৎফা। না, আমি কিছু জানি না।

[হঠাৎ সে পিছু ফিরে ভীতভাবে দৌড়ে পালায়, কালোকুর্তারা 'এ' 'ওর' দিকে চায়, তারপর গালমন্দ করতে করতে তার পিছু ধাওয়া করে।]

[চাষী বাড়ি]

[লুৎফা দৌড়ে চাষীর বাড়িতে ঢোকে, চাষী-বৌ তখন ঝুঁকে পড়ে বাচ্চাকে আদর করছে।]

লুৎফা। লুকিয়ে ফ্যালো, লুকিয়ে ফ্যালো, শিগ্গির লুকিয়ে ফ্যালো। কালোকুর্তারা এদিকে আসছে। ওরা এই বাচ্চাটাকে খুঁজছে, আমিই ওকে রেখে গিয়েছিলাম।

চাষী বৌ। কারা আসছে? কালোকুর্তা! আমার বাড়িতে কোনো কালো-কুর্তার [illegible] না।

লুৎফা। ওর গা থেকে রেশমী জামাটা খুলে নাও। নইলে ওটার জন্যেই ধরা পড়তে হবে।

চাষী বৌ। থামো! তুমি বাচ্চাটাকে এভাবে ফেলে রেখে গেস্‌লে কেন? নরকেও ঠাঁই হবে না—

লুৎফা। [জানালার বাইরে তাকিয়ে] ঐ, ঐযে ওরা আসছে, ঐ বাঁশঝাড়ের পেছনটায়, কেন আমি পালাতে গেলাম, কী করি এখন। হায় আল্লা!

চাষী বৌ। [জানালা দিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ ভয়ে থতমত হয়ে] হে মা কালী! এ যে কালোকুর্তার দল।

লুৎফা। আল্লার দোহাই, বাচ্চাটা ওদের হাতে তুলে দিও না। বোলো বাচ্চাটা তোমার।

চাষী বৌ। যদি ওরা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় ? হে বাবা তারকনাথ!

লুৎফা। বাচ্চাটা যদি ওদের হাতে দাও, ওরা কুপিয়ে মারবে, এই ঘরে এই খানে, তোমার চোখের সামনে। তোমাকে বলতেই হবে বাচ্চাটা তোমার।

চাষী বৌ। আচ্ছা!

লুৎফা। আঃ। অমন থেকে থেকে মাথা নাড়িও না। কাঁপছো কেন ? ওরা টের পেয়ে যাবে!

চাষী বৌ। আচ্ছা।

লুৎফা। আর ঐ আচ্ছা বলাটা থামাও—আমার আর সহ্য হচ্ছে না। [মহিলাটিকে ঝাঁকুনি দেয়] তোমার নিজের ছেলেপুলে নেই ?

চাষী বৌ। [বিড়বিড় করে] ছেলে? হ্যাঁ··ছেলে যুদ্ধে গ্যাছে। হ্যাঁ পরাণ লড়তে গ্যাছে।

লুৎফা। সেও হয়তো এ্যাদ্দিনে কালোকুর্তার দলে নাম লিখিয়েছে। আর সে, তোমার ছেলে, যদি চারপাশে বাচ্চা ছেলেদের কুপিয়ে বেড়ায় ? তুমি তাকে কি বলবে ? বলবে না, আমার ঘরে ঐ তরোয়াল নাচি... কম্মা, এরই জন্যে কি তোকে মানুষ করেছিলাম ? যা, হাতে রক্তের দাগ লেগে আছে, ধুয়ে আয়, তারপর মায়ের সঙ্গে কথা বল। বলতে না তাকে ?

চাষী বৌ। তা ঠিক। আমার পরাণ এমনটা করলে আমি ছেড়ে কথা কইতাম না।

লুৎফা। কথা দাও, তুমি বলবে বাচ্চাটা তোমার।

চাষী বৌ। আচ্ছা।

লুৎফা। ঐ ওরা আসছে।

[দরজায় ধাক্কার শব্দ হয়। মেয়েরা সাড়া দেয় না। রক্ষীর দল ঢুকে আসে। চাষী বৌ মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম করে।]

হাবিলদার। বা, এই তো বিবিজান এইখানে। কী বলেছিলাম তোদের

মাথামোটা ? দেখেছিস্ কেমন গন্ধে গন্ধে ঠিক বের করেছি। তা বিবি-জান তখন তুমি অমন দৌড়ে পালালে কেন বল দেখি ? কি ভেবেছিলে আমি কিছু ইয়ে করবো ? স্বীকার কর।

লুৎফা। না, আমি ওসব কিছু ভাবিনি।

হাবিলদার। ভাবোনি ? দ্যাখো বিবিজান, তুমি আমি একা থাকলে নানান সব কথা আমার মাথায় যে একেবারেই আসত না তা বলতে পারি না। (চাষী বৌকে) এই মাগী কোনো কাজকম্ম নেই। যা গোয়ালে জাব্না দে গে যা।

চাষী বৌ। সেপাই বাবা, গড় হই বাবা, দোহাই বাবা, আমাদের ঘরে আগুন লাগিও নি বাবা।

হাবিলদার। কি বলছে কি মাগীটা ?

চাষী বৌ। আমি কিচ্ছু জানি না বাবা। ঐ মেয়েটা এই বাচ্চাটাকে দোর-গোড়ায় ফেলে রেখে গিয়েছিলো। শেতলা মায়ের দিব্যি বাবা।

হাবিলদার। (হঠাৎ বাচ্চাকে দেখে শিস্ দিয়ে ওঠে) আঃ ঐ খাটিয়ার ওপর ছোট্টো মত একটা কী দেখ রয়েছে। মাথামোটার দল, পাচ্ছি, এক লাখ মোহরের গন্ধ পাচ্ছি। এই, তোরা এই বুড়িটাকে গোয়ালে নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেল। মনে হচ্ছে একটু জেরা করা দরকার।

[সেপাইরা টানতে টানতে চাষী বৌকে বাইরে নিয়ে যায়]

এবার বুঝছো তো তোমার কাছ থেকে তখন ঐ বাচ্চাটাই চাইছিলাম।

[খাটিয়ার দিকে এগোয়]

লুৎফা। হুজুর, এ বাচ্চা আমার। আপনি যাকে খুঁজছেন সে এ নয়।

হাবিলদার। আমি শুধু একবার ওটাকে দেখব।

লুৎফা। হুজুর, ও আমার! ও আমার!

হাবিলদার। হুঁ! রেশ্মি জামা।

[লুৎফা তাকে টান মেরে সরিয়ে দিতে চায়, সে লুৎফাকে ধাক্কা মেরে আবার দোলনার ওপর ঝুঁকে পড়ে। চারিদিকে মরিয়া ভাবে তাকিয়ে একটা লাঠি দেখতে পেয়ে তুলে নেয়, পেছন থেকে হাবিলদারের মাথায় সেটা দিয়ে আঘাত করে। হাবিলদার সংজ্ঞা হারায়। সে তাড়াতাড়ি বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্দা পড়ে যায়।]

[সাঁকো]

[ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ]

লুৎফা। [গান] সোনা সোনা কেউ যে তোকে চায় না
কেউ তোকে নাই নিক, আমার কোলে আয়না
তোকে দেব দুধ ননী, কোথায় গ্যালো রাখাল
জন্মে বাপু দেখিনি এমনতরো আকাল
একসের দুধের দাম পাক্কা তিনটি মোহর
হাঁটতে হাঁটতে ছাড়িয়ে এলাম কত গ্রাম-শহর
পায়ে ফুটেছে কাঁটা শরীরও আর বয়না

পায়ে ফুটেছে কাঁটা শরীরও আর বয়না
তোকে ছেড়ে দু'দণ্ডও মন যে আমার রয়না,
তোর এই রেশমী জামা এবার ফেলে দেবো ছুঁড়ে
কাঁথার মধ্যে লুকিয়ে তোকে যাবো আরো দূরে
নদীর জলে তারপর ধুইয়ে দেব গা'টা
তুমি কিন্তু কেঁদো না, ও আমার সোনাটা।

[সে বাচ্চার রেশমী জামা খুলে তাকে কাঁথায় জড়িয়ে নেয়। তারপর মঞ্চের বাইরে চলে যায়।]

[ঝড় এবং হাওয়ার শব্দ, দ্বিতীয় পর্দা খুলে যায়।]

[হাওয়া বইছে। অন্ধকারে সাঁকোটা দেখা যাচ্ছে। তার একটা দিক ভেঙে ঝুলছে। দু'জন পুরুষ বণিক সাঁকোর সামনে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় দাঁড়িয়ে আছে, লুৎফা শিশুসহ সেখানে পৌঁছায়। একজন লোক একটা লাঠি দিয়ে ঝুলে পড়া কাছিটা ধরার চেষ্টা করছে।]

২য় বণিক। দিনতো বয়ে গেল, সন্ধ্যেও ঘনিয়ে এল। আর কতক্ষণ ঐ সাঁকোর কাছিটা ধরার চেষ্টা করবে ?

১ম বণিক। দেখি আর বার দুয়েক।

লুৎফা। শুনছো, একটু পথ ছাড়ো নাগো!

১ম ব্যক্তি। আহা, সাঁকোর ওপাশটা ভাঙা; পেরোতে পারবে না।

লুৎফা। কিন্তু আমায় তো বাচ্চাটাকে নিয়ে যেতেই হবে। ঐ পুবদিকে, আমার ভাইজানের গাঁ।

২য় ব্যক্তি। যেতেই হবে। কীভাবে বলছ 'যেতেই হবে'? আমাকেও তো ওপারে যেতে হবে। মীরগঞ্জে আমার নাতনী সাত-সাতটা মেয়ের পর একটা ছেলে বিইয়েছে পরশুরাতে। পুতির মুখ দেখতে যেতে হবে না? কিন্তু যেতে পাচ্ছি ?

১ম বণিক। চুপ চুপ, কিসের যেন একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

লুৎফা। সাঁকোটা তো এমন কিছু নড়বড়ে নয়। দেখি না, একবার পেরোনো যায় কিনা।

২য় বণিক। আমি বাবা ওসব দ্যাখাদেখিতে নেই।

হাবিলদার। [নেপথ্যে] এই, সাঁকোর ওপরে কে ?

১ম বণিক। [চেঁচিয়ে] হেই।

লুৎফা। চেঁচিও না। ওকে চেঁচাতে বারণ করো।

২য় বণিক। ও চিৎকার করলে ক্ষতিটা কি! কী তোমার কিছু গণ্ডগোল আছে নাকি?

লুৎফা। ঠিক আছে, আমি বলছি। কালোকুত্তারা আমার পিছু নিয়েছে। ওদের একটার মাথায় আমি ডাণ্ডা মেরেছি।

২য় বণিক। অ্যাঁ, লুকোও লুকোও, শিগ্‌গির আমাদের বোঁচকা বুঁচকি লুকোও।

[২য় বণিক একটা টিপির পেছনে একটা বোঁচকা লুকিয়ে রাখে।]

১ম বণিক। এসব কথা আগে বলনি কেন?

লুৎফা। পথ ছাড়ো। সাঁকো আমায় পেরোতেই হবে।

২য় বণিক। পারবে না। ভয়ঙ্কর স্রোত, বড় বড় পাথর।

লুৎফা। সরে যাও।

[দূরের থেকে ভেসে আসে ঐ যে, ঐ দিকে।]

১ম বণিক। ঐ ওরা উঠে আসছে।

২য় বণিক। ওটা ভেঙে পড়বেই।

[লুৎফা নীচের দিকে তাকায়। কালোকুত্তাদের গলা ভেসে আসে আবার।]

২য় বণিক। ঠিক আছে, বাচ্চাটাকে আমার কাছে দাও। আমি ওকে লুকিয়ে রাখব। সাঁকোটা তুমি একলা পেরিয়ে যাও।

লুৎফা। না, না, আমরা একসাথেই থাকবো। [বাচ্চাকে] 'বাঁচলে বাঁচি, মরলে মরি—একসাথে গো একসাথে'।

[লুৎফা পার হয়ে যায়।]

লুৎফা। হেই—

২য় বণিক। পেরেছে, পেরেছে—

লুৎফা। শুনছো—কাছিটা ফেলে দাও নইলে ওরা সাঁকোটা বেঁধে ফেলবে। তারপর আমার পিছু নেবে।

[কালোকুর্তার দল হাজির হয়, হাবিলদারের মাথায় পুলটিস বাঁধা।]

হাবিলদার। কোলে বাচ্চা একটা মেয়েকে দেখেছ তোমরা?

১ম বণিক। হ্যাঁ, ঐ তো। কিন্তু সাঁকোটা তো আপনাদের ভার সইতে পারবে না, সেপাই—বাবা।

[ইত্যবসরে ১ম ব্যক্তি কাছিটা ছুঁড়ে জলে ফেলে দেয়।]

লুৎফা। সেপাই হুজুর··· [কলা দেখিয়ে বেরিয়ে যায়]

হাবিলদার। ঠ্যালা বুঝিব, মাথামোটার দল।

[লুৎফা অন্য পার থেকে হাসতে হাসতে কালোকুর্তাদের বাচ্চাটা দেখায়। তারপর হাঁটতে থাকে। হাওয়া বইতে থাকে।]

লুৎফা। হাওয়াকে ভয় পাসনেরে সোনা। ও' ওতো একটা হতভাগা। সারাদিন ধরে মেঘ ঠেলে যেতে হয় ওকে। কত ঠাণ্ডা লাগে ওর। আর, বিষ্টিটাও খুব দুষ্যু নয়রে বুলবুল। চোত-বোশেখের ঠা ঠা রোদের পর এই বিষ্টিতেই না পৃথিবীর তেষ্টা মেটে।

[গান] আল্লা মেঘদে, পানিদে, ছায়া দেরে···

[লুৎফা গাইতে গাইতে বেরিয়ে যায়।]

[দাদার বাড়ি]

[দ্বিতীয় পর্দা খুলে গেলে দেখা যায় মোটাসোটা এক চাষী দম্পতি খেতে বসেছে। লিয়াবৎ ইতিমধ্যেই কোলে থালা তুলে নিয়েছে। ম্লানমুখে, কোলে বাচ্চা নিয়ে, চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে লুৎফা ঢোকে।]

চাকর। এই যে, এই নাও।

লিয়াকৎ। লুৎফা? কোত্থেকে এলি?

লুৎফা। [ম্লানমুখে] পাঁচমুড়ো পাহাড়ের পাশ দিয়ে কুর্মি নদী পেরিয়ে···

চাকর। খামার বাড়ির সামনে খড়ের গাদার ওপর ভিরমি খেয়ে পড়েছিল, সঙ্গে একটা বাচ্চা।

আয়েষা। তুই গরুগুলোকে জাবনা দেগে যা [চাকর বেরিয়ে যায়]

লিয়াকৎ। আয়েষা, তোর ভাবী।

আয়েষা। শুনেছিলুম তুমি দৌলতপুরের নবাববাড়িতে কাজ করতে?

লুৎফা। [আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না] হ্যাঁ করতাম।

আয়েষা। ওখানে কোন অসুবিধে হচ্ছিল?

লুৎফা। নবাব আব্বাস আলির গর্দান গেছে।

লিয়াকৎ। হ্যাঁ শুনেছি বটে, ঈদের দিনে শহরে খুব হাঙ্গামা বেঁধেছিল।

আয়েষা। শহরের লোকেদের সবসময়ই একটা না একটা ঝুটঝামেলা চাই-ই। [দরজার দিকে যায়, চেচাঁয়] মামুদ, মামুদ, এই মামুদ। কাবাবটা পুড়ছে যে। অ মামুদ, হারামজাদা গেলি কোন চুলোয়? মামুদ, এই মামুদ··· [চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে যায়।]

লিয়াকৎ। [চুপিচুপি, তাড়াতাড়ি] ওটার বাপ আছে? [লুৎফা মাথা নাড়ে] তাই ভেবেছিলুম। একটা কিছু ভেবে বলতে হয়। বিবি একটু গোঁড়া, মানে···

আয়েষা। তাড়াও, তাড়াও—

লিয়াকৎ। এ্যাঁ!

আয়েষা। এই চাকরগুলোকে। [লুৎফাকে] বাচ্চাটা তোমার?

লুৎফা। হ্যাঁ আমার [ভেঙে পড়ে, লিয়াকৎ ধরে তোলে]

আয়েষা। হা আল্লা। এতো মুচ্ছো গেলো গো।

[লিয়াকৎ লুৎফাকে ধরে ধরে নিয়ে বসানোর চেষ্টা করে। আয়েষা ভীত, সরে যায়, এক কোণে নিয়ে বসাতে বলে।]

আয়েষা। উঁ-উঁ-উঁ।

লিয়াকৎ। [কোণেই বসায়] বোস, বোস, এখানটায় বোস।

আয়েষা। হায় আল্লা কালাজ্বর নয়তো?

লিয়াকৎ। তাহলে তো কাঁপুনি দিত।

আয়েষা। বাচ্চাটা কি ওর?

লুৎফা। ও আমার।

লিয়াকৎ। স্বামীর কাছে যাচ্ছিল।

আয়েষা। তাই বুঝি? মাংসটা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

[লিয়াকৎ বসে খেতে শুরু করে।]

হেকিম ঠাণ্ডা খানা খেতে বারণ করেছে না। চাঁবটাঁবগুলো ঠাণ্ডা খেলেই তো সারারাত বদনা নিয়ে ছুটবে। বসো। [লুৎফাকে] তোমার মিঞা শহরে নেই? তো কোথায় সে এখন?

লুৎফা। ও সেপাই, ও লড়তে গেছে।

আয়েষা। তবে তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?

লিয়াকৎ। মানে ওর তো শাদী হয়েছে কালিন্দীর ওপারে—ভেতরে এক গাঁয়ে।

আয়েষা। তুমি যে বড় এখনই সেখানে যাচ্ছ?

লিয়াকৎ। গিয়ে ওর স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করবে।

আয়েষা। [তীক্ষ্ণগলায়] ওরে মামুদ। কাবাবটা।

লিয়াকৎ। কাবাবটা তুমি নিজেই দেখো না বিবিজান।

আয়েষা। শুনছি যুদ্ধ নাকি আবার বেঁধেছে। তা হলে লোকটা ফিরবে কবে? [চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে যায়] মামুদ। কোথায় গেলিরে মামদো।

লিয়াকৎ। [তাড়াতাড়ি উঠে লুৎফার কাছে যায়] দাঁড়া এখুনি তোর শোবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

লুৎফা। [বাচ্চাটাকে এগিয়ে দেয়] ওকে একটু ধরো ভাইজান।

[ধরে, ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকায়]

লিয়াকৎ। তোর কিন্তু এখানে বেশীদিন থাকা চলবে না। বুঝতেই তো পারছিস তোর ভাবী একটু ধার্ম্মিক মতো আছে।

লুৎফা। তা হলে আমি কি করব ভাইজান।

লিয়াকৎ। মুস্কিল হ'চ্ছে এই বাচ্চাটা—ওর একটা বাপ দরকার—তা না হলে চারপাশে ঢি ঢি পড়ে যাবে।

লুৎফা। তাহলে আমি কোথায় যাব ?

লিয়াকৎ। আহা, চিন্তার কি আছে, কিছুদিন এখানে থাক্, তারপর তোর একটা শাদী লাগিয়ে দিতে পারলে—

লুৎফা। কি বলছ তুমি ভাইজান ?

লিয়াকৎ। ঠিকই বলছি, তোর ভাবীর চাচী সেদিন বলছিল, কালিন্দীর ওপারে এক বুড়ী আছে—বুড়ীর এক ছেলে—কিছু জোতজমিও আছে।

লুৎফা। কিন্তু আমি অন্য একটা লোককে শাদী করবো কি করে ? না না মনসুর আলিকে আমি ঠকাতে পারবো না !

লিয়াকৎ। এই দ্যাখো, কাউকে ঠকাতে যাবি কেন ? এই বুড়ীর ছেলের এখন-তখন অবস্থা। ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে বুঝছিস্ তো—তুইও পৌঁছিলি—শাদীও হ'ল—লোকটাও মরল—তুইও বিধবা হলি, কি কেমন ?

লুৎফা। বুলবুলের জন্যে এরকম একটা কিছু করতেই হবে—না ? ঠিক আছে।

লিয়াকৎ। দাঁড়া, আমি আজই বুড়ীকে খবর পাঠাচ্ছি, আল্লার দয়ায় লোকটা এখনও বেঁচে থাকলেই বাঁচি। [বেরিয়ে যায়]

লুৎফা। আহা-হা, সোনা আমার, মাণিক আমার, আমার রতন··· [বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে।]

[স্বামীর বাড়ি]

[আলো জ্বললে দেখা যায় লুৎফার ভাবী স্বামীর বাড়ি। ঘরের মাঝখানে ভাগ। একপাশে একটি খাটে মশারীর তলায় শুয়ে অসুস্থ এক লোক। অপর দিকে শাশুড়ী লুৎফাকে টানতে টানতে ঢুকছে। পেছনে লিয়াকৎ এবং বুলবুল।]

শাশুড়ী। জল্দি জল্দি এসো! ভয় করছে সাদীর আগেই না মরে যায়, [লিয়াকৎকে] কনের যে একটা বাচ্চা আছে এটা তো বাপু আমাকে আগে বলা হয়নি।

লিয়াকৎ। তফাৎটা কি? ওর যা হাল, বাচ্চা না-বাচ্চা, সবই সমান।

শাশুড়ী। ওর কথা কে ভাবছে? আমি ভাবছি আমার কথা। পাঁচ জনকে মুখ দেখাব কি করে। ওগো একি হলো গো—আমার ইউসুফের একি কনে গো! কনের কোলে বাচ্চা কেন গো!

লিয়াকৎ। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই নাও আরো দু'শো।

শাশুড়ী। এতে তো কবর দেবার খরচাও কুলোবে না। আ কপাল, মোল্লাটা আবার গেল কোন চুলোয়? যাই দেখি—ভাল কথা, বাচ্চাটাকে যেন মোল্লা দেখতে না পায়।

লিয়াকৎ। ঠিক আছে।

শাশুড়ী। কিন্তু একটা যে বড় ভুল হয়ে গেল। মোল্লাকে অর্ধেক টাকা আগাম দিয়ে ফেলেছি। নির্ঘাৎ শুঁড়িখানায় গিয়ে জমেছে। [দৌড়ে বেরোয়] আমি আসছি।

লুৎফা। মনসুর এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে তো?

লিয়াকৎ। নিশ্চয়ই। [মুমূর্ষু লোকটিকে দেখিয়ে] ওকে একবার দেখবি না? [লুৎফা বুলবুলকে কাছে নিয়ে মাথা নাড়ে] চোখের পাতাও পড়ছে না। দেরী হয়ে গেলো না তো ?

[ওরা কান খাড়া করে থাকে। অন্যদিকে পড়শীরা ঢোকে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বসে পড়ে। ওরা দোয়া করে। শাশুড়ী মোল্লাকে নিয়ে ঢোকে]

শাশুড়ী। [অতিথিদের আদাব দেয়] একটু খানি বোস গো তোমরা। ঝটপট শাদীটা সেরে ফেলতে হবে। [মোল্লাকে নিয়ে শোবার ঘরে যেতে যেতে] চল। মোল্লা হাজির—আমি আর কনের দাদা সাক্ষী। চল।

[লিয়াকৎ দ্রুত লুৎফার কাছ থেকে বুলবুলকে নিয়ে পিছন দিকে সরে যায়। এরা সকলে খাটের কাছে যায়। শাশুড়ী মশারীর কোন তুলে ধরে। মোল্লা আরবীতে বিয়ের মন্ত্র বলে যায়। শাশুড়ী লিয়াকৎকে ইঙ্গিত করে কাছে আসতে। কিন্তু লিয়াকৎ বাচ্চার কান্নার ভয়ে তাকে ধরে রেখে ভোলাবার চেণ্টা করে। লুৎফা বুলবুলের দিকে তাকায়। লিয়াকৎ বাচ্চার হাত তুলে লুৎফাকে আশ্বস্ত করে।]

মোল্লা। অ লিহাম্‌দো লিল্লাহ্‌ ওয়া
নাস্‌তায়িনাহু ওয়া নাস্‌তাস্‌ফেরহু
ওয়া নাউজো বিল্লাহ্‌
মিন শরুরে আন্‌ফোসেনা
ওয়া মিন সিয়াতে আমালেনা
মিন ইয়াহ্‌ দেহুল্লাহ

রাজাপুর গ্রাম নিবাসী মহম্মদ করিমের পুত্র জনাব মহমুদ ইউসুফের

সহিত তিন হাজার দেন মোহর ধার্যপূর্বক আপনার সাদী স্থির হয়েছে—বিবি কবুল ?

[লুৎফা কোন কিছু দিয়ে, সম্ভব হলে জাঁতি দিয়ে শব্দ করে।]

মোল্লা। (ইউসুফকে) নসিপুর গ্রাম নিবাসী আবদুল রহিমের কন্যা বিবি লুৎফুন্নেসার সহিত তিন হাজার দেন মোহর ধার্যপূর্বক আপনার সাদী স্থির হয়েছে—মিঞা কবুল ?

[ইউসুফকে নিরুত্তর দেখে মোল্লা প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করে তারপর হতভম্ব হয়ে শাশুড়ীর দিকে তাকায়]

কি হল কিছু বলছে না যে ?

শাশুড়ী। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই রাজী। শুনলে না বলল 'হ্যাঁ'।

মোল্লা। বলল 'হ্যাঁ' ? তাহলে আইন মাফিক সাদী পাকা হল। এবার তাহলে মরার আগে ওকে একটু কোরাণ পড়ে শোনাই।

শাশুড়ী। না না, তাহলেই তো আবার দশ মোহর চেয়ে বসবে। সাদীর খরচ মেটাতেই সব বেরিয়ে গেছে। [লিয়াবৎকে] তা কত চুক্তি হয়েছিল ? সাতশো মোহর ?

লিয়াকৎ। ছশো। [মোহর দেয়] আমি এবার চলিরে লুৎফা। একটা কথা, আমার বোন বিধবা হয়ে ঘরে ফিরলে আমার বিবি আয়েষা নিশ্চয়ই তাকে খাতির করে জায়গা দেবে। না হলে আমি তোকে বলে রাখছি—আমি খুব গোসা করব।

[সে চলে যায়। মেহমানেরা নিরুৎসাহ ভাবে তাকায়]

মোল্লা। একটা কথা কি জিজ্ঞেস করতে পারি, বাচ্চাটা কার ?

শাশুড়ী। বাচ্চা, বাচ্চা আবার কোথায় ? আমি তো কোন বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি না, আর তুমিও পাচ্ছনা—মগজে ঢুকেছে কথাটা ? নইলে

শ্বশুড়িখানার পেছনে আমি যা যা দেখেছি সে সব হাঁড়ি হাটে ভেঙে দেব। এই যে, এই আমার ইউসুফের বউ। [লুৎফাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।]

১ম চাষী। দেখো তো গরীবের ঘোড়া রোগ। ফসল কাটার সময় পার হয়ে গেল, চাষী পড়ে আছে বিছানায়।

১ম মহিলা। আমরা গোড়ায় ভেবেছিলাম যুদ্ধে যেতে হবে সেই ভয়ে মটকা মেরে পড়ে আছে। এখন দেখছি লোকটা সত্যি সত্যি মরছে।

১ম চাষী। বলছো একটা বাচ্চাও আছে। ইউসুফতো দশমাস বিছানায় পড়ে। বাচ্চাটা পয়দা হোল কি করে?

[শাশুড়ী প্রবেশ করে]

শাশুড়ী। নাওগো কাবাব বানিয়েছি। তোমরা খেয়ে নাও।

[লুৎফাকে ডেকে নিয়ে শোবার ঘরে যায়। ওর হাতে খাবারের থালা তুলে দেয়। মোল্লাকে মাঝে রেখে মেহমানরা নিচু গলায় কথা বলে।]

মোল্লা। ভাইসব আপনারা সব ইউসুফ মিঞার সাদীর মেহমান আর ওর কবরে যাওয়ার সাথী, একই সাথে একদিকে সাদী আর একদিকে মরণ—এখন বিবি উঠবে বাসর খাটে আর মিঞা ঢুকবে কবরে। এখন মিঞার গা ঠাণ্ডা বিবির শরীর গরম। হে পাপীগণ আল্লাতালার কি বিচিত্র লীলা!

২য় চাষী। যা হোক, বাবা যুদ্ধ শেষ হচ্ছে, সেটাই আনন্দের কথা।

৩য় চাষী। আমাদের সেপাইরা সব গাঁয়ে ফিরতে শুরু করেছে।

[লুৎফার হাত থেকে থালা পড়ে যায়।]

১ম মহিলা। [লুৎফাকে] কি হল শরীর খারাপ নাকি? ইউসুফের জন্য মন কেমন করছে? বসো বসো।

[লুৎফা উঠে দাঁড়ায়, টলতে থাকে।]

লুৎফা। কেউ কি বলল সেপাইরা ফিরে আসছে।

৩য় চাষী। আমি—আমি বল্লাম।

লুৎফা। না, এ হতেই পারে না।

[দীর্ঘ স্তব্ধতা, লুৎফা নীচু হয়ে থালাখানা তুলবে। এ অবস্থায় জামার ভেতর থেকে রুপোর কবচটা বার করে তাতে চুমু খায়। এবং প্রার্থনা শুরু করে।]

শাশুড়ী। [লুৎফাকে] কি ব্যাপারটা কি তোমার? অতিথিদের দেখা-শোনা করবে কে? শহরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের কি মাথাব্যথা?

[লুৎফা তখনো প্রার্থনারত। অতিথিরা কথাবার্তা শুরু করে।]

৪র্থ চাষী। যা হোক, সুলতানও ফিরছে আর লড়াইটাও থামছে।

৫ম চাষী। হ্যাঁ, এটাই আনন্দের কথা।

৬ষ্ঠ চাষী। হ্যাঁ, খুব আনন্দের কথা, নাও কাবাব খাও।

শাশুড়ী। আরও কাবাব আনছি।

[শাশুড়ী খালি থালা হাতে ঘরে যায়, কাবাব তুলতে থাকে। ছেলের দিকে খেয়াল নেই।]

ইউসুফ। আর কত কাবাব গাদবি ঐ ওদের পেটে? ভেবেছিস কি? টাকা কি আমার ইয়ে থেকে বেরোয়? [মশারী থেকে মুখ বের করে] ওরা কি বলছিল? লড়াই নাকি শেষ হয়ে গেছে? ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকিস না। বৌটাকে যে চাপালি আমার ঘাড়ে সেটা কোথায়?

[কোন উত্তর না পেয়ে বিছানা থেকে নেমে মায়ের পাশ দিয়ে টলতে টলতে অন্য ঘরে যায়। মা কাঁপতে কাঁপতে থালা নিয়ে ওর পেছনে পেছনে যায়।]

অতিথিরা। [ভয়ে চিৎকার করে] ইয়া আল্লা বিসমিল্লা। ইউসুফ।

[সবাই সচকিত হয়ে লাফিয়ে ওঠে। মেয়েরা দরজার দিকে ছুটে যায়। লুৎফা তখনো হাঁটু গেড়ে বসে আছে। ঘুরে লোকেদের দিকে তাকায়।]

ইউসুফ। শালারা সব আমার ছান্দের খানা খেতে এসেছ। পাছায় লাথ মারব সব! ভাগো হারামজাদাদের গুষ্ঠি!

[সবাই হুড়মুড় করে পালায়]

ইউসুফ। কি বিবির চাল ভেস্তে গেল?

[আলো নিবে যায়]

গায়ক। বিবি হঠাৎ ছুমন্তরে পাইলো জ্যান্ত ভাতার
[হায়] কপাল পোড়া মাইয়া মনের মানুষ পাইল না তার
দিনের বেলায় আছে পোলা রাতে সোয়ামী সহবাস
মনের মানুষ দিনরজনী মনটারে করে উদাস
এখন সাহেব বিবির ফুলশয্যা, সরুচৌকি আর ঘর আঁধার

[আলো জ্বললে দেখা যায় ইউসুফ প্রায় একটা কানি কাপড় পরে আছে। শাশুড়ী তেল মাখাচ্ছে। অন্য ঘরে লুৎফা বুলবুলকে নিয়ে সিঁটিয়ে বসে আছে। কাঁথা মাদুর সেলাই করার চেষ্টা করছে।]

ইউসুফ। আরো জোরে, এটা তোর কাজ নয় মা। সেটা কোথায়? সেটারে ডাক।

শাশুড়ী। লুৎফা! লুৎফা! ইউসুফ তোকে ডাকছে।

লুৎফা। যাই।

ইউসুফ। [লুৎফা যেমন ঢুকতে থাকে] কোমরে তেল মাখা।

লুৎফা। ওটা চাষী নিজে করে নিলেই ভালো হোত না?

ইউসুফ। 'ওটা চাষী নিজে করে নিলেই ভাল হোত না'? ভাল হ'ত কি

মন্দ হ'ত সে তোকে ভাবতে হবে না। কাজে লাগ। (মাকে) তেলটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

শাশুড়ী। যাই চট করে গরম করে আনি।

লুৎফা। আমি যাই।

ইউসুফ। তুই থাক। ভালো করে জোরে জোরে ডলে দে। অত সতীপনা করতে হবে না। উদোম গায়ে বেটাছেলে দেখিস্‌নি আগে? বলি বাচ্চাটা কি হাওয়ায় পয়দা হ'ল?

লুৎফা। চাষী কি জানতে চাইছে আমি ঠিক···মানে বাচ্চাটা সুখের মধ্যে জন্মায় নি।

ইউসুফ। (ঘুরে তাকিয়ে দাঁত বার করে) তোমায় দেখে তো তা মনে হয় না। (লুৎফা চমকে থেমে যায়, শাশুড়ী ঢোকে) কি মেয়েছেলেই ঘাড়ে চাপিয়েছিস, মা—এটা বিবি, না বলদ!

শাশুড়ী। এরকম উড়ুক্কু মেয়ে দেখিনি বাপু!

ইউসুফ। আর একটু তেল ঢাল। উঃ পিঠটা পোড়াবি নাকি! (লুৎফাকে) নিঘ্‌ঘাৎ শহরে কোন গোলমাল পাকিয়েছ। না হলে মরতে এতদূরে কালিন্দীর ধারে সংসার করতে আসো! কিন্তু আমারো ধৈর্যের শেষ আছে। শরীরের ধর্ম না মানা হারামের কাজ। (শাশুড়ীকে) আরো জোরে। (লুৎফাকে) আর যদি তোমার সেপাই ফিরেও আসে তুমি আমার সাদী করা বৌ। হুঁ!

লুৎফা। হ্যাঁ।

ইউসুফ। কিন্তু তোর সেপাই আর ফিরবে না। মানিস তো কথাটা।

লুৎফা। না।

ইউসুফ। তুই আমায় ঠকাচ্ছিস! তুই আমার বিবিও—বিবি—না-ও।

মেয়েছেলের কাজ হচ্ছে মাঠে বীজ বোনা, আর নিজে বীজ নেওয়া—কোরাণে আছে কথাটা। কানে গেল যা বললুম?

লুৎফা। হ্যাঁ, আমি আপনাকে ইচ্ছে করে ঠকাতে চাই না।

ইউসুফ। বিবি ইচ্ছে করে ঠকাতে চায় না। আর একটু তেল ঢাল। (মা তাই করে) উঃ কি গরমরে বাবা।

[ঝর্ণা]

গায়ক। বিকেলে নদীতে মেয়ে কাপড় ধুতে আসে
জলের বুকে ভালবাসার মানুষটি তার হাসে।
হায়, সে মুখ আবছা হয়ে মিলিয়ে যায় ধীরে
দিনের পরে দিন যে ফুরোয় গহন রাত্তিরে।
যখন মেয়ে একলা চলে গাছের ছায়া ধরে
মানুষটি তার কথা বলে পাতার মর্মরে।
কণ্ঠটি তার হারিয়ে যায়, থাকে দীর্ঘশ্বাস
দিনের পরে দিন যে কাটে, মাসের পরে মাস।
থাকেন শুধু আল্লাতালা, থাকে চোখের জল
কোলের শিশু বাড়তে থাকে ভোরের শতদল॥

[ঝর্ণার ধারে বসে লুৎফা কাপড় কাচছে। একটু দূরে কতকগুলো বাচ্চা। লুৎফা বুলবুলের সঙ্গে কথা বলে।]

লুৎফা। যা বুলবুল ওদের সঙ্গে খেলা কর গিয়ে। দেখিস, ছোট পেয়ে তোর ওপর সর্দারী না করতে পারে।

[বুলবুল মাথা নেড়ে অন্য বাচ্চাদের কাছে যায়। খেলা শুরু হয়।]

লম্বাছেলে। আয় আজ আমরা মাথাকাটা মাথাকাটা খেলি। [একটা

মোটা ছেলেকে] তুই হলি রাজা গণেশ, খুব হাসতে হবে তো'কে। [বুলবুলকে] তুই নবাব আব্বাস আলি [অপর একটি মেয়েকে] তুই নবাবের বেগম সাজবি।

মোটা ছেলে। এই, এই, ওর মুণ্ডুটা কেটে ফেললেই তুই ভেউ ভেউ করে কাঁদবি।

লম্বা ছেলে। আমি হচ্ছি জল্লাদ। গলা কাটব। [কাঠের তরোয়াল দেখিয়ে] এইটা দিয়ে।

বুলবুল। আমিও মুণ্ডু কাটা খেলব।

লম্বা ছেলে। না না, ওটা আমার কাজ। তুই তো সবচেয়ে ছোট। আর নবাব সাজা খুব সোজা। হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করে বসবি ব্যস্ মুণ্ডু কাটা যাবে।

মেয়েটি। হ্যাঁ খুব সোজা।

বুলবুল। আমাকেও তরোয়ালটা দে'না।

লম্বা ছেলে। ওটা তো আমার।

বুলবুল। দে'না—দে'না……

[বুলবুল ওকে ঠেলে ফেলে দ্যায়]

মেয়েটি। [লুৎফাকে চেঁচিয়ে] ও কোন কথা শুনছে না।

লুৎফা। [হেসে] কথায় বলে : হাঁসের বাচ্চাও জল চেনে।

মেয়েটি। তুই ওকে একবার মাথা কাটতে দেনা—তারপর তুই কাটিস।

লম্বা ছেলে। [ভেংচিকেটে] অ্যাঁ…যা… [তরোয়ালটা দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে উরু চাপড়ায় আর প্রাণপণে হাসে। মেয়েটি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে। বুলবুল বড়ো তরোয়ালটা দিয়ে মাথা কাটে কিন্তু কাটতে গিয়ে উল্টে যায়]

[বুলবুল দৌড়ে পালায়। পিছনে অন্যান্যরা ছোটে। লুৎফা

ওদের দিকে তাকিয়ে হাসে, মুখ ঘুরিয়েই দেখতে পায় মনসুরকে —ঝর্ণার অপর পারে মনসুর, গায়ে ছেঁড়া ময়লা পোষাক।]

লুৎফা। মনসুর মিঞা!

মনসুর। একি? লুৎফুন্নেসা!

লুৎফা। মনসুর!

মনসুর। সেলাম আলিকুম। আল্লার দয়ায় সব ভালো তো?

লুৎফা। আলেকুম-আস-সেলাম। আল্লা বড় মেহেরবান্। সিপাইকে ঠিকঠাক ফিরিয়ে দিয়েছেন।

মনসুর। বর্ষাতে ঘরের চাল ঠিকঠাক ছিল? পড়শীরা কেউ যখন তখন উঁকি দেয়নি তো?

লুৎফা। এবার বর্ষা ছিল আশ্বিন পর্যন্ত। আর পড়শীরা যেমন হয়।

মনসুর। আমি কি জানতে পারি এখনো একটা মেয়ে কাপড় কাচার সময় জলে হাত মুখ গলা ধোয় কি'না?

লুৎফা। জবাব হল: 'না'। ঝোপেঝাড়ে অনেক চোখ জ্বলজ্বল করে তো?

মনসুর। তোবা, তোবা, সে সব তো সেপাইদের অভ্যেস। বিবির সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে—সে সেপাই নয়, সেপাইদের তলবদার।

লুৎফা। তার মানে তো মাসে বিশ মোহর?

মনসুর। তার সঙ্গে বিনে পয়সায় থাকার জায়গা।

লুৎফা। [চোখে জল] সেই আমবাগানের পেছনে সেপাইদের ছাউনীতে?

মনসুর। হ্যাঁ, সেইখানে। দেখছি একজন সব মনে রেখেছে।

লুৎফা। হ্যাঁ, সব মনে রেখেছে।

মনসুর। তার মানে সব ঠিকঠাক, সব খাপে খাপ? [লুৎফা তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে] তার মানে? কিছু গোলমাল হয়েছে?

লুৎফা। মনসুর মিঞা…আমার নাম বদলে গেছে।

মনসুর। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

লুৎফা। মেয়েদের নাম কখন বদলায় মনসুর মিঞা? আমি তোমায় বুঝিয়ে বলছি। আমাদের সব ঠিকঠাক আছে। সব ঠিকঠাক… আমার কথা তোমায় বিশ্বাস করতেই হবে মনসুর মিঞা।

মনসুর। নাম বদলে গেছে, আবার সব ঠিকঠাক আছে—

লুৎফা। কি করে তোমায় বোঝাই! তুমি, তুমি এপাড়ে আসতে পারো না?

মনসুর। তার কি কোন দরকার আছে?

লুৎফা। খুব খুব দরকার মনসুর। জলদি জলদি এ পাড়ে এস।

মনসুর। বিবিজান কি বলতে চায় একজন ফিরতে খুব দেরী করে ফেলেছে? লুৎফুন্নেসা।

[লুৎফা হতাশভাবে তাকায়, চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ে]

মনসুর। ঘাসের ওপর একটা বাচ্চাদের টুপি দেখছি। ছোট্ট কোন মেহমানও এসে গেছে বুঝি!

লুৎফা। হ্যাঁ, একটা বাচ্চাও আছে মনসুর, তাকে কি করে লুকোবো? কিন্তু তুমি…তুমি ভেব না এসব নিয়ে। বাচ্চাটা আমার না।

মনসুর। আমার কবচটা ফেরৎ দাও। থাক্‌ ওটা জলে ফেলে দাও।

[যাওয়ার জন্য ঘোরে]

লুৎফা। যেওনা মনসুর মিঞা, চলে যেওনা। ওটা আমার নয়। বাচ্চাটা আমার নয়।

[বাচ্চাদের ডাকাডাকি শুনে]

কি হয়েছে? কি হয়েছে?

কণ্ঠস্বর। সেপাইরা এসেছে। বুলবুলকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

[লুৎফা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে দেখে দুটো কালোকুর্তা বুলবুলকে মাঝখানে নিয়ে তার দিকে আসছে]

দ্বিতীয় সিপাহী। তোমার নাম লুৎফুন্নেসা? এ বাচ্চাটা তোমার?

লুৎফা। হ্যাঁ [মনসুর চলে যায়] মনসুর!

তৃতীয় কালোকুর্তা। সরকারী হুকুম তোমার কাছে যে বাচ্চাটা আছে সেটাকে শহরে নিয়ে যেতে হবে। সন্দেহ করা হচ্ছে এ বাচ্চা দৌলতপুরের পুরোনো নবাব আব্বাস আলি খান আর তার বেগম নাদিরা বানুর ছেলে বুলবুল। এই যে সরকারী ফরমান্।

[কালোকুর্তারা বুলবুলকে নিয়ে যেতে থাকে।]

লুৎফা। [ওদের পিছনে দৌড়তে দৌড়তে] ওকে নিয়ে যেওনা ও আমার! ও বাচ্চা আমার।

গায়কবৃন্দ। বাচ্চাটাকে কেড়ে নিলো কালোকুর্তারা
বাচ্চা ভীষণ দামী।
দুঃখী মেয়ে পিছু পিছু চলল শহরে
জায়গা খুব হারামী।
আসল মা চাইল ফিরে কোলের ছেলে তার
এখন বিচার হবে।
ধাইমা দাঁড়ায় কাঠগড়াতে বক্ষ দুরু দুরু
বাচ্চা কোন্ মা পাবে!
হাকিম হবে কেমন মানুষ, ঘুষখোর না খাঁটি—
জানেন আল্লাতালা।
শহর জুড়ে জ্বলছে আগুন, মুস্তাক হল হাকিম
এবার দেখুন পালা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

[মুস্তাকের বাড়ি]

গায়ক। এবার শুনুন এক হাকিমের গল্প—
কীভাবে সে বসেছিল বিচারের আসনে
কেমন সে রায় দিল কতখানি ভাষণে।
এবার শুনুন সেইসব গল্প
বিদ্রোহ হয়েছিল সেই যে ইদের দিন সকালে
মসনদ হারালেন সুলতান
আর দৌলতপুরের নবাব, বুলবুল সাহেবের বাপ
গর্দান হারালেন অকালে
সেই দিনতে পাড়াগাঁয়ের কেরানী মুস্তাক
বনের পথে পালিয়ে চলা এক বুড়োকে দেখে
রাখলো তাকে কুঁড়েয় এনে জানলো না যে সে কে
এবার শুনুন সেই সব গপ্পো—

[মুস্তাক ছেঁড়া জামা-কাপড়, কিঞ্চিৎ মত্ত, ফকীর বেশী একজন পলাতককে নিজের কুঁড়েঘরে নিয়ে যায়]

মুস্তাক। ঘোৎ ঘোৎ কোর না। তুমি কি শুয়োর নাকি? আর শোন··· এই যে বাচ্চা ছেলের সর্দির মতো থামা নেই—পালাচ্ছো তো পালাচ্ছোই—এতে তো চৌকিদারের আরও বেশী সন্দেহ হবে। থামো! [পলাতককে ধরে ফেলে—সে যেন গুড়গুড় করে দৌড়তে দৌড়তে দেওয়াল ভেদ করে চলে যেতে চায়] বোসো। এবার গেলো—খানিকটা

কাবাব আছে। আজ ইদ, তুমি চোর-জোচ্চর যাই হও, মেহ্‌মান তো বটেই—গেলো। [একটা কোণ থেকে খুঁজে বের করে দেয়, পলাতক প্রচণ্ড লোভে খেতে শুরু করে] অনেক দিন কিছু জোটেনি মনে হচ্ছে কি? [পলাতক গোঙায়] অতজোরে দৌড়চ্ছিলে কেন? চৌকিদার তোমাকে খেয়ালই করত না।

পলাতক। উপায় ছিল না। বোঝা গেছে?

মুস্তাক। পোয়াতি শুয়োরের মত গবর গবর কবে খাচ্ছে দ্যাখো······ মুখ থেকে লালা ঝরছে, যেন সারা বাংলার সুলতান। মোটে সহ্য করতে পারি না। তুমি যে ভাবে খাচ্ছো—আমার নানান কথা মনে হচ্ছে। চুপ করে আছ কেন? এ্যাঁ! (চটে তীক্ষ্ম স্বরে) দেখি··· দেখি···হাত দেখি তোমার। হাত দেখি।

[পলাতক ধীরে ধীরে হাত দুটো বাড়িয়ে দেয়]

হুঁ, নরম···সাদা! ও ·· তুমি তাহলে সত্যি সত্যি ফকীর নও! ঠগ! জোচ্চর! ফেরেববাজ! ছি ছি ছি। আমি এত কষ্ট করে চৌকিদারের হাত থেকে বাঁচালাম।······ভাবলাম একটা ভালোমানুষ বিপদে পড়েছে! তুমি নির্ঘাৎ জমিদার······তোমার ফ্যাকাশে মুখ দেখেই ধরে ফেলেছি! বেরোও এখান থেকে! (পলাতক অনিশ্চিত ভাবে তাকায়) চাষী খতম করে বেড়াও···এখনো দাঁড়িয়ে আছো, হারামখোর।

পলাতক। পেছনে ধাওয়া করেছে···সব কথা ঠাণ্ডা মাথায় শোনা হোক্। প্রস্তাব আছে। বোঝা গেছে?

মুস্তাক। কি আছে? প্রস্তাব? বেআদবির সীমা নেই দেখছি। এই মাল প্রস্তাব করছে? বেরোও, বেরোও বলছি!

পলাতক। কথা শোনা হোক। বোঝাপড়া দরকার। একরাত থাকার জায়গা একলাখ মোহর। বোঝা গেছে?

মুস্তাক। কি আমাকে কিনে নিতে চাও? মাত্র একলাখ মোহর দিয়ে? ঠিক আছে, দেড় লাখ মোহর—রাজী?

পলাতক। সঙ্গে নেই…পরে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে…সন্দেহ করা হচ্ছে না নিশ্চয়ই। বোঝা গেছে?

মুস্তাক। গভীর সন্দেহ করা হচ্ছে। বেরোও এক্ষুণি। বোঝা গেছে? বোঝা গেছে?

[পলাতক উঠে দাঁড়ায়। গুড়ু গুড়ু করে দরজার দিকে হেঁটে যায়, মঞ্চের বাইরে থেকে কণ্ঠস্বর শোনা যায়]

কণ্ঠস্বর। মুস্তাক। মুস্তাক।

[পলাতক উঠে গুটি গুটি দরজার বিপরীত দিকের দেওয়ালের কাছে দাঁড়ায়—নিস্পন্দ হয়ে]

মুস্তাক। (চিৎকার করে) আমি বাড়ি নেই। [দরজার কাছে গিয়ে] ওটা কে? সোরাব? আবার তুমি আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করছ?

সোরাব। (বাইরে থেকে ভর্ৎসনা করে) মুস্তাক, তুমি আবার একটা মুর্গী গায়েব করেছ? তুমি কথা দিয়েছিলে আর এমন হবে না।

মুস্তাক। সোরাব। যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বোলো না। মুর্গী অত্যন্ত ক্ষতিকর জীব। চাল-ডাল খোলা পড়ে থাকলে ওরা সব খেয়ে সাফ করে দেয়ে। গরীব মানুষের খুব অসুবিধে হয় তাতে।

সোরাব। মুস্তাক তোমার কি আমার ওপর কোনো দয়ামায়া হয় না? একে চারপাশে গোলমাল তার ওপর—

মুস্তাক। গোলমাল? কি গোলমাল? কোথায় গোলমাল?

সোরাব। (ফিসফিসিয়ে) আজ শহরে ইদের মোনাজাত থেকে ফেরার সময় নবাব আব্বাস আলির নাকি মুণ্ডু গেছে। হিন্দু রাজা গণেশের পয়সা খেয়ে কালো কুর্তারা সব নবাব-মঞ্জিল দখল করে নিয়েছে।

তাঁতি, জোলা, জেলে, কুমোর সবাই হাঙ্গামা শুরু করে দিয়েছে। আর সুলতানও নাকি ফেরার।

মুস্তাক। তা তুমি পাতি নেড়ে, গাঁয়ের চৌকিদার তোমার তাতে কি হয়েছে ?

সোরাব। বাঃ এই ডামাডোলের বাজার। জায়গীরদারের মুর্গী গায়েব হলে আমার গর্দান যাবে না? মুস্তাক আমি জানি তোমার দিলটা খুব ভালো—

মুস্তাক। আঃ আমার কোনো দিল নেই…কতদিন বলেছি না আমি—আমি বুদ্ধির কারবারী।

সোরাব। আমি জানি…তুমি খুব বড় মাপের লোক, তুমি নিজেও তাই বল। …তা আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে দাও তো—জায়গীরদারের একটা হাঁস বা মুর্গী চুরি গেল, আমি চৌকিদার, চোরকে কি করা উচিত আমার ?

মুস্তাক। ছিঃ সোরাব, ছিঃ! ন্যাকার মতো সওয়াল করে আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছো ? আমি তোমার কায়দা জানি। ঠিক আছে, আমি আবার বুঝিয়ে বলছি। আমি হাঁস মুর্গী ধরে বেড়াই। তুমি? মানুষ কয়েদ করো। মানুষ কি? আল্লাতালার আদলে গড়া দুনিয়ার সেরা জীব। আমি যদি মুর্গীখোর হই তবে তুমি হলে মানুষখোর। আল্লা এই পাপে তোমাকে নরকে পাঠাবেন। যাও সোরাব, বাড়ী যাও—গিয়ে আল্লাতাল্লার দয়া ভিক্ষা করো। না,—দাঁড়াও। একটা ব্যাপারে তোমাকে………

[দেওয়ালের ধারে প্রচণ্ড ভীত পলাতকের দিকে তাকায়] না কিছু না। যাও বাড়ী যাও……বাড়ী যাও……গিয়ে আল্লার দোয়া মাঙো! [সোরাবের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়। পলাতককে—] চৌকিদারের কাছে তোমায় ধরিয়ে দিলাম না, চমকে গেছ ? কেন বলোতো ?

চৌকিদাররা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ জন্তু......ওদের হাতে একটা ছারপোকা তুলে দিতেও আমার ঘেন্না করে। আমার আদতই আলাদা। নাও, কাবাবটা শেষ করো এবার। এই, গরীব মানুষের মতো খাও নইলে ওরা তোমায় ধরে ফেলবে। আরে। গরীবরা কেমন করে খায় তাও বলে দিতে হবে? [পলাতককে জোর করে বসিয়ে দিয়ে ওর হাতে কাবাব তুলে দেয়] দ্যাখো......কনুই দুটো বাটির দুপাশে এমন ভাবে রাখো যেন তোমার ভয় যে কোন সময় খাবারটা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে। এবার হাতটাকে থাবার মতো মুঠো করো......আঃ ওরকম লোভীর মতো তাকাচ্ছ কেন? দুঃখু দুঃখু মুখ করে তাকিয়ে থাকো —একটা ভালো জিনিষ দুনিয়ার সব ভালো জিনিষের মত ফুরিয়ে যাচ্ছে। [মুস্তাক ওকে লক্ষ্য করতে থাকে] ওরা তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাতে অবিশ্যি তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা একটু ভালোই হলো। কিন্তু তোমাকে যে ওরা ভুল লোক ভেবে খুঁজে বেড়াচ্ছে না কি করে বুঝব আমি? ধরো চোরও পালিয়ে বেড়ায় আবার দুনিয়ার হাল বদলে দিয়ে যারা নয়া জমানা আনতে চায় তাদেরকেও পালিয়ে বেড়াতে হয়। মোট কথা আমি তোমায় বিশ্বাস করি না। তুমি......তুমি কে? সত্যি কথা বলো।

পলাতক। আমি [মুস্তাকের কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে]

মুস্তাক। ইয়াআল্লা! তুমি......তুমি......আপনি.......

গায়ক।

বুড়ো ফকিরকে আস্তানা দিল মুস্তাক
হায়রে কপাল ফকির নাকি খুনী সুলতান!
হায় হায় সেই ফকির নাকি খুনী সুলতান
নিজের ওপর ধিক্কার এল তার।
চৌকিদারকে বলল, 'আমায় ধরো'।

আমি খুব দোষী;
সদরে পাঠিয়ে তোমরা আমার বিচার করো।

[বড়ো আদালত]

[তিনজন কালোকুর্তা সিপাহী মদ খাচ্ছে। ফাঁসিকাঠ থেকে কাজির পোষাক পরা একটা লোক ঝুলছে। পেছনে অনেকগুলো লোক ঝুলছে। কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় মুস্তাক ঢোকে সোরাবকে টানতে টানতে।]

মুস্তাক। আমি সারা বাংলার সুলতানকে আশ্রয় দিয়েছি। কাল ইদের দিনে মাতাল হয়ে আমি দেশের সবচেয়ে বড়ো চোর, বড়ো খুনীকে পালাতে দিয়েছি। আইনের নামে আমি দাবী করছি—খোলা আদালতে আমার কঠিন বিচার হোক্।

প্রথম সিপাহী। এ আজব চিড়িয়াটা কে ?

সোরাব। আমাদের গাঁয়ের মুন্সি। মুস্তাক আলি।

মুস্তাক। না—আমি পাজি, লুচ্চা। আমি একটা হারামখোর। বল্ না মাথামোটা ওদের বল্—আমি জোর করে নিজের হাতে কোমরে দড়ি বেঁধেছি। তারপর আমিই জোর করে তোকে মাঝরাত থেকে হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছি, যাতে জলদি জলদি আমার বিচার হয়।

সোরাব। হ্যাঁ. ভয় দেখিয়ে ধমকে নিয়ে এসেছো আমাকে। এটা তোমার ঠিক হয়নি মুস্তাক।

মুস্তাক। সোরাব, তোমার বকবকানি থামাও। বুঝতে পারছো না নয়া জমানা এসেছে, তুফান এসেছে। তোমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

সুলতান ফেরার, নবাব আব্বাস আলি খতম, কালোকুর্তা সিপাহীদের হাতে রাজ। এই সিপাহীদের সাথে এবার জুটবে তাঁতি, জোলা, কামার, কুমোর, চাষী—আমি দেখতে পাচ্ছি—জনতা-রাজ এসে গেছে। ভাইসব বড়ো কাজি কোথায়? আমার এক্ষুণি বিচার হোক্।

প্রথম সিপাহী। ঐযে বড়ো কাজি। আর ঐ ভাইসব—ফাইসব বন্দ্। কাল থেকে যে কথা বলে সেই দেখি একবার প্যায়ার করে ভাইসব লাগায়।

মুস্তাক। 'ঐ যে বড়ো কাজি'। আহা! ঝুলছে! বড়ো গোমস্তা কোথায়?—আহ্। ফৌজি ঠিকাদার?—আহ্। বড়ো ইমাম?—আহ্. কোতোয়াল কোথায়?—এইতো! সিপাহ্—সলার—এইতো! সব এখানে ঝুলছে—ঠিক এই রকমটাই আমি তোমাদের কাছে চেয়েছিলাম ভাই-সব।

দ্বিতীয় সিপাহী। চোপ্! কি? কি চেয়েছিলে তুমি ছুছুন্দর?

মুস্তাক। মুলতানে কি হয়েছিলো ভাইসব? মুলতানে কি হয়েছিলো?

তৃতীয় সিপাহী। হ্যাঁ, মুলতানে কি হয়েছিলো?

মুস্তাক। চল্লিশ বছর আগে উজির, সিপাহ-সলার, কোতোয়াল, খাজাঞ্চি—সবাইকে ফাঁসিতে লটকানো হয়েছিল। আমার দাদু—বড়ো এলেমদার লোক—নিজের চোখে দেখেছিলো—তিনদিন ধরে সব জায়গায় এক ঘটনা।—যত বড়লোক ফাঁসিতে ঝুলছে।

তৃতীয় সিপাহী। তা উজিরের ফাঁসির পর সরকার চালালো কে?

মুস্তাক। একজন চাষী, একজন চাষী।

তৃতীয় সিপাহী। আর সিপাহীদের হুকুম করতো কে?

মুস্তাক। সিপাহী একজন সামান্য সিপাহী।

প্রথম সিপাহী। আর সব বান্দা—সিপাহীদের মাইনে দিতো কে?

মুস্তাক। একজন জেলে। এক জন জেলে খাজাঞ্চীখানা দেখতে। সেই সবাইকে মাইনে দিত।

দ্বিতীয় সিপাহী। জেলে?—তুমি ঠিক জানো তাঁতি নয়?

তৃতীয় সিপাহী। তা মুলতানে এ রকমটা হল কেন?

মুস্তাক। তুমি পেছন চুলকোও কেন? কেন আবার? লড়াই—অনেক দিন ধরে লড়াই। দেশের সব লোক হয়রাণ। সুলতানশাহী খতম; সিপাহী-রাজ কায়েম হ'ল আর সব লোক এসে সিপাহীদের মদত দিল। বাস্ জনতা রাজ—হা হা—

দ্বিতীয় সিপাহী। জনতা-রাজ এসে গেলো?

তৃতীয় সিপাহী। তাহলে সেখানকার সুলতান আবার তখন তখতে ফিরে এলো কি করে।

মুস্তাক। এই তো গোলমাল ভাইসব। কে কার দোস্ত, কে কার দুষমণ—এই কথাটা ওরা ভুলে গেলো। আমার দাদু মুলতান থেকে একটা গান শিখে এসেছিলো। সেই গানেই তোমাদের সব কেন-র জবাব আছে। আমি আর আমার দোস্ত এই চৌকিদার সোরাব তোমাদের গানটা গেয়ে শোনাচ্ছি।

(গান)

কাছারিতে খুব ভিড়, কেরাণীরা
কাজ করে সড়কে
নদীতে ডেকেছে বান, জল হাসে
ফসলের মড়কে
নিজেদের পাতলুন সামলাতে পারেনা
তারাই শাসন করে রাজ্য
চার পর্যন্তও গুনতে পারেনা যারা

আট পদ খানা তার ভোজ্য।
চাষী খোঁজে খন্দের, পায় শুধু খিদে
তাঁতী ছেঁড়া জামা গায়ে ঘরে ফেরে সিধে
কি বলো তোমরা সব চিরকাল শুধু
এমনই তো ঘটে।

সোরাব। ঠিক ঠিক ঠিক, তা বটে, তা বটে, বটে।

তৃতীয় সিপাহী। তুমি কি এই শহরে ঐ গানটা গাইবে?

মুস্তাক। নিশ্চই। কেন? গানটা খারাপ?

প্রথম সিপাহী। আকাশটা দেখেছো? পূবদিকের শহরতলীটা এখনও জ্বলছে? কাল দুপুরে যখন নবাব আব্বাস আলীর গর্দান যায় তখন আমাদের তাঁতি—ভাইসবেদের জ্বর এসেছিলো। তোমার ঐ মুলতানী জ্বর। ওরা আওয়াজ তুলেছিলো নবাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজা জায়গীরদারদের গর্দানও নাবিয়ে দাও। বিকেলে ওরা বড়ো কাজিকে ফাঁসিতে লটকে দেয়। সন্ধ্যে বেলায় আমরা ঐ তাঁতি-ভাইসবদের প্রত্যেককে পিটিয়ে কাবাব বানিয়ে দিয়েছি—মাথা পিছু দু মোহর ইনাম ছিলো। তুমি কি বুঝেছ কথাটা?

মুস্তাক। (কিছুক্ষণ চুপ, তারপরে) হ্যাঁ বুঝেছি।

[ধূর্তের মতো এধার ওধার তাকিয়ে এককোণে বসে পড়ে। সিপাহীরা তিনজনে মুস্তাকের পথ আটকে দাঁড়ায়]

প্রথম সিপাহী। এবার দ্যাখো কারবারটা!

সোরাব। না, মানে দেখুন—ও লোক কিন্তু খারাপ নয়। মাঝে মধ্যে ঐ হাঁস-মুরগি দু-একটা চুরি করে ব্যাস্।

দ্বিতীয় সিপাহী। বাজার গরম দেখে এখানে মওকা মারতে এসেছো তুমি?

মুস্তাক। আমি ঠিক জানি না কেন এখানে এসেছি।

তৃতীয় সিপাহী। এই শহরের তাঁতিদের সঙ্গে কি তোমার দোস্তি আছে?

(মুস্তাক ঘাড় নাড়ে) তাহলে ঐ গানের ব্যাপারটা কি? ঐযে "তাঁতি ঘরে ফেরে ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে"—ব্যাপারটা কি?

মুস্তাক। আমার দাদু শিখিয়েছিলো। ও একটা বোকাসোকা বুড়ো মানুষ।

দ্বিতীয় সিপাহী। আর সেই জেলেটার ব্যাপারটা কি? যে সবাইকে মাইনে দিতো?

মুস্তাক। সেতো মুলতানে হয়েছিলো। সে অনেকদিন আগে।

প্রথম সিপাহী। আর এই যে সুলতানকে ধরিয়ে দিতে পারোনি বলে আফশোষ—ধাঁধাটা কি?

মুস্তাক। বারে, বললাম না আমি সুলতানকে পালাতে দিয়েছিলাম ভুল করে।

সোরাব। আল্লা কসম। মুস্তাক সত্যিই সুলতানকে পালিয়ে যেতে দিয়েছিলো।

[বিদ্রোহী সেপাইরা আর্ত চিৎকাররত মুস্তাককে টানতে টানতে ফাঁসিকাঠের দিকে নিয়ে যায়। তারপর, হঠাৎ ওকে ছেড়ে দিয়ে আট্টহাস্য করে। মুস্তাক সবচেয়ে জোরে হাসে। তারপর মুস্তাকের বাঁধন খুলে দেয়। সবাই মদ খায়। রাজা গণেশ একজন যুবকসহ ঢোকে।]

প্রথম সিপাহী। (মুস্তাককে) ঐ যে তোমার জন্য রাজা এসে গেছে।

[আরও আট্টহাস্য]

রাজা গণেশ। এত হাসি···কি ব্যাপার ভাইসব। একটা জরুরী কথা—গতকাল সকালে দেশের জায়গীরদার আর রাজারা মিলে যুদ্ধবাজ সুলতানশাহী খতম করেছে। সুলতানের পেটোয়া সব নবাবদেরও খতম করা হয়েছে। আফশোষের কথা সুলতান নিজে এখনও ফেরার।

আর এই গোলমালের সুযোগ নিয়ে শহরের তাঁতিরা—আমাদের বরাবরের দুষমন—বিদ্রোহ শুরু করেছিলো—ওরা আমাদের বহুৎ পেয়ারের কাজী ওবেদুল্লাকে ফাঁসিতে লটকেছে। কুত্তার বাচ্চা সব। সে যা হোক······ভাইসব আজ আমরা চাই দেশ জুড়ে শান্তি। শুধু শান্তি, আর চাই আইন-কানুন, খাঁটি বিচার। এই আমার ভাগ্নে জানকীরাম। ও আমাদের নতুন কাজী হবে।—বড় ভাল ছেলে। তবে আমার ভাগ্নে বলে নয়, আমি চাই সাধারণ মানুষ, আমজনতা আপনারা সব ঠিক করে দেবেন।

প্রথম সিপাহী। তার মানে নতুন কাজী আমরা ঠিক করবো।

রাজা গণেশ। নিশ্চয়ই। আপনারাই তো সব। ঘাবড়াস না'রে ময়না, নতুন কাজী তুই-ই হবি। আর একবার সুলতানকে খতম করতে পারি—তারপর এই হারামি কালোকুর্তা গুলোর পাছায় মারবো লাথ।

প্রথম সিপাহী। [নিজেদের মধ্যে] সুলতানকে ধরতে পারেনি এখনও, তাই হারামিগুলো কুত্তার মতো কুঁই কুঁই করছে।

দ্বিতীয় সিপাহী। এই মুন্সীটার জন্যই এ-রকম মওকা পাওয়া গেল।

তৃতীয় সিপাহী। ওরা এখনও ঠিক জুত করতে পারেনি···তাই "ভাইসব" "আম জনতা" "সব ঠিক, করে দেবে" এই সব বাকতাল্লা মারছে।

প্রথম সিপাহী। আবার বলে কিনা 'দেশজুড়ে আজ চাই আইন কানুন আর খাঁটি বিচার'।

দ্বিতীয় সিপাহী। ঠিক হ্যায় ভাই, যতক্ষণ চলে চলুক না তামাশা।

তৃতীয় সিপাহী। ঐ মুন্সীর কথাটা শোনা যাক।···এই খচ্চর, তুমি কি বল? ঐ রাজা গণেশের ভাগ্নেকে নতুন কাজী বানানো যায়?

মুস্তাক। তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছো? তোমারা নিশ্চয়ই আমাকে জিজ্ঞেস করছো না।

দ্বিতীয় সিপাহী। আরে লড়ে যাও না ভাই···তামাশা জমবে ভালো।

মুস্তাক। তোমরা ওকে যাচাই করে নিতে চাও? হাতের কাছে কোন বদমাশ আছে? বেশ পাকা বদমাশ? তাহলে তার মামলা থেকেই বোঝা যাবে ঐ ছোকরার কাজী হওয়ার এলেম আছে কি না।

তৃতীয় সিপাহী। দাঁড়াও ভেবে দেখি। আরে নবাবের বাচ্চাটার দুটো হেকিম কয়েদখানায় আটক রয়েছে না! ঐ দুটোকে কাজে লাগানো যাক।

মুস্তাক। আরে থামো থামো! খুব গোলমাল হয়ে যাবে। কাজীকে আইন মাফিক বহাল করার আগে সতিকারের আসামী নিয়ে মামলা করা ঠিক হবে না। মানে আইন ব্যাপারটাই তো খুব পচাগলা, খুব নড়বড়ে, কাজেই ওপরটায় ঠিকঠাক সাজগোজ রাখা খুব জরুরী।

প্রথম সিপাহী। তাহলে কি করব সেই মোদ্দা কথাটা বাতাও।

মুস্তাক। আমি আসামী হবো। কোন্ আসামী সেও আমার মাথায় আছে (সিপাহীদের কানে ফিসফিস করে কিছু বলে)

প্রথম সিপাহী। তুমি তুমি· ··· (সবাই হাসিতে ফেটে পড়ে)

রাজা গণেশ। তোমরা তাহলে কি ঠিক করলে?

প্রথম সিপাহী। আমরা ঠিক করেছি একটা মহড়া হোক। আমাদের এই দোস্ত আসামী সাজবে—আর এইটা হোল কাজীর কুর্শী—যে কাজীর নোকরী চায় সে এইটায় বসুক।

বাজা গণেশ। একটু তাজ্জব লাগছে।···তো ঠিক আছে তাই হোক্। (ভাগ্নেকে) ও কিছু না, ময়না কি শিখিয়েছি এতদিন? আগে যায় কে? যে আস্তে দৌড়য় না যে জলদি দৌড়য়?

ভাগ্নে। যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে দৌড়য়।

[ভাগ্নে কাজীর আসনে বসে, তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে রাজা

গণেশ। বিদ্রোহী সিপাহীরা পাদানিতে বসে। মুস্তাক ঢোকে হাবে-ভাবে বাদশার নকল সেজে]

মুস্তাক। এখানে কেউ কি আমাকে চেনে? আমি সারা বাংলার সুলতান? বোঝা গেছে?

রাজা গণেশ। ও কি···কি?

দ্বিতীয় সিপাহী। সুলতান। ও সত্যি সত্যি সুলতানকে চেনে।

রাজা গণেশ। বহোৎ আচ্ছা।

তৃতীয় সিপাহী। মামলা চালু হোক।

মুস্তাক। বিচার করবে কে? কাজীর কুর্শীতে তো দেখছি বসে আছে কাজীর নাতি।

[সিপাহীরা হৈ হৈ করে হাসে]

ভাগ্নে। (বিদ্রোহী সিপাহীদের) এই মামলার বিচার করতে বলছো আমাকে?

প্রথম সিপাহী। মামলা চলুক।

রাজা গণেশ। (মুচকী হেসে) ওরা যা চায় তাই করো ময়না।

ভাগ্নে। ঠিক আছে। সারা বাংলার জনতা বনাম সুলতান। তোমার নিজের স্বপক্ষে কি বলার আছে, আসামী?

মুস্তাক। অনেক অনেক কিছু। হ্যাঁ শোন যাচ্ছে যুদ্ধে হার হয়েছে। যুদ্ধ শুরু করা হয়েছিল দেশপ্রেমিক জায়গীরদার আর রাজাদের পরামর্শে—রাজা গণেশের মতো দেশ প্রেমিকের পরামর্শে। দাবী করি রাজা গণেশকে সাক্ষীর কাঠ গড়ায় হাজির করা হোক।

(বিদ্রোহী সিপাহীরা হাসে)

রাজা গণেশ। (বিদ্রোহী সিপাহীদের মিষ্টি করে) আজীব চিড়িয়া না?

ভাগ্নে। আর্জি না মঞ্জুর। তোমাকে যুদ্ধ শুরু করার অপরাধে অভিযুক্ত করা হচ্ছে, না কেননা প্রত্যেক সুলতানকেই মাঝে মধ্যে যুদ্ধ

লাগাতেই হয়। অভিযুক্ত করা হচ্ছে যুদ্ধ ঠিকমতো" চালাতে না পারার অপরাধে।

মুস্তাক। ফালতু বকোয়াস। যুদ্ধ আমি চালাইনি। অন্যদের দিয়ে চালিয়ে ছিলাম। রাজা আর জায়গীরদারদের দিয়ে চালিয়ে ছিলাম। জানা কথা, ওরা একদম বরবাদ করে দিয়েছে। বোঝা গেছে ?

ভাগে। তুমি বলছো রাজা আর জায়গীরদাররা তোমাকে বাধ্য করেছিল লড়াই লাগাতে। তাই যদি হয় তাহলে ওরাই আবার লড়াই বরবাদ করলো কি করে ?

মুস্তাক। যথেষ্ট সিপাহী পাঠায়নি। তহবিল তছরুপ করেছে। বুড়ো নিকম্মা ঘোড়া পাঠিয়েছে। লড়াই চলার সময় রাণ্ডি খানায় শরাবী হয়ে ফুর্তি মেরেছে। ঐ রাজা গণেশও রাণ্ডিখানায় ছিল। গণেশ চাচা সাক্ষী। (বিদ্রোহী সিপাহীরা হাসে)

ভাগে। তুমি কি বলতে চাও দেশের জায়গীরদার আর রাজারা লড়াই করেনি ?

মুস্তাক। না ওরা লড়েছে। তবে দেশের জন্য লড়েনি। মালপত্র কেনা বেচার মুনাফা লোটবার জন্যে লড়াই করেছে। বোঝা গেছে ?

রাজা গণেশ। (লাফিয়ে উঠে) আর বরদাস্ত করা যায় না। এ লোকটা- বিদ্রোহী তাঁতীদের মতো কথা বলছে।

মুস্তাক। আচ্ছা। সির্ফ সত্যি কথা বলা হচ্ছে।

রাজা গণেশ। ফাঁসিতে লটকাও ওকে। ফাঁসিতে লটকাও।

তৃতীয় সিপাহী। আস্তে একদম চুপ। আপনি বলে যান শাহেনশাহ সুলতান।

ভাগে। আস্তে। এবার মামলার রায়। সাজা-এ-মত্তত। লড়াই বরবাদ করার অপরাধে গলায় ফাঁস লটকে মেরে ফেলা হোক, রায় হয়ে গেছে আর আর্জি করা চলবে না।

রাজা গণেশ। (উন্মত্তের মতো) নিয়ে যাও। মেরে ফ্যালো! মেরে ফ্যালো। মেরে ফ্যালো!

মুস্তাক। নওজওয়ান, নেকড়ের মত গর্জ্জন করলে তো আমার মহলের কুত্তা রাখা যাবে না। কথাটা বোঝা গেছে?

রাজা গণেশ। ওকে ফাঁসিতে চড়াও!

মুস্তাক। আর একটা কথা। রায় নামঞ্জুর। কেন কি, যুদ্ধে কারও হার হয়নি। আমি সুলতান—আজ না হোক কাল তখতে ফিরে আসব। রাজা-জায়গীরদাররা তাদের মুনাফা ঠিকঠাক লুটে নিয়েছে। কারও হার হয়নি, জয় হয়েছে সবার—হার হয়েছে শুধু আমাদের দেশের—আর সেই বেচারা এই আদালতে হাজির নেই।

রাজা গণেশ। আমার মনে হয় অনেক তামাশা হয়েছে, ভাইসব। (মুস্তাককে) কয়েদখানার পুরোনো পাপী, তুমি এবার যেতে পারো, (কালো কুর্তাদের) ভাইসব, এবার আমরা নতুন কাজী কে হবে ঠিক করে ফেললেই ভালো।

প্রথম সিপাহী। হ্যাঁ এবার সব ঠিক করে ফেলা যাক। কাজীর জোব্বাটা খুলে ফেলো, (একজনের কাঁধে উঠে অপরজন ফাঁসিতে ঝুলন্ত লোকটির জোব্বা খুলে নেয়। ২য় এবং ৩য় সিপাহী।) আচ্ছা এবারে (ভাগ্নেকে) তুমি হাওয়া হয়ে যাও……আমরা ঠিক কুর্শিতে ঠিক ঠাক পাছাওয়ালা লোককে বসিয়ে দেব। (জোর করে মুস্তাককে বসিয়ে দেয়) আগের কাজীলোকটা খুব হারামী ছিল, এবার আবার একটা হারামী কাজী হবে। বসে পড়ো দোস্ত। (মুস্তাকের গায়ে জোব্বাটা পরিয়ে দেয়। কাজীর টুপিটা ওর মাথায় পরিয়ে দেয়।)

তৃতীয় সিপাহী। দ্যাখো ভাইসব এই আমাদের নয়া কাজী।

॥ মুস্তাকের ১ম বিচার ॥

[মুস্তাক বিচারকের আসনে বসে কলা খাচ্ছে। সোরাব আদালত ঝাঁট দিচ্ছে। একপাশে একজন অথর্ব, ছেঁড়া পোষাকে একজন খোড়া লোক, বিপরীত দিকে আসামী হেকিম এবং একটি জালিয়াতীর আসামী। একজন কালোকুর্তা বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে।]

মুস্তাক। আদালতে অনেক মামলা বাকি পড়ে গেছে, তাই আজ একই সঙ্গে দুটো মামলার শুনানী চলবে। শুনানী চালু করার আগে একটা ছোট্ট কথা আমি নিয়ে থাকি। (হাত বাড়ায়, শুধুমাত্র তণ্ডক কিছু পয়সা বার করে ওকে দেয়।) আর একটা কথা, আসামী এবং ফরিয়াদীদের মধ্যে যে কোনও একজনকে আদালত অবমাননার দায়ে জরিমানা করার অধিকার আমার রইল। (পঙ্গু অথর্বের দিকে তাকায়) তুমি (হেকিমকে) একজন হেকিম, আর তুমি (অথর্বকে) এই হেকিমের নামে মামলা দায়ের করতে চাও।

অথর্ব। হ্যাঁ, হুজুর। ওর জন্য আমার হঠাৎ সন্ন্যাস রোগ হয়, তারপরেই পক্ষাঘাত।

মুস্তাক। শুনে মনে হচ্ছে কাজে গাফিলতি।

অথর্ব। গাফিলতি? গাফিলতির চেয়েও অনেক বেশী। ওর হেকিমি শেখার সব খরচা আমি দিয়েছিলাম। এখন পর্যন্ত একটা পয়সাও ফেরৎ দেয়নি। হঠাৎ শুনলাম ও একজন রোগীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার পক্ষাঘাত।

মুস্তাক। খুব স্বাভাবিক। আশ্চর্য কিছু নয়। (খোঁড়া লোকটিকে) তুমি? তোমার কি চাই?

খোঁড়ালোক। আমিই রোগী হুজুরে আলি।

মুস্তাক। এই হেকিম তোমার পায়ের চিকিৎসা করেছে?

খোঁড়ালোক। ভুল পায়ের চিকিৎসা করেছে হুজুর। আমার বাঁ পায়ের হাঁটুতে জল জমে ছিল, ও ডান পাটাতে ছুরি চালিয়ে দিয়েছে।

মুস্তাক। এঁর জন্য তোমার কাছ থেকে কোন পয়সাও নেয়নি ?

অথর্ব। একশো মোহর লাগে পা কাটাতে। বিনা পয়সায় করে দিল। বিনা পয়সায়। পুণ্যের লোভে। (হেকিম) তোকে কি বড় হেকিম কাজ শেখানোর সময় বিনা পয়সায় ছুরি চালাতে বলেছিল ?

হেকিম। হুজুর, আমাদের হেকিমদের রেওয়াজ হচ্ছে ছুরি ধরার আগেই পয়সা নিয়ে নেওয়া, কেননা রোগী কাটা ছেঁড়ার আগেই পয়সা দিতে চায়, পরে বড় একটা হাত খোলেনা। এই লোকটার চিকিৎসার সময় আমি যখন ছুরি চালাতে শুরু করি তখন আমার আন্দাজ ছিল আমার নোকর একশো মোহর নিয়ে নিয়েছে। এটাই আমার ভুল হয়ে গেছে।

অথর্ব। ভুল হয়ে গেছে। ভালো হেকিম কখনো ভুল করে না। ছুরি ধরার আগেই সে সব কিছু দেখে নেয়।

মুস্তাক। তা ঠিক। (সোরাবকে) পেশকার, পরের মামলার বিষয় কি ?

সোরাব। বদনামের ভয় দেখিয়ে পয়সা আদায়।

তগুক। গোস্তাকি মাফ হয় কাজী সাহেব। আমি বেকসুর। গাঁয়ের জমিদারের কাছে আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম ও ওর ভাগ্নীর সঙ্গে শুয়েছে কিনা। তো জমিদার খুব মিষ্টি করে বলল এরকম কোন কিছু ঘটেনি। আর বলল, "তোমার শরীর বড় খারাপ দেখছি, টাকা নাও।" বলে আমাকে একথলি মোহর দিল।

মুস্তাক। তোমায় একথলি মোহর দিল। তুমি নিলে। (হেকিমকে) আর তোমার তো নিজের হয়ে কিছুই বলার নেই ?

হেকিম। শুধু একটাই হুজুর। মানুষ মাত্রেই ভুল হয়ে থাকে।

মুস্তাক। হ্যাঁ, মানুষ মাত্রেই ভুল হতে পারে, কিন্তু ভালো হেকিম হতে গেলে টাকা পয়সার ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার থাকতে হয়—একথা নিশ্চই মানো। আমি একজন হেকিমের কথা জানি যে একটা বুড়ো আঙুল মোচকানোর চিকিৎসা করবার জন্য এক হাজার মোহর নিয়েছিল কেননা সে আবিষ্কার করেছিল ঐ বুড়ো আঙুল মোচকানোর সঙ্গে নাকি শরীরের রক্ত চলাচলের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। বোঝ! আমাদের চালের ব্যবসাদার ওসমান মিঞা তার ছেলেকে হেকিমি শিখতে পাঠিয়েছিল। কেন? যাতে ফিরে এসে চালের ব্যবসাটা ঠিক করে চালাতে পারে। বোঝ আমাদের হেকিমীতে কত জ্ঞান। (তঞ্চককে) ঐ জমিদারের নামটা কি?

সোরাব। ও নামটা জানাতে চায় না।

মুস্তাক। তাহলে তো এবার রায় দিতে হয়। আদালত্ মনে করছে তঞ্চকতা প্রমাণ হয়েছে। আর (অথর্বকে) ভুল লোককে হেকিমি শিখিয়ে বাজে খরচ করার অপরাধে তোমাকে এক হাজার মোহর জরিমানা করা হল। (খোঁড়া লোকটিকে) তুমি ক্ষতিপূরণ হিসেবে একশিশি মালিশের তেল আদালত থেকে বিনাপয়সায় পাবে। (তঞ্চককে) তুমি ঐ জমিদারের নাম গোপন রাখার জন্য যত মোহর পেয়েছ তার অর্দ্ধেক জরিমানা হিসেবে দিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়া আদালত তোমাকে হেকিমী শিখতে পরামর্শ দিচ্ছে। তুমি সব দিক দিয়েই হেকিম হওয়ার যোগ্য। (হেকিমকে) তুমি। তুমি। তোমার পেশার সবচেয়ে জরুরী ব্যাপারে ফাঁকি দেওয়ার জন্য তোমাকে বেকসুর খালাস করে দেওয়া হ'ল। পেশকার পরের মামলা।

॥ মুস্তাকের ২য় বিচার ॥

[সরাইওয়ালা সহিসকে টানতে টানতে এনে বসায়। সোরাব ও মুস্তাকের প্রবেশ।]

মুস্তাক। পেশকার, এইখানে ?

সোরাব। হ্যাঁ এখানে।

মুস্তাক। আজ দুপুরের খাওয়াটা খুব বেশী হয়ে গেছে। আর এই ঘুরে ঘুরে মামলা তদারকীর কাজে খুব ধকল হয়। (সরাই ওয়ালাকে) মামলাতো তোমার ছেলের বউকে নিয়ে ?

সরাইওয়ালা। হুজুর আমাদের বংশের ইজ্জতের সওয়াল এটা। আমার ছেলে ব্যবসার কাজে গঞ্জে গেছে তাই আমার ছেলের হয়ে আমি এই মামলা দায়ের করতে চাই। এই সেই হারামজাদা সহিস আর এই হলো আমার হতভাগা ছেলের বউ।

[পুত্রবধূ প্রবেশ করে। একটু বেশী ভালো স্বাস্থ্য একটু বেশী খাই খাই ভাব। মুখ ওড়ানায় ঢাকা।]

মুস্তাক। আমি নিয়ে থাকি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সরাই ওয়ালা পয়সা দেয়) বেশ গোড়ার ব্যাপারটা তাহলে চুকে গেল। এটা তো ধর্ষণের মামলা ?

সরাইওয়ালা। হুজুর, আমাদের লায়লাকে ঐ হারামজাদা আস্তাবলে বলাৎকার করেছে।

মুস্তাক। আস্তাবলে ?

সরাইওয়ালা। হ্যাঁ হুজুর।

মুস্তাক। হুঁ, ঐ ছোট মাদী ঘোড়াটা আমার খুব পছন্দ।

সরাইওয়ালা। প্রথমেই আমি লায়লাকে খুব বকুনি দিলাম—মানে আমার ছেলের হয়ে।

মুস্তাক। (গম্ভীরভাবে) আমি বলছিলাম ঐ ছোট মাদী ঘোড়াটা আমার খুব পছন্দ।

সরাইওয়ালা। তা হবে। যা হোক, লায়লা আমার কাছে স্বীকার করল ঐ সহিস বেটা ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরকম করেছে।

মুস্তাক। লায়লা, এদিকে এস। তোমার ওড়না সরাও। (লায়লা তাই করে) আদালত তোমাকে দেখে খুশী হয়েছে। এবার আমাদের বলো কিভাবে কি হলো।

লায়লা। কদিন আগে আমাদের কালো মাদি ঘোড়াটার বাচ্চা হয়েছিলো। কাল রাতে সেটা দেখার জন্য আস্তাবলে ঢুকেছি সহিসটা নিজে থেকে আমায় বললো, "আজ খুব গরম পড়েছে"। তারপরে আমার গায়ে হাত দিল।

মুস্তাক। তারপর ?

লায়লা। তারপর আমি কিছু বোঝার আগেই……সে আমি আপনাকে বলতে পারবো না।

মুস্তাক। তারপর ?

লায়লা। তারপর, আমার শ্বশুর আস্তাবলে ঢুকে আমার ওপর হোঁচট খেয়ে পড়লো—

মুস্তাক। অ্যাঁ !

সরাইওয়ালা। মানে আমার ছেলের হয়ে দেখতে গিয়ে।

মুস্তাক। (সহিসকে) তুমি স্বীকার করছ ঘটনাটা তুমিই শুরু করেছিলে ?

সহিস। হ্যাঁ হুজুর।

মুস্তাক। তুমি গরীবের ছেলে তোমার এসব বড়লোকী কারবারে যাবার দরকারটা কি ?

সহিস। জানি না হুজুর।

মুস্তাক। (লায়লাকে) লায়লা, তুমি কি আচার খেতে পছন্দ করো ?

লায়লা। হ্যাঁ, লঙ্কার আচার।

মুস্তাক। সাজিমাটি মেখে চান করো ?

লায়লা। হ্যাঁ।

মুস্তাক। পেশকার, ছুরিটা মাটিতে ফেলো, লায়লা, যাও—পেশকারের ছুরিটা তুলে নিয়ে এসো।

[লায়লা পশ্চাৎদেশ আন্দোলিত করে হেঁটে ছুরিটা তুলে নেয়।]

মুস্তাক। (লায়লাকে দেখিয়ে) দেখেছো দেখেছো? কেমন দুলছে? হুঁ আসল অপরাধীকে খুঁজে পাওয়া গেছে। ধর্ষণ প্রমাণ হয়েছে। লায়লা, বেশী খেয়ে, সাজি মাটি মেখে চামড়া নরম করে, অত্যাধিক অলস জীবন যাপন করে তুমি এই অসহায় গরীব লোকটাকে ধর্ষণ করেছ। ভেবেছ কি তুমি ঐ রকম একটা পেছন নিয়ে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে আর আদালত তোমাকে ছেড়ে দেবে। এটা হলো মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে প্রচণ্ড আঘাত। সাজা হিসেবে ঐ মাদী ঘোড়াটা যেটা তোমার শ্বশুর তার ছেলের হয়ে চড়তে চেয়েছিল—ঐ ঘোড়াটা আদালত বাজেয়াপ্ত করে নিল। আর লায়লা, তুমি আমার সঙ্গে ঐ আস্তাবলে চলো—আদালত অপরাধের জায়গাটা সরেজমিন পরীক্ষা করে দেখতে চায়।

॥ মুস্তাকের ৩য় বিচার ॥

[পর্দা খুলতে দেখা যায় কাজীর কুর্শিতে বসে আছে মুস্তাক। এমন সময় গণ্ডগোল শোনা যায়। তিনজন জোতদার মিলে এক বুড়ীকে মারতে মারতে মঞ্চে ফেলে দিয়ে আদাব জানায়]

মুস্তাক। পেশকার আসামী কে?

সোরাব। এই বুড়ি।

মুস্তাক। আর ফরিয়াদী?

সোরাব। এই তিন জন জোতদার।

মুস্তাক। মামলা চালু কর।

সোরাব। ঐ সলিমুদ্দি জোতদারের একটা গাইগরু পাঁচ হপ্তা ধরে বুড়ি

তার গোয়ালে লুকিয়ে রেখেছে। এছাড়া বুড়ির কুঁড়েতে তিনটে মুরগী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এরফান মণ্ডলের সন্দেহ ঐ মুরগীগুলো তার। ঐ দৌলত শেখের জমিতে বুড়ি ভাগ চাষ করতো। পাওনা চাওয়ার পরের দিনই ঐ দৌলত শেখের গরুগুলোর গলা কে বা কারা কেটে ফেলেছে।

মুস্তাক। ঠাকুমা, ব্যাপারটা কি?

বুড়ি। আমি কিছুই জানিনা হুজুর। এসবই পীর ডাকাতুল্লার মন্তর।

সলিমুদ্দি। অ্যাঁ, পীর ডাকাতুল্লা! ডাকাত হুজুর। ডাকাত ওয়াহিদ।

মুস্তাক। মানে ডাকাত ওয়াহিদটা আবার কে?

এরফান। ঐ পীর ডাকাতুল্লা হুজুর।

মুস্তাক। তাহলে পীর ডাকাতুল্লাটা কে?

দৌলত। ঐ ওয়াহিদ ডাকাত হুজুর।

মুস্তাক। ধ্যাৎ, পীর ডাকাতুল্লা ডাকাত ওয়াহিদ ডাকাত ওয়াহিদ পীর-ডাকাতুল্লা, একটা লোক একই সঙ্গে দুটো লোক হয় কি ক'রে?

সলিমুদ্দি। হয় হুজুর। ওয়াহিদ এ অঞ্চলের ভয়ংকর ডাকাত। সেই পীর সেজে থাকে। আমার গরু ওই লুঠ করে বুড়িকে দিয়েছে।

মুস্তাক। পেশকার তাহ'লে ঐ পীর ডাকাতুল্লা লোকটিকে তো একবার দেখতে হয়।

সোরাব। হ্যাঁ তাকে আগেই খবর পাঠানো হয়েছে।

মুস্তাক। আচ্ছা ঠাকুমা, এইসব অভিযোগের জবাবে—

(এই সময়ে পীর ডাকাতুল্লা প্রবেশ করে)

তিনজন জোতদার। ওয়াহিদ! (আল্লাকে দোয়া করে)

ডাকাত। সেলাম আলেকুম্ ভাইসব। সেলাম কাজী সাহেব।

মুস্তাক। আপনি কে বটে?

ডাকাত। কিছু বোকা আছে আমাকে পীর বলে ডাকে। আমি সামান্য ফকির হুজুর। পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। আল্লা আপনার ভাল করবেন।

মুস্তাক। (কুর্ণিশ করে) আমি মুস্তাক। বসুন। ঠাকুমা তোমার যা বলার বলে যাও।

বুড়ি। হুজুর, পাঁচ হপ্তা আগে একদিন শেষ রাতে শুনি কে যেন খুব জোরে দরজা ধাক্কাচ্ছে। খুলে দেখি ইয়া-দাড়িওয়ালা একটা লোক হাতে দড়িতে বাঁধা একটা গরু। লোকটা আমায় বলল: 'বুড়ি আমি হলাম গিয়ে পীর ডাকাতুল্লা। তোমার একমাত্র ছেলে লড়াইয়ে মরেছে তোমার খুব কষ্ট, তাই তোমায় গরুটা দিলাম। সামলে রেখ'।

সলিমুদ্দি। ঐ গরুটাই আমার হুজুর। (ডাকাত হো হো করে হাসে)

মুস্তাক। তারপর ঠাকুমা?

বুড়ি। এরপর রাতারাতি সাধু বনে গেল ঐ দৌলত সেখ। হাড়ে হারামজাদা লোক হুজুর, হঠাৎ পালটে গেল ঐ ডাকাতুল্লা পীরের মন্তরে। আমাকে বললে 'ধানের ভাগ দিতে হবে না।'

দৌলত। না ব'লে উপায় কি হুজুর? মাঠে গিয়ে দেখি সব কটা গরুর গলা কাটা।

(ডাকাত হো হো করে হাসে)

মুস্তাক। তারপর—

বুড়ি। (মুস্তাকের ইঙ্গিতে) তারপর হ'লো কি হুজুর, একদিন ভোর বেলায় তিন তিনটে মুরগি—

এরফান। ঐ তিনটে মুরগীই—

(ডাকাত কটমট করে তাকায়)

বুড়ি। হ্যাঁ হুজুর, তিন তিনটে মুরগী আমার ঘরে উড়ে এসে বসল। একটা হুজুর ঠোঁট দিয়ে আমার পায়ের মাংস খুবলে নিয়েছে। সেই থেকে খোঁড়াচ্ছি হুজুর। একবার দেখুন হুজুর, দেখুন।
(কয়েক পা খুঁড়িয়ে হাঁটে। ডাকাত ওয়াহিদ হো হো করে হাসে।)
একটা কথা শুধোই হুজুর : আল্লার মেহেরবাণী ছাড়া কখনো আমার মতো গরীব বুড়ির ঘরে তিন তিনটে মুরগী উড়ে আসে।
(ডাকাত ওয়াহিদ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।)

মুস্তাক। এই যে কথাটা জিজ্ঞেস করলে ঠাকুমা, কথাটা একেবারে আদালতের বুকের মাঝখানে তীরের মত গিয়ে বিঁধছে। তুমি মেহেরবাণী করে এই কুর্শিতে একটু বসো।

(বুড়ি ইতস্ততঃ করে কাজীর কুর্শিতে বসে। মুস্তাক মাটিতে বুড়ির পাশে বসে।)

মুস্তাক। ঠাকুমা গো ঠাকুমা
তুমিই আমার বাংলাদেশ তুমিই আমার বাংলা মা
শণের মত উড়ছে চুল মুখে তোমার কত দাগ
মুর্গী চুরির বদনামেতে সারা দেহে ফুঁসছে রাগ
ধানের ভাগ চাইতে এলে বাঘের মতো লড়ে যাও
কুর্শিতে কেউ বসতে বললে শিশুর মতো ভয় পাও
একটিবার একটিবার
ওগো আমার ঠাকুমা ওগো আমার বাংলা মা
একটি বার জ্বলে উঠে দাওনা একটা রায়
চারপাশে যা ঘটতে দেখি যেন উল্টে যায়।
(জোতদারদের) হারামখোর সব। তোমাদের বিষয়-সম্পত্তি হলো হক্কের মাল আর গরীবের ঘরে একটা গরু কি দুটো মুর্গী থাকলেই সেটা

হলো চুরি! কাফেরের দল, জান না কোরাণে আছে, যার কেউ নেই তার মাথার ওপর আল্লা আছেন। আল্লার দয়ায় অবিশ্বাস করার অপরাধে তোমাদের প্রত্যেককে পাঁচশো লোহর জরিমানা করা হলো যাও ভাগো।

(চাষীরা ভয়ে গুটি সুটি মেরে চলে যায়)

তুমি ঠাকুমা আর তুমি সদাশয় পীর সাহেব মেহেরবাণী করে মুস্তাক কাজী আর তার পেশকারের সঙ্গে একটু কিছু খানা খাও।

গায়কবৃন্দ। এমনিভাবে আইন কানুন রুটির মতো ছিঁড়ে
হরির লুঠ বিলিয়ে দিল হাঘরেদের ভীড়ে,
ধোয়া তুলসীপাতা ছিল না সে, দিব্যি নিত ঘুষ
তবু তার পিঠেতেই এলিয়ে বসে হাভাতে সব মানুষ
এমনিভাবে তিনটি বছর আশার প্রদীপ জেবলে
গরীব লোকের হাকিম ছিল গরীব ঘরের ছেলে
মাথার-ওপর ফাঁসির দাঁড়, কাজীর পোষাক গায়ে
মুস্তাক আলি বিচার করে আপরুচি কায়দায়।

আদালত

[মুস্তাকের কাজীর কুঁশ আবার প্রধান আদালতে দেখা গেল। মুস্তাক মাটিতে বসে জুতো সেলাই করছে আর সোরাবের সঙ্গে কথা বলছে। বাইরে খুব গোলমাল। একটা তোরণ বা দেওয়ালের ওপর একটা বর্শায় গাঁথা রয়েছে রাজা গণেশের মুণ্ডু।]

মুস্তাক। —সোরাব তোমার গোলামীর দিন শেষ, সুলতান আবার তখতে ফিরে এসেছে—নবাব আব্বাস আলার লোকেরাও ফিরে আসছে। যাও, আবার তাদের থুথু চাটো। আর তোমার তো কোন চরিত্র নেই—যাও আবার গরীব মানুষের পেটে লাথি মারো গিয়ে।

ভেবে দেখো সোরাব কি সুখের দিনই যাচ্ছিলো। গরীবদের পোয়াবারো। সেই তিন বছর আগে ঈদের দিন থেকে দেশে কোন শাসন নেই। সুলতান ফেরার। আব্বাস আলি কচুকাটা, রাজা গণেশের পয়সা খেয়ে কালোকুর্তারা তাকেই কলা দেখালো। আর সুলতানের সেপাইদের সঙ্গে কালোকুর্তাদের হাঙ্গামাতো লেগেই আছে। আ-হা-হা সোরাব এই ডামাডোল আর কিছু দিন চললে আইন-কানুন একেবারে চৌপাট হয়ে যেতো, গরীবরা আরো তাকৎ পেতো। হয়তো পুরোনো জমানা বদলে গিয়ে নয়া জমানা আসতো দেশে। কিন্তু আমি মহা উজবুক—সেই ঈদের দিনে সুলতানের জান বাঁচিয়ে দিলাম······সেই সুলতান আবার তখ্‌তে ফিরে এসেছে। কালো কুর্তারা আবার তার দিকে ভিড়েছে। কলিঙ্গরাজ সেপাই রসদ দিয়ে সাহায্য করছে যাতে আমাদের দেশে আইন কানুন ফিরে আসে। হায়, হায়! সোরাব! শহরের চারপাশে সুলতানের সেপাইরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। যাও সোরাব আমি যে মোটা কেতাবটার ওপরে বসতাম সেটা নিয়ে এসো। ১৬

[সোরাব কাজীর কুর্শি থেকে বইটা নিয়ে আসে। মুস্তাক সেটা খোলে]

এইটা হ'ল আইনের কেতাব······এটা আমি সব সময় কাজে লাগিয়েছি। ······তুমি সাক্ষী আছো।

সোরাব। হ্যাঁ, তুমি সব সময় এই কেতাবটার উপর বসেছো।

মুস্তাক। আমি এখন জলদি জলদি দেখে নিই ওরা আমার কি কি করতে পারে। গরীবদের আমি সব সময় ছেড়ে দিয়েছি। আমায় তো তারজন্য খুব চড়া দাম দিতে হবে। বড়লোকের টাকার থলিতে আমি উঁকি মেরেছি—সেটাও খুব বেচাল কাজ হয়ে গেছে। আর

আমার] কোন লুকোবার জায়গা নেই দুনিয়াভর লোক আমাকে চেনে কেন না দুনিয়াভর লোকের আমি উপকার করেছি।

সোরাব। কে যেন আসছে!

মুস্তাক। (প্রাণ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কুর্শির দিকে যেতে থাকে) আসছে? সোরাব, খেল খতম। কিন্তু মানুষ কত বড় হতে পারে সেটা দেখার সুযোগ আমি কাউকে দেব না। আমি হাঁটু গেড়ে মাপ চাইব। আমার চিবুক বেয়ে থুতু গড়াবে। সোরাব, জানের ভয় করছে আমার।

[নাদিরা বেগম আর হাবিলদার সিরাজ ঢোকে সামনে একজন কালোকুর্তা]

নাদিরা। এ লোকটা কে সিরাজ?

মুস্তাক। এ লোকটা আপনার গোলাম বেগম সাহেবা। আপনার জন্য জান দিয়ে দিতে রাজি।

সিরাজ। নাদিরা বেগম। পুরোনো নবাব আব্বাস আলির বিবি। উনি ফিরে এসেছেন, ওর চার বছরের ছেলে বুলবুলের তালাশ করছেন বেগম সাহেবা খবর পেয়েছেন, একজন বাঁদী বুলবুলকে নিয়ে গ্রামের দিকে পালিয়ে গেছে।

মুস্তাক। বাচ্চাকে ফিরিয়ে আনা হবে। হুজুরাইন, আমি আপনার গোলাম।

সিরাজ। বাঁদীটা নাকি বলে বেড়াচ্ছে ঐ বাচ্চাটা ওর নিজের!

মুস্তাক। বাঁদীর গর্দান যাবে। আমি আপনার গোলাম, মালিকা।

সিরাজ। ব্যস, ঠিক আছে।

নাদিরা। (চলে যেতে যেতে) সিরাজ, লোকটাকে সুবিধের মনে হচ্ছে না?

মুস্তাক। (বেগমের পেছন পেছন যেতে যেতে) সব কিছু বন্দোবস্ত হয়ে যাবে বেগম সাহেবা। আমি আপনার গোলাম।

আদালত

গায়ক। আদালতের গল্প এবার শুনুন দিয়ে মন
আব্বাস আলী নবাবের একটি মানিক ধন
কেমনভাবে প্রমান হল কে তার আসল মা
খড়ি মাটির গণ্ডি কেটে আজব পরীক্ষা।

[সদরের আদালত। কালোকুর্তা সিপাহীরা বুলবুলকে নিয়ে প্রবেশ করে। মঞ্চ পরিক্রমা করে পেছন দিক দিয়ে চলে যায়। একজন কালোকুর্তা লুৎফাকে রাখে যতক্ষণ না বুলবুলকে নিয়ে চলে যায়। ছাড়া পেলে লুৎফা মাঝখানে চলে আসে। সঙ্গে নবাব আব্বাস আলির পাচিকা। দূরে হৈ চৈ, পেছনে আগুনে লাল আকাশ।]

লুৎফা। ও না কি ভালো জানো। নিজে নিজেই হাত মুখ ধুতে শিখেছে।

পাচিকা। তোর কপাল ভালো। এই কাজীটা আসলে ঠিক কাজী নয়। আমাদের মতো গরীবদের খুব একটা সাজা দেয় না লোকটা।

লুৎফা। দেখি আজ আমার নসীবে কি আছে?

পাচিকা। একটা কথা বাপু আমার মাথায় ঢুকছে না। বাচ্চাটা তোর নিজের নয় তাও কেন অমন আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছিস।

লুৎফা। ও আমার। আমি ওকে মানুষ করেছি।

পাচিকা। বেগম সাহেবা ফিরে এলে কি হবে তোর খেয়াল হয়নি?

লুৎফা। গোড়ায় গোড়ায় ভেবেছিলাম ওকে ফিরিয়ে দেব। তারপর মনে হল বেগম সাহেবা আর ফিরবে না।

পাচিকা। বুঝেছি···তুই যা চাইবি আমি হলফ করে তাই বলব। তুই মানুষটা বেশ ভালো। (জোরে মুখস্ত বলে) "মাসে পাঁচ মোহরের বদলে আমি বাচ্চাটার জিম্মেদারী নিয়েছিলাম। তিন বছর আগে সেই ঈদের দিনে যখন শহরে দাঙ্গা লাগল তখন লুৎফা বাচ্চাটাকে নিতে আমার কাছে এসেছিল" (মনসুর আসছে চোখে পড়ে) মনসুর মিঞাকে তুই কিন্তু খুব কষ্ট দিয়েছিস। বেচারা কিছু বুঝতেই পারছে না।

লুৎফা। (মনসুরের উপস্থিতি খেয়াল করেনি) এইটুকু যদি না বুঝতে পারে তাহলে ওকে নিয়ে আমার কিসের মাথাব্যাথা।

[লুৎফা মনসুরকে দেখতে পায়, আদাব করে]

মনসুর। (মুখ কালো করে) বিবিজানকে একটা কথা বলার আছে, আমি হলফ করে বলতে পারি বাচ্চাটা আমার।

লুৎফা। (নীচু গলায়) ঠিক আছে, মনসুর মিঞা।

মনসুর। আর একটা কথা: এর মানে কিন্তু এই নয় যে আমার কারো সঙ্গে, বিবিজানের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক আছে।

[দুজন কালোকুর্তা ঢোকে]

প্রথম কালোকুর্তা। কাজী কোথায় গেল ?

দ্বিতীয় কালোকুর্তা। তোমরা কেউ মুস্তাক কাজীকে দেখেছ ?

লুৎফা। (ঘুরে নিজের মুখ ঢাকে) আমাকে আড়াল করে দাঁড়াও। সেই কালোকুর্তাটার মাথায় আমি ডান্ডা মেরেছিলাম যদি তার সামনে পড়ে যাই···

[যে কালোকুর্তা বুলবুলকে নিয়ে এসেছিল সে এগিয়ে আসে]

দ্বিতীয় কালোকুর্তা। কাজী এখানে নেই।

[কালোকুর্তা দুজন খুঁজতে ঢোকে]

পাচিকা। কাজীর আবার কিছু হল নাকি। যদি কাজী বদলায় তাহলে তুই আর বাচ্চা ফিরে পাবি না।

[আরো একজন কালোকুর্তা ঢোকে]

(যে কাজীর খোঁজ করছিল, সে দ্বিতীয় জনকে)

প্রথম কালোকুর্তা। দুটো বুড়োবুড়ী আর একটা বাচ্চা ছাড়া আর কেউ নেই। কাজী পালিয়েছে।

হাবিলদার সুলেমান। তোমরা এখানে কি করছো? তালাশ করে যাও। (তৃতীয় সৈন্যকে) তুমি এখানে থাকো।

[প্রথম দুজন কালোকুর্তা দ্রুত বেরিয়ে যায়। তৃতীয় জন ওখানেই থেকে যায়। লুৎফা হঠাৎ আর্তচীৎকার করে ওঠে। কালোকুর্তাটি ঘুরে দাঁড়ায়। সেই হাবিলদার, কপালে এক বিরাট কাটা দাগ]

তৃতীয় কালোকুর্তা। কি হলো সুলেমান? ঐ মেয়েটাকে চেনো নাকি?

হাবিলদার সুলেমান। (দীর্ঘকাল তাকিয়ে থাকে) না।

তৃতীয় কালোকুর্তা। ঐ মেয়েটাই নবাব আব্বাস আলীর ছেলেটাকে চুরি করেছিল। যদি কোন খবর জানা থাকে বস্তা বস্তা মোহর ইনাম পাবে।

[হাবিলদার সুলেমান শাপান্ত করতে করতে বেরিয়ে যায়]

পাচিকা। সেই লোকটা নাকি (লুৎফা ঘাড় নাড়ে) ও মুখ খুলবে না।

তাহলেই তো ফাঁস হয়ে যাবে ও বাচ্চাটার পেছন পেছন ধাওয়া করেছিল।

লুৎফা। (আশ্বস্ত) হ্যাঁ প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম যে বাচ্চাটাকে আমি কালোকুর্তাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছি।

[বেগম নাদিরা প্রবেশ করে। তার পিছনে হাবিলদার সিরাজ এবং দুজন উকিল]

বেগম নাদিরা। আল্লা মেহেরবান। যা হোক গরীব লোকগুলো ভীড় করেনি আদালতে। ওদের গন্ধ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। মাথায় বুকে দর্দ হতে থাকে।

প্রথম উকিল। বেগম সাহেবা, আমার আর্জি যতক্ষণ না সুলতান ঐ বদমাশ মুস্তাক কাজীর বদলে নতুন কাজী বহাল করছেন ততক্ষণ কথাবার্তা একটু সামলে বলবেন।

দ্বিতীয় উকিল। মামলা দেখার জন্য কোন ভীড় হবে না, মনে হচ্ছে। শহরের চারপাশে দাঙ্গা লেগেছে তো।

বেগম নাদিরা। (লুৎফাকে দেখিয়ে) ঐটা নাকি সেই জানোয়ারটা ?

প্রথম উকিল। বেগম সাহেবা, আপনাকে আবাব বলছি কোনো গালিগালাজ করবেন না এখন।

[কালোকুর্তারা আদালতে ঢোকে। দুজন কালোকুর্তা থাম্বায় দড়ি ঝোলায়। মুস্তাক ও সোরাবকে হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। তাদের পেছন পেছন আসে সেই তিনজন জোতদার]

দ্বিতীয় কালোকুর্তা। পালাবার তাল করছিলে, এ্যা ?

(মুস্তাককে মারে)

প্রথম জোতদার। ফাঁসিতে লটকানোর আগে কাজীর জোব্বাটা ওর গা থেকে খুলে নাও।

[কালোকুর্তা এবং জোতদাররা মুস্তাকেব গা থেকে জোব্বা খুলে নেয়। তার পরণে ছেঁড়া ছোট পোষাক। কেউ একজন তাকে লাথি মারে। দুটো চারটে কথা সহ মুস্তাকের মারধোর চলতে থাকে]

বেগম নাদিরা। (কালোকুর্তাদের খেলার সময় পাগলের মতো হাততালি দিতে থাকে) শুরু থেকেই লোকটাকে আমার খারাপ লেগেছিল।

মুস্তাক। (রক্তাক্ত, টলতে টলতে) আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, এক-টুকরো কাপড় দাও আমাকে।

দ্বিতীয় কালোকুর্তা। কি দেখতে চাস টাকি তুই?

মুস্তাক। তোমাদের দেখতে চাই। তোমাদের কুত্তাদের। (চোখের রক্ত জামার হাতা দিয়ে মোছে) সেলাম আলেকুম কুত্তার দল। কুত্তারা সব ভালো আছে তো? রাজা গণেশের বদলে নতুন মনিব পাওয়া গ্যাছে পা চাটার জন্য? কুত্তারা সবাই সবাইকে দাঁত দেখাচ্ছে তো?

[একজন হাবিলদারের সঙ্গে ধুলোমাখা দূত প্রবেশ করে। থলি থেকে পরচা বার করে পড়ে, তারপর কুর্তাদের থামায়]

দূত। রোখো—নতুন লোক বহালের ব্যাপারে সুলতানের হুকুমনামা এনেছি।

হাবিলদার। (গলা ফাটিয়ে) হোঁশিয়ার।

(সকলে লাফিয়ে ঠিকঠাক দাঁড়ায়)

দূত। নতুন কাজী বহালের হুকুম: "তিন বছর আগে ঈদের দিনে সারা বাঙলার সুলতান জাফর খাঁর জান বাঁচানোর ইনাম হিসেবে দৌলতপুরের মুস্তাক আলি খানকে নয়া কাজী বহাল করা হল"। দৌলতপুরের মুস্তাক আলি—কোথায় সে?

সোরাব। ঐ যে ঐ ফাঁসিকাঠে হুজুর।

হাবিলদার। (উচ্চস্বরে) কি হচ্ছে কি এখানে?

হাবিলদার সুলেমান। হুজুর হুকুম দিলে একটা কথা পেশ করি। মুস্তাক

আলি সাহেব আগে থেকেই আমাদের বড় কাজী ছিলেন। তিনজন জোতদার ওর নামে নামে নালিশ করেছিল। সেইজন্যই কাজী সাহেবকে আমরা সুলতানের দুষমণ ভেবেছিলাম।

হাবিলদার। (জোতদারদের দেখিয়ে) ওদের বের করে দাও। (তিনজনকে বের করে দেওয়া হয়, তারা কুর্নিশ করতে করতে যেতে থাকে) খেয়াল রেখো কাজী সাহেবের যেন আর কোনো বেইজ্জতি না হয়।

[হাবিলদার সহ দূতের প্রস্থান]

পাচিকা। নাদিরা বেগম হাততালি দিয়ে নাচছিলো। হে আল্লা! মুস্তাক যেন দেখে থাকে।

প্রথম উকিল। সব বরবাদ হয়ে গ্যালো।

[মুস্তাক মূর্ছা গিয়েছিল জ্ঞান ফিরলে তাকে কাজীর পোষাক পরানো হয়। সে টলতে টলতে কালোকুর্তাদের কাছ থেকে চলে যেতে থাকে।]

দ্বিতীয় কালোকুর্তা। বড় গলতি হয়ে গ্যাছে হুজুর-এ-আলি!

তৃতীয় কালোকুর্তা। হুজুরের এখন কি হুকুম?

মুস্তাক। কিছু না। আমার কুত্তাভাইয়েরা। সির্ফ একটা নতুন পা চাই—চাটবার জন্য। (সোরাবকে) তোমাকে মাফ করে দেওয়া হল। (সোরাবকে বন্ধনমুক্ত করে দেওয়া হয়) আমার জন্য মদ নিয়ে এস। সবচেয়ে মিঠে মদ। (সোরাব বেরিয়ে যায়) তোমরা কুত্তা ভাইয়েরা (দুজন কালোকুর্তা ঢোকে] আর তোমরাও বেরোও—আমি এখন মামলা শুরু করবো।

[কালো কুর্তারা চলে যায়, সোরাব মদ নিয়ে আসে, মুস্তাক তাতে এক বড় চুমুক দেয়।]

আমার পেছনে বসবার একটা কিছু একটা দাও।

[সোরাব আইনের বই এনে কাজীর কুর্শীতে রাখে, মুস্তাক তার ওপর বসে]

আমি নিয়ে থাকি।

[উকিলরা এতক্ষণ চাপা ভীত গলায় পরামর্শ করছিলো। তাদের মুখে হাসি ফোটে। তারা ফিসফিস করে]

পাচিকা। হায় আল্লা!

[উকিলরা মুস্তাকের দিকে এগোয়, মুস্তাক উৎসুকভাবে উঠে দাঁড়ায়]

প্রথম উকিল। একেবারে ফালতু মামলা হুজুর-এ-আলি।

দ্বিতীয় উকিল। আসামী বাচ্চাটিকে গায়েব করেছিল, এখন ফেরত দিতে নারাজ।

মুস্তাক। (বাঁ হাত বাড়ায় এবং লুৎফার দিকে তাকায়) বড় খুব সুরৎ দেখতে।

[আরো টাকা পায়]

আমি মামলা শুরু করলাম। খাঁটি সত্য জানতে চাই। (লুৎফাকে) বিশেষ করে তোমার কাছ থেকে।

প্রথম উকিল। (কুর্নিস কোরে) মহামান্য আদালত, দুনিয়াতে যত বাঁধন আছে, সবচেয়ে জোরদার বাঁধন রক্তের। মায়ের কাছ থেকে কি তার বাচ্চাকে ছিনিয়ে নেওয়া যায়? ধর্মীয় পবিত্র মিলনের ফল এল পেটে—তারপর কত কষ্টে কত যন্ত্রণায় সেই শিশুর জন্ম! মহা—মহামান্য আদালত। নজর করলে দেখা যায়—

মুস্তাক। (ওকে থামিয়ে লুৎফাকে) এই উকিল যা যা বললেন এবং আরও যা যা বলতে পারেন তার জবাবে তোমার কি বলার আছে?

লুৎফা। বাচ্চা আমার।

মুস্তাক। ব্যস হয়ে গেল জবাব? প্রমাণ করতে পারবে তো? বুঝিয়ে বলোত কেন তোমায় বাচ্চাটা দেওয়া হবে?

লুৎফা। আমি আমার বিচার বুদ্ধি মত ওকে মানুষ করেছি। সব সময় ওর জন্য কিছু খানার বন্দোবস্ত করেছি। প্রায় সব সময় ওর মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করেছি। আমি কখনও নিজের আরামের কথা ভাবিনি। সবার সাথে দোস্তি করতে শিখিয়েছি। যতটা পারে নিজেই নিজের কাজ করতে শিখিয়েছি। কিন্তু এখনো ও বড্ড বাচ্চা।

প্রথম উকিল। হুজুর-এ-আলি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে! মেয়েটি কখনোই বাচ্চাটার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে এরকম কোন দাবী জানাচ্ছে না।

মুস্তাক। আদালত কথাটা খেয়াল রেখেছে।

প্রথম উকিল। হুজুরকে ধন্যবাদ। হুজুর অনুমতি দিলে একজন মহিলা—যিনি অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন—আপনার কাছে তাঁর জবানী পেশ করতে পারেন।—বেগম নাদিরাবাণু।

বেগম নাদিরাবাণু। (শান্তভাবে) কিসমতের চক্করে আজ আমি নিজের ছেলেকে ভিক্ষা চাইতে বাধ্য হচ্ছি। বাচ্চাকে হারিয়ে মায়ের দিলে যে কি কষ্ট কি যন্ত্রণা সে কথা আপনাকে আমি কেমন করে বুঝিয়ে বলব! রাতের পর রাত আমি ঘুমোতে পারি না, দিনের পর দিন আমি···

দ্বিতীয় উকিল। (ফেটে পড়ে) বেগম সাহেবার ওপর যে কি জুলুম হচ্ছে সে কথা ভাবলে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সম্পত্তির ওপর কোন এক্তিয়ার নেই তার। সব কিছুর ওয়ারিশ ঐ বাচ্চাটা। এমন কি হুজুর নিজের উকিলদের মজুরী দেবার ক্ষমতা নেই ওঁর। (প্রথম উকিলের জ্বালাময়ী ভাষণ থামানোর জন্য সে প্রাণপণে হাত-পা নেড়ে যাচ্ছে) নাঃ নাঃ আমাকে থামাবেন না। দেখুন জনাব শহাবুদ্দিন, আমরা কেন আদালতকে

সাফসাফ জানাচ্ছি না যে আমাদের মক্কেলের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নবাব আব্বাস আলির খাস বিষয় সম্পত্তির দখল পাওয়া। বাচ্চাটা ওর জিম্মাতে না এলে বেগম সাহেবা কিছুতেই সম্পত্তির হক পেতে পাবেন না—কাজে কাজেই···

প্রথম উকিল। ওহো জনাব ওয়াহীদুল্লা···আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিলো··· (মুস্তাককে) হ্যাঁ একথা সত্যি যে এই মামলার ওপর আরো একটা জরুরী ব্যাপার নির্ভর করছে—নবাব আব্বাস আলির খাস সম্পত্তির কি হবে? কিন্তু আসল ব্যাপার হল বেগম নাদিরাবাণু—একজন হতভাগ্য মা—ছেলের অভাবে তাঁর দিল টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে!

মুস্তাক। থামুন! বিষয় সম্পত্তির কথা উল্লেখ করাতে আদালতের খুব কষ্ট হচ্ছে। আদালত বিশ্বাস করে বিষয় সম্পত্তির কথা ভাবা খুবই মানবিক ব্যাপার।

দ্বিতীয় উকিল। অনেক অনেক ধন্যবাদ হুজুর-এ-আলি জনাব শহাবুদ্দিন, ঘটনা যাই হোক আমরা একথা নিশ্চয় প্রমাণ করতে পারি ঐ মহিলা সন্তানের প্রকৃত মা নন। সেই ইদের দিনে এমন এক পরিস্থিতি হয় যার ফলে পালাবার সময় বেগম নাদিরাবাণু তাঁর সন্তান বুলবুকে ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হন। অপরদিকে নবাব মঞ্জীলের রসুই খানার বাঁদী লুৎফুন্নেসা সেই ইদের দিনে সেখানে হাজির ছিল—অনেকে দেখেছে বাচ্চাটা সেদিন লুৎফুন্নেসার সঙ্গে ছিল।

পাচিকা। হ্যাঁ তখন যে বেগম সাহেবা কি কি জামা কাপড় সঙ্গে নেবেন তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

দ্বিতীয় উকিল। (না ঘাবড়ে) এর প্রায় এক বছর পরে হঠাৎ দেখা গেল লুৎফুন্নেসাকে কালিন্দীর ধারে এক গাঁয়ে—সঙ্গে একটি বাচ্চা—সেখানে লুৎফুন্নেসা ইউসুফ মিঞা নামে একটি লোককে শাদী করল।

মুস্তাক। কালিন্দী…সে তো অনেক দূরে…সেখানে কি করে পেঁছিলে তুমি ?

লুৎফা। পায়ে হেঁটে হুজুর। আর ঐ বাচ্চাটা আমার।

পাচিকা। আমি বাচ্চাটাকে দেখাশোনা করতাম হুজুর, মাসে পাঁচমোহর খরচ পেতাম।

মনসুর। হুজুর আমি ঐ বাচ্চাটার বাবা।

মুস্তাক। কালিন্দীর ধারে এই মেয়েটা যাকে শাদী করেছিল—সে কি তুমি ?

মনসুর। না হুজুর—ও শাদী করেছে একজন…চাষাকে।

মুস্তাক। (লুৎফার দিকে চোখ টিপে) কেন ? বিছানায় কমজোর ছিল নাকি লোকটা ? সত্যি কথা বলো আমাকে কিচ্ছু লুকোবে না।

লুৎফা। না হুজুর, আমাদের ওসব কিছু হয়নি। আমি শাদী করেছিলাম যাতে ওই বাচ্চাটার মাথায় একটা চালা জোটে (মনসুরকে দেখিয়ে) ও তখন যুদ্ধে গিয়েছিলো।

মুস্তাক। এখন ছোকরা তোমাকে ফেরৎ চাইছে ?

মনসুর। আমি সাক্ষীতে বলতে চাই যে—

লুৎফা। (রেগে) আমি এখন ত র স্বাধীন নই হুজুর।

মুস্তাক। তাহলে তোমার কথামত বাচ্চাটার বাপের ঠিক নেই ? (লুৎফা নিরুত্তর) আচ্ছা, একটা কথা বলোতো আমায়—বাচ্চাটা ঠিক কি রকম মানে…রাস্তার বাচ্চা নাকি খানদানী বখাটের রক্ত আছে ওর শরীরে ?

লুৎফা। ওর মুখে একটা নাক ছিল ?

মুস্তাক। ওর মুখে একটা নাক ছিল। জিজ্ঞেস করছি বাচ্চাটার বাপ কে জবাব দিচ্ছে ওর মুখে একটা নাক ছিল। তখন থেকে উল্টোপাল্টা

বকে আদালতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছো তুমি। তোমাদের আমি খুব চিনি—সব সব জোচ্চোর তোমরা!

লুৎফা। কেন জলদি জলদি মামলা শেষ করতে চাইছেন আমি বুঝতে পেরেছি। ওরা তখন আপনার বাঁ হাতে কি দিল আমি দেখিনি?

মুস্তাক। চুপ করো! তোমার কাছ থেকে কিছু নিয়েছি আমি।

লুৎফা। (পাচিকার বাধা অস্বীকার করে) আমার তো কিছু নেই।

মুস্তাক। সে তো আমি জানি। তোমাদের মত হাঘরেদের কাছ থেকে যে কখনো একটা কানাকড়িও পাওয়া যায় না সে আমি জানি না তা আমি কি উপোস করে মরব? কশাইখানায় যখন মাংস কিনতে যাও তখন তো পয়সা নিতে ভোলো না। আর কাজীর কাছে যাচ্ছ যেন হিঁদুদের ছান্দের খানা খেতে যাচ্ছ—খালি খাবে কিছু দেবে না।

মনসুর।
হাতীর পিঠে হাওদা চাপে
ঘোড়ার পিঠে জিন
মাছি নাচে পাখনা মেলে
তা ধিনা ধিন ধিন

মুস্তাক। (আগ্রহের সঙ্গে লড়াইয়ের মনোভাব নিয়ে)
ঝর্ণা তলার নুড়ি পাথর চেয়ে দেখবো না
আস্তাকুঁড়ে গড়াক মোহর তবুও তো সোনা।

মনসুর।
ছিপ বলে কেঁচোকে চল যাই পুকুরে
টুকটাক ধরি মাছ নিঃঝুম দুপুরে

মুস্তাক।
আহাম্মকরা নিজেই নিজের
দুষমনরে দাদা

মনসুর।
বাতকর্মের কিন্তু কোন নাক নেই
সে খাঁদা

মুস্তাক। আদালতে অশ্লীল কথা বলার দারে ১০ মোহর জরিমানা। এবার বুঝবে বিচার কাকে বলে।

লুৎফা। খুব খুব খুব সুন্দর বিচার। আমাদের টুঁটি চেপে ধরাতো খুব সোজা। আমরা তো আর ঐ ওদের মতো কায়দা করে কথা বলতে পারি না আর আমাদের কোন উকীলও নেই।

মুস্তাক। ঠিক তাই। তোমরা সব সব গোমুখখুর দল। তোমাদের প্রত্যেককে ফাঁসিতে লটকানো উচিৎ।

লুৎফা। তাতো উচিৎ হবেই।—তা না হলে ঐ ওকে বাচ্চাটা দেবেন কি করে। খুব তো কায়দা-কেতা জানে—বাচ্চার কাঁথা পাল্টাতে পারে? সাফ সাফ বলে দিচ্ছি আপনিও আমার মতই মুখখু—বিচার বুদ্ধি কিচ্ছু নেই।

মুস্তাক। আমি মুখখু! উ? হুঁ…এ কথাটার মধ্যে খানিকটা সত্যি আছে। আমি মহামুখখু। পরণে ছেঁড়া কামিজ। নিজের চোখে দেখে নাও। যা কামাই সব খাবার আর মদেই চলে যায়। অথচ আমি লেখাপড়া শিখেছিলাম বড় মৌলবীর মাদ্রাসায়। ভালো কথা মনে পড়েছে তোমাকেও দশ মোহর জরিমানা করলাম। আদালত অবমাননার দায়ে। তা ছাড়া তোমার মত মাথামোটা মেয়েছেলে আমি কোথাও দেখিনি। কোথায় আমার দিকে মিষ্টি মিষ্টি হাসবে মধ্যে মধ্যে ঢেউয়ের মত পেছন দুলিয়ে আমাকে ভোলানোর চেষ্টা করবে…তা না আমাকেই চটিয়ে দেওয়া…বিশ মোহর জরিমানা।

লুৎফা। তিরিশ মোহর কর না, তাও আমি গলা ফাটিয়ে বলব তোমার বিচার কেমন! মাতাল ঢ্যাড়শ!

মুস্তাক। (রেগে) কি আমি ঢ্যাড়শ!

লুৎফা। এঃ .বাকতাল্লা মারছে যেন বড় মসজিদের ইমাম! তোমাকে,

যখন তোমার মায়ের পেট থেকে টেনে বের করেছিলো তখন কি তোমার মা ভাবতে পেরেছিলো একদিন তুমি বড় হবে, লায়েক হবে তারপর একমুঠো চাল চুরি করবার জন্য তোমার নিজের মাকে ডাণ্ডা মারবে। তোমার লজ্জা করছে না? তুমি তুমিতো ওদের চাকর হয়ে গ্যাছ। ওদের চাকর হয়ে ওদের ধন দৌলত-মহল সব যা ওরা আমাদের থেকে চুরি করেছে—সেইসব ওদের কুত্তার মত পাহারা দিচ্ছ। বড়লোকের বাড়ীর কুকুর ভাবছে বাড়ীটা বুঝি তারই। তোমার মত ধান্ধাবাজরা চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই ওরা এক টুকরো মাংসের লোভ দেখিয়ে আমাদের লোককেই আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিচ্ছে।

[মুস্তাক উঠে দাঁড়ায়। মুখ উজ্জ্বল হতে থাকে। বাধা দিতে থাকে। থামানোর জন্যে কিন্তু যথেষ্ট মন নেই। লুৎফার ভর্ৎসনা চলতে থাকে।]

ভেবোনা একটা চোর কি একটা খুনীকে যতটা খাতির করে লোকে তার বেশী খাতির করবো তোমায়। বাচ্চা তুমি কেড়ে নাও আমার কাছ থেকে, আমি তো জানি তুমি তাই করবে। কিন্তু একটা কথা শুনে রাখো, তোমার এই কুর্শীতে কাদের বসানো উচিত জানো যারা মানুষের রক্ত চুষে খায়, যারা বাচ্চা ছেলে মেয়েদের বেইজ্জত করে, তাদের। সেইটাই উচিত সাজা তাদের। সেইটাই উচিত সাজা তোমার···কুর্শীতে বসে বসে নিজের ভাই বহিনের বিচার করো লজ্জা করে না তোমার?

মুস্তাক। (বসে পড়ে) এবার তিরিশ মোহর। আর আমি তোমার সঙ্গে গলাবাজি করতে পারব না।···এরকম চলতে থাকলে কাজীকে কেউ মানবে? তোমার মামলায় আর আমার কোন উৎসাহ নেই। সেই বুড়ো-বুড়ি কোথায় গেল—যারা তালাক চাইছে? (সোরাবকে)

ওদের ডেকে নিয়ে এস। এই মামলা কিছুক্ষণের জন্য মুলতুবি রইল।

প্রথম উকিল। রায় আমাদের দিকে এসে গ্যাছে।

প্যাঁচকা। (লুৎফাকে) খুব চটে গ্যাছে কাজী, আর তুই বাচ্চা পাবি না।

(অতিবৃদ্ধ দম্পতির প্রবেশ)

বেগম নাদিরা। ওঃ সিরাজ! আমার আতর লাগানো রুমালটা কোথায়?

মুস্তাক। আমি নিয়ে থাকি। (বৃদ্ধ দম্পতি কিছু বোঝেনি) শুনলাম আপনারা তালাক চান? আপনাদের শাদী হয়েছে কতদিন?

বৃদ্ধা। ষাট বছর হুজুর।

মুস্তাক। তো আপনারা তালাক চাইছেন কেন?

বৃদ্ধ। আমরা কেউ কাউকে পছন্দ করি না হুজুর।

মুস্তাক। এ্যাঁ কবে থেকে শুরু হয়েছে এই অপছন্দ?

বৃদ্ধা। সে একেবারে গোড়া থেকেই হুজুর।

মুস্তাক। তা দুজনেরই যখন দুজনকে অপছন্দ মিঞা তালাক দিলেই পারতেন!

বৃদ্ধা। আমি তো রোজদিন বলি বুড়ো বলে আমার ভয় করে।

মুস্তাক। ঠিক আছে। আমার হাতে আর একটা মামলা আছে সেটার ফয়সালা করেই আমি আপনাদের মামলার রায় দিয়ে দেব। (সোরাব বৃদ্ধ দম্পতিকে পেছন দিকে নিয়ে যায়) বাচ্চাটাকে দরকার আমার। (লুৎফাকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করে। তারপর সহৃদয় ভাবে লুৎফার দিকে ঝোঁকে) আমি লক্ষ্য করেছি বিচারের ব্যাপারে একটু খুঁতখুঁতি আছে তোমার! বাচ্চাটা তোমার আমি বিশ্বাস করি না। যদি ধরে নিই তোমারই, তুমি কি চাওনা ও বড়লোক হোক। একবার যদি মুখ ফুটে বলো বাচ্চাটা তোমার নয় সঙ্গে সঙ্গে ওর নিজের মঞ্জীল

হবে ; আস্তাবলে হাজার ঘোড়া, দরজায় হাজার ভিখারী, ছাউনিতে হাজার সিপাহী, বলো, তুমি কি চাওনা ও বড়লোক হয়ে আরামে দিন কাটাক ?

লুৎফা। বড়লোক ? না না ও নষ্ট হয়ে যাবে না না !

মুস্তাক। মনে হচ্ছে তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি।

লুৎফা। আমি বাচ্চাকে দেব না। আমি ওকে মানুষ করেছি। ও আমায় চেনে।

[সোরাব বাচ্চা নিয়ে প্রবেশ করে]

বেগম নাদিরা। ওর গায়ে ছেঁড়া কামিজ !

লুৎফা। মিথ্যে কথা। ওর ভালো কামিজটা পরানোর সময় দেয়নি আমাকে।

বেগম নাদিরা। শুয়োরের খোঁয়াড়ে রেখে দিয়েছিল ওকে।

লুৎফা। আমি মোটেই শুয়োর না। এখানে আরো কেউ কেউ আছে যারা শুয়োর। আপনি বাচ্চাকে কোথায় ছেড়ে দিয়েছিলেন ?

বেগম নাদিরা। দাঁড়া দেখাচ্ছি তোকে, হারামজাদী ! (লুৎফার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়, উকীলরা অতিকষ্টে ওকে ঠেকায়) নমক হারাম ! চাবুক লাগাতে হয় !

দ্বিতীয় উকিল। (বেগমের মুখ চাপা দিয়ে) হুজুরাইন বেগম সাহেবা !

মুস্তাক। আসামী এবং ফরিয়াদী। আদালত তোমাদের মামলা শুনেছে। শুনে এই সিদ্ধান্তে পেঁছেছে যে এই বাচ্চার আসল মা কে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কাজী হিসেবে আমার দায়িত্ব এই বাচ্চার একটা মা খুঁজে দেওয়া। সোরাব, যাও এক টুকরো খড়ি মাটি নিয়ে এসো। আমি এখন একটা পরীক্ষা নেব। মাটিতে একটা গণ্ডি কাটো। (সোরাব নির্দেশ পালন করে) এবার বাচ্চাটাকে ঐ গণ্ডির মাঝখানে

রাখো। (সোরাব বুলবুলকে মাঝখানে রাখে, বুলবুল লুৎফার দিকে তাকিয়ে হাসে) তোমরা দুজনে গণ্ডির পাশে গিয়ে দাঁড়াও। (নাদিরা বেগম এবং লুৎফা গণ্ডির কাছাকাছি যায়) দু'জনে বাচ্চার একটা করে হাত ধরো। এবার যে বাচ্চাকে জোর করে নিজের কাছে টেনে নিতে পারবে সেই বাচ্চার আসল মা।

দ্বিতীয় উকিল। আমি প্রতিবাদ করছি। মহামান্য আদালত, নবাব আশ্বাস আলির বিশাল বিষয়-সম্পত্তির সব কিছুর ওয়ারিশ ঐ বাচ্চা…ঐ বাচ্চার আসল মা কে ঠিক হবে—কুস্তির লড়াইতে?—এ হতে পারে না হুজুর। আর তাছাড়া ঐ মেয়ে লোকটির গায়ে খাটার আদত আছে, আমার মক্কেল ওর সঙ্গে পেরে উঠবে না।

মুস্তাক। আরে না না—রক্তের সম্পর্ক—খুব পারবে। টানো।

[নাদিরা বেগম বুলবুলকে নিজের দিকে টেনে নেয়। লুৎফা ওকে ধরে রাখতে পারে না। বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে]

প্রথম উকিল। (নাদিরা বেগমকে অভিনন্দন জানায়) কি বলেছিলাম আমি। রক্তের টান।

মুস্তাক। (লুৎফাকে) কি হল তোমার? তুমি ওকে টানলে না কেন?

লুৎফা। আমি ওকে জোর করে ধরে রাখতে পারিনি। (মুস্তাকের কাছে দৌড়ে যায়) হুজুর, আমি আপনাকে যা যা বলেছি সব ফিরিয়ে নিচ্ছি। আপনার কাছে মাপ চাইছি। ও যতদিন না ঠিক ঠাক কথা বলতে পারে ততদিন আমার কাছে থাকুক। হুজুর ওযে মোটে কয়েকটা কথা শিখেছে।

মুস্তাক। আদালতকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। আমি বাজী রেখে বলতে পারি তুমি নিজেই কুড়িটার বেশী কথা জানো না। ঠিক

আছে, আমি নিশ্চিত হবার জন্য আর একবার পরীক্ষা নিচ্ছি। পেশকার বাচ্চা!

[দু'জন মহিলা আবার নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়ায়]

মুস্তাক। টানো!

[লুৎফা আবার বাচ্চাকে ছেড়ে দেয়]

লুৎফা। (ভেঙ্গে পড়ে) আমি ওকে মানুষ করেছি, বড় করেছি, আমি কি করে ওকে দু'টুকরো করে ফেলব? এ আমি পারব না।

মুস্তাক। (উঠে দাঁড়িয়ে লুৎফাকে) এই যে মা, ও মেয়ে তোমার বাচ্চাকে নাও—নিয়ে সরে পড়ো। একটা পরামর্শ দিই। ওকে নিয়ে শহরে থাকাটা নিরাপদ নয়। (নাদিরা বেগমকে) আর তুমি আদালতকে ঠকানোর অভিযোগে জরিমানা করবার আগেই সরে পড়ো। নবাব আব্বাস আলীর সব বিষয়-সম্পত্তি শহরের তোষাখানায় বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল।

নাদিরা। ওঃ সিরাজ!

[নাদিরা বেগম সিরাজের সঙ্গে মঞ্চের ডান দিক দিয়ে প্রস্থান করে। উকিল দু'জনও তাদের পিছু পিছু চলে যায়]

মুস্তাক। ঐ সব ধন সম্পত্তি দিয়ে বাচ্চাদের জন্য একটা বাগান তৈরী হবে। শহরের বাচ্চাদের একটা খেলার বাগান খুব দরকার। আর হ্যাঁ—বাগানটা আমার নামেই হোক—মুস্তাক বাগ। আর এই রইল তোমার কাজীর জোব্বা। দীনবন্ধু সেজে দুনিয়াভর লোকের উপকার করে বেড়ানো—সে বড় ঝক্কি!

[মঞ্চের দু'পাশ দিয়ে একদল লোক ঢোল বাজিয়ে নাচতে নাচতে ঢোকে।]

গান। নোতুন ধানের গন্ধ মেখে বইছে নতুন হাওয়া
সেই হাওয়াতে লেগেছে সুর অনেক চাওয়া পাওয়ার

[গানের প্রথম স্তবক শেষে নাচ থেমে যায়]

মুস্তাক। এই এই কি ব্যাপার? আদালতে হো হো করে নাচ গান। ব্যাপারটা কি?

অনেক। আজ নবান্নের দিন, আমাদের সবার ইচ্ছে মুস্তাক কাজীর সঙ্গে একটু নাচ-গান করবো।

মুস্তাক। তা করো নাচ-গান।

সোরাব। কি নাচ-গান করবে? এখনো আদালতের কাজ বাকী পড়ে আছে।

মুস্তাক। কি কাজ বাকী পড়ে আছে?

সোরাব। ঐ বুড়োবুড়ির তালাকের ব্যাপারটা ঠিক করতে হবে না?

মুস্তাক। তালাক। তালাক। তালাক।

[মুস্তাক চলে যেতে থাকে]

সোরাব। মুস্তাক, ভুল হয়েছে, ভুল হয়েছে, তুমি ঐ বুড়োবুড়িকে তালাক দাওনি। তুমি ঐ লুৎফা বিবিকে তার স্বামী ইউসুফ মিঞার থেকে তালাক লিখে দিয়েছ।

মুস্তাক। কি আমি ভুল লোকেদের তালাক দিয়ে দিয়েছি? খুব আফশোষের কথা, কিন্তু ভুল তো স্বীকার করতে পারব না। আমি ভুল করেছি স্বীকার করলে—দেশের বড় বড় জায়গায় যারা বসে আছে তারা ভুল করেছে স্বীকার করলে দেশ কখনো চলে? (বুড়োবুড়িকে) তার চেয়ে এতদিন যখন মানিয়ে নিয়েছেন বাকী কটা দিনও মানিয়েই নিন। (লুৎফা ও মনসুরকে) তোমাদের দুজনের কাছে এখনোও চল্লিশ মোহর পাওনা আছে।

মনসুর। (থলি বার করে) খুব সন্তুষ্ট হলো হুজুর, আল্লা আপনার ভাল করুন।

মুস্তাক। (নিজের জেবে মোহরগুলো রেখে) আল্লা তোমাদেরও ভাল করবেন। এগুলো এখন আমার খুব কাজে লাগবে।

লুৎফা। আজ রাতেই আমরা শহর ছেড়ে চলে যাই কি বলিস বুলবুল? (বুলবুলকে কাঁধে তুলতে তুলতে মনসুরকে) তোমার পছন্দ ওকে?

মনসুর। হ্যাঁ লুৎফা বিবি আমার ওকে পছন্দ।

লুৎফা। এবার তোমাকে বলতে পারি মনসুর মিঞা, আমি ওকে নিয়েছিলাম কারণ সেইদিন—সেই ইদের দিনে তোমার সঙ্গে আমার শাদীর কথা হয়েছিল। ওতো তোমার আমারই বাচ্চা মনসুর মিঞা। আয় বুলবুল আমরা নাচি।

গান। সারা বছর রক্তে ঘামে
ফসল ফলাই অনেক দামে
মহাজনের লেঠেল পাইক যতই করুক ধাওয়া
এবার গোলায় তুলছি সে ধান
মাথায় ছুঁয়ে মাটির এ দান
সবাই মিলে নবান্নেতে খুশীর এ গান গাওয়া।

[গানটি গাইতে গাইতে লুৎফা, বুলবুলের সঙ্গে সমস্ত জনতা মঞ্চে নাচতে থাকে। এরই মধ্যে মুস্তাক কোন এক সময় প্রস্থান করে, কেউ তাকে দেখতে পায় না। গায়কবৃন্দ প্রবেশ করে]

গায়ক। মুস্তাক গেল কোথায় হারিয়ে সেই সন্ধ্যের পর
কেউ কোনদিন হদিশ পায়নি তার
যাঁরা শুনলেন এই গপ্পের বৃত্তান্ত

মনে রাখবেন এই গল্পের সাধাসিধে সিদ্ধান্ত
যে কোন জিনিষ হাতে পাবে সেই,
যোগ্যতা আছে যার
গাড়ী যাবে ভালো চালকের হাতে
ছুটবে সে জোরদার
শিশুকে দেখবে স্নেহময়ী নারী বড় হয়ে ওঠে যাতে
ফসল ফলাবে যারা ক্ষেতমাঠ যাবে সেই চাষীর হাতে।

[মঞ্চে সমস্ত চরিত্রগুলি স্থির হয়ে যায়। আস্তে আস্তে প্রধান পর্দা নেমে আসে।]

ব্যতিক্রম

॥ গৌরচন্দ্রিকা ॥

গায়িকা। সমাগত সুধীজনে সকলে শুনুন,
দূর পথ-যাত্রার এক কাহিনী নতুন।
তিনজন পথিকের দেব বর্ণনা,
একজন শোষক আর শোষিত দু'জনা।
ভালো করে দেখেশুনে করুন বিচার
এই সব মানুষের আচার ব্যবহার।
কূলকিনারা মেলেনা যার সেটাই তো স্বাভাবিক,
দুর্বোধ্য ঠেকলে পরেও সেটাই নিয়ম ঠিক।
খুব সামান্য ঘটনাকেও বিশ্বাস নেই তত,
এমন কি জরুরী? যা সব ঘটছে অবিরত?
নিয়ম মাফিক অনিয়মের আজব রাজত্বে,
বিধির বিধান অটুট রাখুন যে কোন সর্তে।

॥ বৃত্তান্ত এক ॥

মরুভূমিতে প্রতিযোগিতা

[একটি অভিযাত্রী দল মরুভূমির মাঝখানে ছুটে চলেছে অতি দ্রুত]

ব্যবসায়ী। (তার দুই সঙ্গীর একজন পথ প্রদর্শক এবং একটি কুলি যে তার মালপত্র বইছে—উদ্দেশ্যে) অলস গাধা সব। তাড়াতাড়ি চলতে পারছো না। জলদি চলো। আর দু'দিনের মধ্যে আমাদের হাণ

স্টেশনে পৌঁছতেই হবে। (দর্শকের প্রতি) আমি একজন সওদাগর। আমি উরগায় যাচ্ছি—ব্যবসার কতকগুলো সুযোগ সুবিধের জন্য। ব্যবসাতে, আপনারা তো জানেন, সব সময়, সব জায়গায়—এমন কি, এই মরুভূমিতেও ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা। আমার প্রতিযোগিরাও খুব পেছিয়ে নেই—যে কোন মুহূর্তে ধরে ফেলবে আমায়। যে সবার আগে উরগাতে পৌছবে সেই দাঁওটা মারবে। অবিশ্যি যে উদ্যম নিয়ে আমি সব ঝামেলার মোকাবিলা করেছি, যে রকম নির্দয়ভাবে আমার লোকজনকে ছুটিয়েছি এবং আমার স্বাভাবিক তীক্ষ্ম চাতুরীর ফলে সাধারণত যতটা সময় লাগে তার অর্ধেক সময়েই এতটা পথ অতিক্রম করেছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমার প্রতিযোগিরাও ঠিক আমারই মত জোরকদমে এগোচ্ছে। (দূরবীন দিয়ে পিছন দিকে দ্যাখে) সর্ব্বনাশ। আবার কত কাছে এসে গ্যাছে! ওরা তো এক্ষুনি ধরে ফেলবে আমাদের! (গাইডের প্রতি) এই কুলিটাকে তুমি আরো জোরে হাঁকাচ্ছো না কেন? তোমাকে কাজে নিয়েছি ঐ লোকটাকে ঘোড়দৌড় করাবে বলে—মরুভূমিতে বেড়াতে আসার জন্যে গাঁটের কড়ি খরচা করে তোমাদের পোষা হচ্ছে? আন্দাজ আছে এই সফরে আমার কত খরচ হচ্ছে! তা থাকবে কেন—টাকাটা তো আর তোমাদের নয়! কিন্তু এই বলে দিচ্ছি—ভালো মানুষের মতো মুখটি করে যদি আমাকে ডোবাও তাহলে উরগার এম্‌প্লয়মেণ্ট অফিসে তোমার নামে আমি রিপোর্ট করবো।

গাইড। একটু জল্‌দি চলো।

ব্যবসায়ী। একটু জল্‌দি চলো! এইটা তোমার হুকুম করার ধরণ! জীবনে ভালো গাইড হতে পারবে না। আমারই গাধামি হয়েছে—একটু বেশী রেট দিয়ে গাইড নেওয়া উচিত ছিল। পয়সা খানিকটা খরচা

হোত ঠিকই কিন্তু জলদি জলদি আমার কাজটাও হাসিল হোত। আরে! তুমি ঐ লোকটাকে ঠ্যাঙাচ্ছো না কেন? এমনিতে মারধোর করা আমার মোটেই পছন্দ নয়। কিন্তু এখন যা হাল তাতে তো পিটুনিই একমাত্র পথ। সবার আগে না পৌছলে আমার সব কিছু বরবাদ হয়ে যাবে। এই কুলিটাকে যে তুমি নিয়েছ—এ নিশ্চয় তোমার ভাই। স্বীকার কর। কমসে কম তোমার আত্মীয় তো নিশ্চয়ই। নইলে ওকে ঠ্যাঙাচ্ছ না কেন? তোমাদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। ইচ্ছে করলে তোমরা ডালকুত্তার মতো নিষ্ঠুর, নৃসংস হতে পার। মার, মার ওকে, নইলে আমি তোমাকে এক্ষুণি বরখাস্ত করব। তারপর আদালতে এসো. তোমার পাওনা বুঝে নিতে। আঃ ওরা তো প্রায় ধরে ফেলল আমাদের!

কুলি। (গাইডকে) আমাকে মারো তুমি (তবে) পুরো তাকৎ দিয়ে মেরো না, কেন কি এখনই যদি পুরো দমে ছুটতে হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত আমি হাণ ষ্টেশনে পেঁাছতেই পারবো না।

(গাইড কুলিকে মারে)

[পেছন থেকে দ্বিতীয় সওদাগরের চিৎকার শোনা যায়।······ এই······এইটা কি উরগা যাওয়ার পথ? এই······আমরা দোস্ত, দুষ্মন না—এই······আমাদের জন্য অপেক্ষা কর।]

ব্যবসায়ী। (উত্তর দেয় না, এমন কি ফিরেও তাকায় না) জাহান্নামে যাও! আগে বাড়ো! তিনদিন আমার লোকেদের ঘোড়দৌড় করাব। প্রথম দুদিন খালি খিস্তি, তৃতীয় দিন ক্রমাগত আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতি। তারপর সে সব উরগা পেঁাছে দেখা যাবে। আমার প্রতিযোগীরা প্রায় ধরে ফেলেছে আমাকে। কিন্তু কাল সারারাত আমি ছুটবো। এবং তৃতীয় দিনে আমি হাণ স্টেশনে পৌছবো—অর্থাৎ আর সবার চেয়ে একদিন আগে—আগে বাড়ো!

(গান)

হা হা হা এগিয়ে আছি
হা হা হা এগিয়ে আছি
রাত্রি জেগে ছুটছি বেগে কেউ ফেলো না হাঁচি
আমায় নাকি টপকে যাবে পুঁচকে মশা মাছি
হা হা হা এগিয়ে আছি
দু'চক্ষে দেখতে পারি না কুঁড়ে লোকের মরণ
চালাও চাবুক সপাং সপ্ পালটে যাবে ধরণ
সে রকম গেলেই বাঁচি।
হা হা হা এগিয়ে আছি।

॥ বৃত্তান্ত—দুই ॥

জানা পথের শেষ

ব্যবসায়ী। এই হলো হাণ ষ্টেশন। ভগবানের দয়ায় পেঁাছে গেছি সববার চেয়ে একদিন আগে। আমার লোকেরা একেবারে হয়রান হয়ে গ্যাছে। চটেওছে খুব আমার ওপর, মনে মনে গজরাচ্ছে। জল্দি জল্দি কাজ হাসিল করার কোন উৎসাহ নেই তো। এই যে জোরে চলার একটা রেকর্ড করলুম ওদের কি এসে যায়। ফালতু ছোটলোক সব। তবে আমার মুখের ওপর কিছু বলার সাহস নেই, কেন না ভগবানের দয়ায় পুলিশ টুলিশ এখনও আছে যাতে আইন কানুন সব ঠিকঠাক থাকে।

[দু'জন পুলিশ প্রবেশ করে]

১ম পুলিশ। সব ঠিকঠাক আছে তো মালিক? রাস্তায় কোন গোলমাল

ছিল না তো? আপনার লোকেদের নামে নালিশ করার মত কিছু ঘটেনি তো?

ব্যবসায়ী। সব ঠিকঠাক। এ পর্যন্ত চারদিনের পথ তিনদিনে হাসিল করেছি। রাস্তা অতি জঘন্য। তবে আমি যা ধরি তার শেষ করে ছাড়ি। আচ্ছা, হাণ স্টেশনের পরে রাস্তা কি রকম?

২য় পুলিশ। সামনে আর লোকজন নেই। এবার পাবেন ধু ধু মরুভূমি—ইয়াহি।

ব্যবসায়ী। আচ্ছা, সঙ্গে কি একজন পুলিশ পাহারা পাওয়া যেতে পারে?

১ম পুলিশ। না মালিক, এখানেই শেষ পুলিশ ফাঁড়ি, আমরাই শেষ পুলিশ পেট্রল। এরপর আর লোকজন নেই তাই পুলিশও নেই।

।। বৃত্তান্ত তিন ।।

হাণ স্টেশনে গাইড ছাঁটাই

গাইড। হাণ স্টেশনের বাইরে ঐ পুলিশ দু'জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর থেকেই আমাদের সওদাগরের চাল চলন কেমন বদলে গ্যাছে—যেন একেবারে অন্য মানুষ। আমাদের সাথে কথা বলার ধরনটাই পাল্টে গ্যাছে, প্রায় বন্ধুর মতো। অবশ্য এই মিষ্টি ব্যবহার করে আমাদের আরো জোরে ছোটাতে চাইছে তাও তো নয়। তাহলে হঠাৎ একদিন ছুটি দিল কেন? ইয়াহি মরুভূমি শুরু হওয়ার আগে এই শেষ স্টেশন হাণ-এ আমাদের থামার কথা তো ছিল না। এদিকে কুলিটা এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—আমি ভেবেই পাচ্ছি না ওকে নিয়ে উরগা পর্যন্ত পৌছব কি করে? কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝে

উঠতে পারছি না, এই সওদাগরের হঠাৎ এত দোস্তী—কেমন খটকা লাগছে। নিশ্চয়ই আমাদের বিরুদ্ধে একটা কিছু প্যাঁচ কষছে। খালি পায়চারী করে যাচ্ছে আর কি একটা মতলব আঁটছে। ওর চিন্তা মানেই তো কারো না কারো সর্ব্বনাশ। মুসকিল হচ্ছে, ও যে মতলবই আঁটুক—আমাকে আর কুলিটাকে তার সঙ্গে তাল দিতেই হবে। আর যদি ওর কথা না শুনি তাহলে হয় আমাদের রোজের পয়সা কাটবে আর নয় তো মরুভূমির মাঝখানেই ছাঁটাই করে দেবে।

সওদাগর। [গাইড ও কুলির কাছে আসে] একটু তামাক চলবে নাকি? এই যে সিগারেটের কাগজ। আমি জানি বাবা তোমাদের মত লেকেরা একটা সুখ টানের জন্য আগুনে ঝাঁপ দিতে পারো। নেশাভাঙের জন্য তোমরা যে নরকে যেতেও রাজী তা আমি জানি। তবে কি না—আমার আছে, অনেক আছে। আমাদের তামাক যতটা আছে তা দিয়ে কমসে কম্ তিনবার উরগা ঘুরে আসা যায়।

গাইড। (তামাক নেয় এবং স্বগত) আমাদের তামাক।

সওদাগর। আচ্ছা দোস্ত, আমরা একটু বসলেও তো পারি। হ্যাঁ, তুমি বসছো না কেন? কি জানো এই রকম একসঙ্গে যেতে যেতেই তো একটা মানুষ আর একটা মানুষের কাছাকাছি আসে। দোস্তী হয়। তবে তোমার যদি একেবারেই ইচ্ছে না করে—তাহলে বরং দাঁড়িয়েই থাকো। আমি বলে দিলাম আর তুমি বসে পড়লে, তাই কি হয়? তোমাদের নিজেদেরও তো একটা চালচলন আছে। যেমন ধ'রো আমি, আমি সাধারণতঃ তোমার সঙ্গে বসি না; যেমন তুমি ঐ কুলিটার সঙ্গে বসবে না। আসলে গোটা দুনিয়াটাই তো এই ফারাকগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আমরা দুজনে একসঙ্গে

সিগারেট তো খেতে পারি? তাতে কিছু ক্ষতি আছে বলো? (হাসে) এই এই তোমার এই জিনিসটা আমার বড় ভাল লাগে—তামিজ—যাকে বলে একটা বেশ আত্মসম্মান বোধ। ঠিক আছে, সব কিছু বেঁধেছেদে গুছিয়ে নাও তাহলে। হ্যাঁ, জলের কথাটা ভুলো না। শুনেছি, এই মরুভূমিতে ঐ ছোট ছোট জলের গর্ত নাকি বেশী নেই। আর শোন; তোমাকে একটা ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া দরকার। তুমি কি লক্ষ্য করেছো যখন তুমি কুলিটাকে জোর কদমে ছোটাচ্ছিলে ও কেমন একটা অদ্ভুত করে তাকাচ্ছিল? ওর দৃষ্টিতে কি যেন একটা কিছু ছিল—আমি বলছি ব্যাপারটা মোটেই সুবিধার নয়। তোমায় কিন্তু সামনের কয়েকটা দিন ওকে আরো অনেক, অনেক জোরে ছোটাতে হবে—এখন আমাদের যতটা সম্ভব জলদি ছোটা দরকার। আর ঐ লোকটা তো একটা কুড়ের বাদশা। সামনে মরুভূমি দিয়ে যাব; লোকজন নেই, বলা যায় না ও হয় তো তাল বুঝে নিজের মূর্ত্তি ধরতে পারে। হ্যাঁ তুমি হচ্ছো আসল খাঁটি লোক। ওর থেকে অনেক ভাল লোক তুমি। তুমি ওর থেকে বেশী রোজগার কর, তোমাকে কিছু বইতেও হয় না। স্বাভাবিক কারণে ও তোমাকে অপছন্দ করবেই। তুমি বরং ওর থেকে একটু দূরে দূরেই থেকো। আজব লোক এসব। [সওদাগর চুপচাপ বসে থাকে। গাইড কুলিটির বাঁধাছাদা লক্ষ্য করে। তারপর গাইড বসে ধূমপান করে। কুলি তার কাজ শেষ হলে এসে বসে। গাইড তাকে তামাক এবং সিগারেটের কাগজ দেয়। এবং দুজনে কথাবার্তা শুরু করে]

কুলি। সওদাগর সব সময়েই বলে মাটি থেকে তেল বার করতে পারলে এখানে রেললাইন হবে, আর চারপাশে খুব উন্নতি হবে। সওদাগর

বলছে এখানে রেল বসবে। তাহলে আমার পেট চলবে কেমন করে?

গাইড। অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কালকেই আর কিছু রেললাইন বসবে না। আমি শুনেছি; যখন ওরা, তেলের খোঁজ পায়—তখনই সেই খবরটা ওরা চাপা দিয়ে দেয়। কোন জায়গায় তেল খুঁজে পাওয়া গেলে ওরা সেই গর্তটা চাপা দিয়ে দেয়—তারপর পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য ওরা বেশ কিছু টাকা আদায় করে নেয়। সেই ধান্ধাতেই আমাদের সওদাগর এত তাড়াহুড়া করে ওখানটায় পেঁছিতে চাইছে। ও তেলের খোঁজে যাচ্ছে না। তেলের সন্ধান পেয়ে খবরটা গোপন রেখে টাকা আদায়ের ধান্ধায় ছুটেছে।

কুলি। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না।

গাইড। কেউই কিছু বুঝতে পারে না এসব।

কুলি। মরুভূমিতে চলাটা আরো কঠিন। শেষ পর্যন্ত দম থাকলে বাঁচি।

গাইড। দেখো, তুমি ঠিক পারবে।

কুলি। আচ্ছা, এই পথে ডাকাত আছে?

গাইড। আসল সফর তো শুরু হচ্ছে আজ থেকে। এই প্রথম দিনটা খুব হুঁশিয়ার থাকা দরকার। স্টেশনের কাছটায় গুণ্ডা ছেনতাই সব ওৎ পেতে বসে থাকে।

কুলি। আর তারপর—সামনে?

গাইড। একবার মির নদীটা পেরিয়ে যেতে পারলে আর ভয় নেই। তারপর শুধু খেয়াল করে জলের গর্তগুলোর ধার ঘেঁষে ঘেঁষে এগোতে হবে।

কুলি। তুমি এসব পথ চেন?

গাইড। হ্যাঁ, চিনি।

[সওদাগর ওদের কথাবার্তা শুনতে পায়। পেছনে এসে দাঁড়ায় সব শোনার জন্য]

কুলি। আচ্ছা মির নদী পার হওয়া কি খুব শক্ত ?

গাইড। বছরের এই সময়টায় সাধারণতঃ খুব একটা শক্ত কিছু নয়। তবে বান এলে ভয়ঙ্কর স্রোত হয় নদীটাতে। তখন পার হওয়া খুব ঝুঁকির কাজ।

সওদাগর। আচ্ছা, ও কুলিটার সঙ্গে খুব প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে। আড্ডা জমাতে পারে, সিগারেটও খেতে পারে।

কুলি। আচ্ছা, নদীতে বান এলে কি করো তুমি ?

গাইড। কখনো কখনো হয়তো নিরাপদে পার হওয়ার জন্য পুরো এক হপ্তা বসে থাকতে হয়।

সওদাগর। আরে, লোকটা কুলিটাকে কোন ঝুঁকি না নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। এতো সাংঘাতিক লোক। দরদ উথলে উঠছে। ওর পরামর্শে চললে কুলিটাতো কোন নিয়ম কানুন মানবে না—একেবারে লাগামছাড়া হয়ে যাবে। বলা যায় না আরো সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারে—সত্যি কথা বলতে এই ধু ধু মরুভূমিতে আমি একা আর ওরা দুজন। আর একটা কথা জলের মত পরিস্কার—সামনে মরুভূমি। কোন লোকজন নেই, কাজেই কুলিটাকে ও কোন মতেই খাটাবে না, বাবা বাছা করে কাজ চালিয়ে যাবে। তার মানে আমার তাড়াতাড়ি যাওয়ার দফারফা। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি ওর তালটা কি। নাঃ এই লোকটাকে তো ছেঁটে ফেলতে হচ্ছে। [ওদের সঙ্গে যোগ দেয়] বাঁধাছাঁদাব ঠিকঠাক তদারক করতে বলেছিলুম তোমাকে। দেখি হুকুম মাফিক কাজ হয়েছে কি না। [একটা স্ট্র্যাপ ধরে প্রচণ্ড জোরে টানতে থাকে যতক্ষণ না সেটা

ছিঁড়ে যায়] এইটাকে বাঁধা বলে। একটা স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে যাওয়া মানে কমসে কম চব্বিশ ঘণ্টা বরবাদ। তোমার সেইটাই ভাল না? তুমি চাইছো যাতে আমাদের সফর আজ বন্ধ থাকে।

গাইড। সফর বন্ধ হোক আমি চাইব কেন? তাছাড়া জোর করে টানা হ্যাঁচড়া না করলে স্ট্র্যাপটা ছিঁড়তো না।

সওদাগর। সাহস তো কম নয় তোমার। মুখে মুখে তর্ক করছো স্ট্র্যাপটা ছিঁড়েছে কি ছেঁড়েনি। কি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে বলোতো স্ট্র্যাপটা ছেঁড়েনি। আর তো তোমার উপর ভরসা করতে পারবো না। তোমার সঙ্গে নরম ব্যবহার করা মহা ভুল হয়েছে। ভাল ব্যবহার দিয়ে তোমার মতো লোকের কাছ থেকে কাজ পাওয়া যায় না। তাছাড়া যে গাইড কুলিকে নিজের বশে রাখতে পারে না, তাকে দিয়ে কাজ আদায় করতে পারে না, তাকে দিয়ে তো আমার কাজ চলবে না। সত্যি কথা বলতে কি তোমার গাইড হবার কোন এলেমই নেই—তোমাকে দিয়ে বড়জোর কুলির কাজ হতে পারে। আর তাছাড়া আমি নিশ্চিত তুমি এই লোকটার মাথায় নানান সব কুবুদ্ধি ঢোকাচ্ছ।

গাইড। কি করে নিশ্চিত হলেন আপনি?

সওদাগর। কারণ জানতে চাও—তুমি আমার কাছ থেকে কারণ জানতে চাও? ঠিক আছে—তোমাকে আমি বরখাস্ত করলুম।

গাইড। সেকি! মাঝপথে এভাবে আমায় বরখাস্ত করতে পারেন না আপনি।

সওদাগর। উরগায় এমপ্লয়মেণ্ট অফিসে যদি তোমার নামে রিপোর্ট না করি তো সেই তোমার বাপের ভাগ্যি জেনো। এই যে এই তোমার আজকের দিন পর্যন্ত মজুরী। [সরাইওলাকে ডাকে, সে আসে] তুমি সাক্ষী; লোকটার পাওনা মজুরী সব মিটিয়ে দিলাম। [গাইডকে]

আর তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ভাল চাও তো উরগার ধারে কাছে ঘেঁষো না। [গাইডকে আপাদ মস্তক লক্ষ্য করে] জীবনে কোনদিন উন্নতি করতে পারবে না তুমি। [সরাইওলার সঙ্গে পাশের ঘরে যায়] আমি এক্ষুনি রওনা হচ্ছি। আমার যদি কোন কিছু ঘটে, তুমি সাক্ষী দেবে। আমি আজ এই লোকটার সঙ্গে রওনা হয়েছিলাম। [কুলিটাকে দেখায়, সরাইওয়ালা নানা ভাবভঙ্গিতে বোঝায় যে সে কিছুই বোঝেনি,] [হতভম্ব] এতো কিছুই বুঝলো না। তার মানে আমি কোথায় যাচ্ছি, সেটা বলার মতো একটা প্রমাণও রইল না। [বসে একটা চিঠি লেখে]

গাইড। [কুলিকে] তোমার সঙ্গে বসে কথা বলাটা আমার ভুল হয়ে গ্যাছে। খুব হুঁশিয়ার। বহুৎ হারামজাদা লোক ওটা। [ওকে নিজের জলের বোতলটা দেয়] এই বোতলটা বাড়তি রইল। লুকিয়ে ফ্যালো—আর আমি নিশ্চিত তুমি পথ হারাবেই—তাহলে সওদাগর নিশ্চয়ই তোমার নিজের বোতলটা কেড়ে নেবে। এবার তোমাকে পথটা বুঝিয়ে বলে দিই।

কুলি। না থাক। তোমার সঙ্গে কথা বলছি দেখলে গোলমালে পড়ে যাব। আমাকে যদি তাড়িয়ে দেয় তাহলে না খেয়ে মরতে হবে। বিনা মজুরীতে বরখাস্ত করলেও আমার কিছুই করার নেই। কুলিদের তো আর তোমাদের মত ইউনিয়ন নেই। কাজেই ওর মর্জিমাফিক আমাকে চলতেই হবে।

সওদাগর। [সরাইওলাকে] কাল কিছু লোক এখানে এসে পেঁছিবে তারাও উরগা যাচ্ছে। তাদেরকে এই চিঠিটা দিয়ে দিও। আমি শুধু এই কুলিটাকে নিয়ে রওনা হচ্ছি।

সরাইওলা। [ঘাড় নেড়ে চিঠিটা নেয়] কিন্তু ওতো গাইড নয়, ঠিক-ঠাক রাস্তা চিনে নিয়ে যেতে পারবে তো?

সওদাগর। [স্বগত] আচ্ছা, লোকটা তাহলে সবই বোঝে। একটু আগে ভান করছিলো যেন কিছুই বুঝছে না। মহা সেয়ানা লোক তো। আসলে এরকম একটা ব্যাপারের সাক্ষী থাকতে চায় না। [সরাইওলাকে রূঢ়ভাবে] উরগা যাওয়ার পথটা আমার কুলিকে ঠিকঠাক বুঝিয়ে দাও। [সরাইওয়ালা বাইরে গিয়ে কুলিটাকে উরগার পথ বুঝিয়ে দিতে থাকে, কুলিটা খুব উৎসুকভাবে বারবার মাথা নাড়তে থাকে] আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমাকে লড়তে হবে। [পিস্তল বার করে, সাফ করতে করতে গান গায়]

গান

শক্ত মানুষ লড়ে
আর দুবলা মানুষ মরে
কোথাও কি আর ঝর্না থেকে পেট্রোলিয়ম ঝরে।
মাটি কেন বুক ফাটিয়ে সোনালী তেল দেবে
কুলি বেটা কেন আমার বোঝা ঘাড়ে নেবে
তেল চাইলেই লড়াই
এই মাটির সাথে কুলির সাথে
সবার সাথে লড়াই
এই লড়াই এর নিয়মটা তাই জলের মত সরল
শক্ত মানুষ টিঁকে থাকে দুবলা তোলে পটল।

[যাবার জন্য প্রস্তুত। অপর উঠোনে যায়]

পথের হদিস বুঝে নিয়েছো ?

কুলি। হ্যাঁ মালিক।

সওদাগর। চলো আমরা তাহলে রওনা হই। [সওদাগর এবং কুলি বেরিয়ে যায়। সরাইওলা এবং গাইড সেইদিকে তাকিয়ে থাকে]

গাইড। বুঝতে পারছি না আমার দোস্ত সত্যি সত্যি উরগা যাওয়ার পথ ঠিক বুঝে নিয়েছে কিনা। এতো তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলল তাই খটকা লাগছে।

—বৃত্তান্ত চার—

বিপজ্জনক এলাকায় কথাবার্তা

কুলি। (গান) যাচ্ছি আমি উরগা শহরে
যাচ্ছি আমি উরগা শহরে
পথে যদি ডাকাত পড়ে
মরুভূমির ধুলোঝড়ে দুচোখ ঢেকে যায়
তবু যাব আমি উরগা শহরে

সওদাগর। কুলিটা কেমন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ—চারপাশে ডাকাতের ভয়, ষ্টেশনের ধারে কাছে যত চোর জোচ্চর ছেনতাইয়ের ভীড়—আর ও নিশ্চিন্তে গান গাইছে। [কুলিকে] শুরু থেকেই ঐ গাইডটাকে আমার গোল-মেলে লাগছিলো। এই অসভ্য ব্যবহার করছে, পরের মুহূর্তে খয়ের খাঁর মতো হেঁহেঁহেঁহেঁ-করছে। এই সব লোকের কোন মেরুদণ্ড নেই। কোন আত্মসম্মান বোধ নেই।

কুলি। হ্যাঁ মালিক। [গান গাইতে থাকে]
উরগা গেলে মাইনে পাব
মাইনে পেলে খাবার খাব, খাব পেট ভরে
যাব আমি উরগা শহরে
সারাটা পথ কষ্ট, শরীর হল নষ্ট
আরো কত দূর—
সেই উরগাপুর।

সওদাগর। আচ্ছা দোস্ত, তুমি এত মেজাজে গান গাইছ কি করে? চারপাশে ডাকাত—ভয় করছে না তোমার? হুঁ, আসলে ভাবছো তোমার আর কি ক্ষতি—যদি কিছু লুটপাট হয় সে তো আমার যাবে।

কুলি। [গান গাইতে থাকে]

যত খুশী হোক দূর
সেই খানেতে রোদ্দুর সোনার ছুটি ভরা
মাইনে পাব মাইনে পাব উরগা গেলে ত্বরা
আর পাব বৌ তোমাকে
ছোট্ট খোকন সোনাকে
যাচ্ছি গো তাই উরগা শহরে।

সওদাগর। [বাধা দিয়ে] এই! তোমার ঐ গান-ফান্ আমার ভাল্ লাগছে না। গান গাওয়ার কি হয়েছে। গান গাওয়ার মতো তো কিছু হয় নি। তা ছাড়া তোমার এই চিৎকার, এতো উরগা পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছে। এ যেন ডাকাতদের নোটিশ দেওয়া—ওগো আমরা এইখানে আছি, দয়া করে আমাদের একটু লুটপাট করে যাও। কাল গান করো—প্রাণের খুশীতে যত ইচ্ছে গান গেয়ো কাল।

কুলি। ঠিক আছে মালিক।

সওদাগর। [সামনে আসে] আমার সব জিনিষপত্র…ওর জিম্মাদারিতে —কাজেই এটা দ্যাখা ওর কর্তব্য যাতে আমার কোন লোকসান না হয়। কিন্তু ও কিছুই করবে না। এই সব লোক অত্যন্ত নীচ। ও কখনো কোনো কথা বলে না। কি মতলব আঁটছে ও? হাসছে কেন। হাসবার কোন কারণ ঘটেনি। কিন্তু ও হাসছে। কিসের জন্য হাসছে? তা ছাড়া রাস্তা ঠিকঠাক জানা আছে ওর—ওরই তো আগে আগে যাওয়া উচিৎ—তা হলে আমাকে আগে যেতে দিচ্ছে কেন? কোথায়

কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ও আমাকে? [ঘুরে তাকায়, দ্যাখে কুলিটা এক টুকরো কাপড় দিয়ে পায়ের দাগ সব মুছে ফেলছে] এ্যাই, তুমি কি করছো, এ সব ?

কুলি। আমাদের পায়ের দাগ গুলো মুছে ফেলছি, মালিক।

সওদাগর। কেন, কেন করছো এসব ?

কুলি। ডাকাতরা যাতে হদিশ না পায় সেইজন্য, মালিক।

সওদাগর। ওহ্। ডাকাতদের জন্য। কিন্তু আমি চাই পরের লোকজনেরা জানুক তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ। কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছো আমাকে? তুমি আগে আগে চলো। [নিস্তব্ধে চলতে থাকে] হ্যাঁ, বালির ওপর পায়ের দাগ গুলো বড় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমাদের পায়ের ছাপগুলো মুছে ফেলাই বোধহয় বুদ্ধির কাজ হোত।

বৃত্তান্ত পাঁচ

উত্তাল নদীর পাড়

কুলি। এই মির নদী মালিক। বছরের এই সময় নদীটা পার হওয়া এমনিতে খুব শক্ত না। কিন্তু বন্যা হলে নদীর জল খুব গভীর হয়ে যায় আর স্রোতও ভয়ংকর বেড়ে যায়। তখন পার হওয়া মানে জানের ভয়। এখন তো নদীতে বন্যা এসেছে মালিক।

সওদাগর। আমাদের পার হতেই হবে।

কুলি। জানের ঝুঁকি না নিয়ে পার হতে গেলে কখনো কখনো হপ্তাভর অপেক্ষা করতে হয়। এখন পার হওয়া খুব বিপদ মালিক।

সওদাগর। সে কেমন বিপদ দেখা যাবে। আমি একদিনও অপেক্ষা করতে পারবো না।

কুলি। তাহলে তো কোথায় জল কম খুঁজে বার করতে হবে আর নয় তো নৌকার তালাশ করতে হবে।

সওদাগর। সে সব করতে অনেক সময় লেগে যাবে।

কুলি। কিন্তু আমি তো ভালো সাঁতার জানি না মালিক।

সওদাগর। এখানে জল খুব গভীর নয়।

কুলি। (একটা লাঠি ডুবিয়ে মাপে) আমার ডুবজলের চেয়ে অনেক বেশী মালিক।

সওদাগর। জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার। একবার জলে ঝাঁপ দিলে সাঁতার ঠিক কাটতে পারবে। কেন না তখন না সাঁতরে উপায় নেই। আসলে সমস্ত জিনিষটা তোমার খুব ভালো করে বোঝা দরকার। অথচ সেইটাই তুমি বুঝতে পারছ না। আমাদের উরগা যাওয়ার উদ্দেশ্যটা কি? মাথা মোটা, এটা কিছুতে মগজে ঢুকছে না যে মাটি খুঁড়ে তেল বার করা মানে হচ্ছে সমস্ত মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করা। যখন আমরা তেল বার করবো তখন কি হবে? তখন এই গোটা অঞ্চল জুড়ে রেল বসবে। চারপাশে সমৃদ্ধি হবে, উন্নয়ন হবে, মানুষের কল্যাণ হবে। তখন রুটি পাওয়া যাবে···কাপড় পাওয়া যাবে···সব কিছু সব কিছু মানুষের হাতের মুঠোয় এসে যাবে। এই কাজ করবে কে? আমরা—আমরা করবো। বুঝতে পারছো তা হলে আমাদের এই সফরের ওপর কত কিছু নির্ভর করছে। সত্যি কথা বলতে কি সারা দেশ—সারাটা দেশ যেন এখন একদৃষ্টে একটা ছোট্ট মানুষের দিকে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর তুমি—তুমি তোমার সেই পবিত্র কর্তব্য ভুলে যাচ্ছো?

কুলি। [এই বক্তৃতার সময় সর্বক্ষণ সশ্রদ্ধ ভাবে ঘাড় নাড়ে] আমি ভালো সাঁতার জানি না, মালিক।

সওদাগর। কিন্তু আমিও তো প্রাণের ঝুঁকি নিচ্ছি। [কুলি সসম্ভ্রমে মাথা নাড়ে] আমি তোমাদের মতি-গতি মোটেই বুঝতে পারি না। সব সময় নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা ভেবে ভেবে এমন অন্ধ হয়ে গ্যাছো যে বুঝতেই পারছো না আমাদের উরগা পৌঁছনো এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছানো কত কত জরুরী। তোমার সব সময় ধান্ধা কত দেরী করে পৌঁছনো যায়, কেন না তাহলে রোজ-এর হিসেবে যত দেরী হবে, তত বেশী পয়সা পাবে। আসল কথা হল এই সফর ঠিকমতো ঠিক সময়ে শেষ হলো কি না সে দিকে তো হুঁশ নেই, তোমার নজর খালি পয়সা রোজগারের দিকে।

কুলি। [নদীর পাড়ে ইতস্ততঃ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, গান করে]

এই যে একটা নদী

এর পদে পদে অনেক বিপদ পার হতে চাও যদি

নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে ঐ যে দুটি লোক

একজনা চায় সাঁতার দিতে, অন্যে করে শোক

বল কে সাহসী

একজনা তো জল পেরোলেই পাবে নতুন ডাঙা

হাত-পা মুছে খানা-পিনায় করবে শরীর চাঙা

আরেক জনার পায়ের নীচে শূন্য করে ধু-ধু

এক বিপদের পরে নতুন বিপদ জোটে শুধু

বল বীর কে বটে

নদীর সাথে লড়ে দু'জন কাঁধ মিলিয়ে কাঁধে

তাই বলে কি হবে জয়ী দুইজনা এক সাথে

ছি ছি তা হয় না

এ পারেতে আমি তুমি, আমরা দুটি ভাই

ও পারেতে আমি হবো ভাঙা কুলোর ছাই

বলো কেমন মজা।

কমসে কম আমাকে এক বেলা বিশ্রাম নিতে দিন মালিক। এত ভারি মালপত্র বয়ে বয়ে হয়রাণ হয়ে গেছি তো—একটু জিরিয়ে নিতে পারলে আমি ঠিক পার হয়ে যাব।

সওদাগর। আমি আর একটা ভালো কায়দা জানি। এই পিস্তলটা আমি তোমার পিঠে ঠেকিয়ে রাখবো। এবার বাজি রাখো—দ্যাখো ঠিক পার হয়ে যাবে। [পিস্তল দিয়ে সামনের দিকে কুলিকে ঠেলতে থাকে] আমার অনেক টাকা আছে, তাই আমার ডাকাতের ভয় আছে, আর তাই নদীর বানের কথা আমার মনে থাকে না।

সওদাগর। গান

শক্ত মানুষ লড়ে আর দুবলা মানুষ মরে
কোথাও কি আর ঝর্ণা থেকে
পেট্রোলিয়ম ঝরে।
মাটি কেন বুক ফাটিয়ে সোনালী তেল দেবে
(আর) কুলি বেটা কেন আমার বোঝা ঘাড়ে নেবে
তেল চাইলেই লড়াই
মাটির সাথে কুলির সাথে সবার সাথে লড়াই
এই লড়াই-এর নিয়মটা ভাই
জলের মতো সরল
শক্ত মানুষ বেঁচে থাকে
দুবলা তোলে পটল।

বৃত্তান্ত ছয়

রাতের বিশ্রাম

(সময় সন্ধ্যা, কুলির একটি হাত ভেঙ্গেছে, সেই অবস্থায় সে তাবু খাটানোর আয়োজনে ব্যস্ত)

সওদাগর। আরে তোমাকে বললাম না ওসব থাক। নদী পার হতে গিয়ে একটা হাত ভেঙে বসে আছ। আজকে আর তাবু খাটানোর দরকার নেই।

(কুলি নীরবে নিজের কাজ করে যেতে থাকে)

তোমায় টেনে না তুললে নির্ঘাত আজ জলে ডুবে মরতে। তোমার এই দুর্ঘটনার জন্য আমি মোটেই দায়ী নই। ঐ গাছের গুঁড়িটা তোমার বদলে আমাকেও তো জখম করে দিতে পারত। তবু একথা মানতেই হবে আমার সঙ্গে যেতে যেতেই তোমার এই এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। এখন আমার হাতে নগদ টাকা বিশেষ নেই। উরগায় আমার ব্যাংক এ্যাকাউণ্ট আছে, ওখানে পেঁছে আমি তোমায় কিছু টাকা দেব।

কুলি। ঠিক আছে মালিক।

সওদাগর। লোকটার জবাব দেওয়ার ধরণ দ্যাখো। প্রত্যেকবার আমার দিকে তাকাচ্ছে যেন এই দুর্ঘটনার জন্য আমি দায়ী। এই কুলিগুলোর অত্যন্ত নীচু মন—সাংঘাতিক লোক। (কুলিকে) তুমি এখন শুয়ে পড়তে পার। (সরে যায় এবং খানিকটা দূরে গিয়ে বসে) এই যে হাতটা ভাঙল, ওর আর কি ক্ষতি হ'ল। সর্ব্বনাশ হ'লো তো আমার। এই সব হারামজাদাগুলো—শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে কখনো মাথাই ঘামায় না—সুস্থ থাকলেই কি আর হাত পা ভাঙলেই বা কি। ওদের নীচু নজরে বড় করে ভাবতেই পারে না—সব সময় কেবল এক চিন্তা। আজকের খাওয়াটা

জুটেছে—এবার পরের খাওয়াটা ঠিকঠাক জুটবে তো? মন বলে কোন বস্তু নেই। কাজেই নিজের ভালো মন্দর ব্যাপারেও কোন হুঁশ নেই। কোন কিছু নষ্ট হলে আমরা ফেলে দিই। ওরা নিজেরাই নষ্ট তাই সব কিছুর হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। বাঁচতে গেলে লড়তে হয়—আর লড়াই করতে গেলে তাকৎ এর দরকার—থক থাকা দরকার।

[গান]

মুরোদ যদি থাকে লড়াই করে যাও নইলে
লাল বাতি জ্বালো। সেটাই ভালো খুব ভালো।
শক্ত মানুষের সহায় বহু লোক দুর্বলের কেউ না লো
সেটাই ভালো খুব ভালো।
চাকর ব্যাটা কাজ করতে চাইছে না? পেছনে
টেনে লাথি মারো
সেটাই ভালো হবে আরো
মরলে মরে যাক, হবে না খেতে দিতে
একাই খাও পোয়াবারো
সেটাই ভালো হবে আরো।
বিশ্ব বিধাতার পরম করুণায় কেউ বা প্রভু কেউ দাস
আহা কি ভালো অভিলাষ
সুখীরা সুখে থাক দুঃখী-দুঃখেই
অন্ধ পাবে নাগো আলো
আহা কি ভালো, খুব ভালো।

(কুলি ওর কাছে আসে। সওদাগর ওকে দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে যায়)

সওদাগর। ওকি সব শুনে ফেলেছে। দাঁড়াও। সোবো না। কি, কি চাও তুমি?

কুলি। আপনার তাঁবু টাঙানো হয়ে গেছে, মালিক।

সওদাগর। ও রকম চুপি চুপি অন্ধকারে ঘুর ঘুর কোরো না তো। মোটে পছন্দ নয় আমার। কেউ যখন আমার কাছে আসে—আমি আগে থেকে জানতে চাই সে আসছে—আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে চাই। আর আমি যখন কারো সঙ্গে কথা বলি আমি চাই সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। যাও, শুয়ে পড়ো, আমার ব্যাপারে ভাবতে হবে না।

[কুলি ফিরে যেতে থাকে]

দাঁড়াও। তুমি তাঁবুতে শোও গিয়ে। আমি এখানেই বসে থাকব। বাইরের এই খোলা মেলাই আমার ভালো।

(কুলি তাঁবুর মধ্যে ঢোকে)

সওদাগর। আমার গানের কতটা শুনেছে জানতে পারলে বড় ভালো হতো। [বিরতি] কি করছে এখন লোকটা? খুটুর খুটুর করে কি যেন একটা করে যাচ্ছে এখনো।

(কুলিটি সযত্নে নিজের শোবার একটা ব্যবস্থা করতে থাকে)

কুলি। মালিক খেয়াল না করলে বাঁচি। এক হাতে তো ঘাসও ঠিকমত কাটতে পারছি না।

সওদাগর। নাঃ এ সময়ে হুশিয়ার না থাকাটা খুব বোকামি হবে। কাউকে বিশ্বাস করার মত বুদ্ধু আমি নই। এই লোকটার হাত ভেঙ্গেছে আমার জন্যে। হয়তো সারা জীবনের মত নুলো হয়ে যাবে। মওকা পেলে আমাকে ও ঝাড় দেবেই। তাতে অন্যায়ও কিছু নেই। আর ঘুমের মধ্যে জোয়ান লোক আর দুর্ব্বল লোকের মধ্যে কোন ফারাকই থাকে না। এই মানুষের এক দুর্ব্বলতা—ঘুম। তাঁবুর মধ্যে বসে

সময় কাটিয়ে দেওয়াটাই বুদ্ধির কাজ হবে। এই খোলা জায়গায় রাত কাটালে অসুখে পড়ে যাবো। সে তো আর এক বিপদ। তবে মানুষের চেয়ে বড় বিপদ আর কিসে? আমার অ্যাতো টাকা—আর আমারই খিদ্‌মদগারি করছে একটা লোক মাত্র কয়েকটা টাকার জন্য। অথচ পরিশ্রম আমার সমানই করতে হচ্ছে। লোকটা যখন ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল তখন আমার কাছ থেকে মার খেয়েছে। গাইডটা ওর সঙ্গে বসে কথা বলছিল। তাই আমি তাকে ছাঁটাই করে দিয়েছি। যখন সম্ভবত ডাকাতদেরই কথা ভেবে বালির ওপর আমাদের পায়ের দাগ গুলো মুছে দিচ্ছিল আমি ওকে অবিশ্বাস করেছি। নদীর পাড়ে যখন ও ভয় পেয়েছিল আমি পিস্তলের নল ওর পিঠে গুঁজে জোর করে ওকে জলে নামিয়েছি। এই রকম একটা লোকের সংগে এক তাঁবুতে ঘুমোবো কি করে আমি? সুযোগ পেলেও ও শোধ নেবার চেষ্টা করবে না? এ কখনো বিশ্বাস করা যায়! যদি কোনো মতে জানতে পারতুম লোকটা ওখানে বসে বসে কি মতলব আঁটছে! [কুলি শান্ত নিশ্চিন্ত ভাবে শুয়ে পড়েছে দেখা যায়] নাঃ ঐ তাঁবুর মধ্যে থাকার মতো গাধা আমি নই!

বৃত্তান্ত সাত

জলের ভাগ

সওদাগর। তুমি থামলে কেন?

কুলি। সামনে আর রাস্তা নেই মালিক।

সওদাগর। হুঁম।

কুলি। যদি আমায় মারেন মেহেরবানি করে এই জখম হাতটায় মারবেন না মালিক। আমি রাস্তা চিনি না।

সওদাগর। কিন্তু হান্ ষ্টেশনের সেই লোকটা তোমাকে তো রাস্তা বুঝিয়ে দিয়েছিলো।

কুলি। হ্যাঁ, মালিক।

সওদাগর। কিন্তু আসলে তুমি বোঝনি ?

কুলি। না, মালিক।

সওদাগর। আমি যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম বুঝেছো কি না তুমি বলেছিলে বুঝেছো।

কুলি। হ্যাঁ, মালিক।

সওদাগর। কিন্তু আসলে তুমি বোঝনি ?

কুলি। না, মালিক।

সওদাগর। তবে হ্যাঁ বলেছিলে কেন ?

কুলি। ভয়ে মালিক। বুঝিনি বললে আপনি তাড়িয়ে দেবেন সেই ভয়ে। আমি শুধু জানি জলের গর্তগুলো বরাবর এগোতে হবে।

সওদাগর। তবে জলের গর্তের নিশানা ধরেই চলো।

কুলি। কিন্তু জলের গর্তগুলো কোথায় আমি জানি না মালিক।

সওদাগর। চলতে থাকো। আমাকে বুদ্ধু বানানোর চেষ্টা কোরো না— আমি জানি তুমি এ পথ দিয়ে অনেকবার গিয়েছ।

[দু'জনে এগোতে থাকে]

কুলি। মালিক, পেছনের দলটা আসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গেলে ঠিক হতো না ?

সওদাগর। না। [ওরা চলতে থাকে]

সওদাগর। কি ভেবেছো তুমি ? কোন দিকে যাচ্ছো ? এটা তো উত্তরের পথ। ঐ ঐ পাশে পুব দিক। [কুলি পুর্ব দিকে যায়] দাঁড়াও। তালটা কি তোমার ! [কুলি থামে কিন্তু সওদাগরের দিকে তাকায় না] এ্যাই। আমার দিকে তাকাচ্ছো না কেন ?

কুলি। আমি ভেবেছিলাম এইটাই পূর্বদিক।

সওদাগর। হারামীর বাচ্চা! দাঁড়া। পূব পশ্চিম কি করে বার করতে হয় আমি দেখাচ্ছি তোকে। [মারে] এবার হুঁস হয়েছে কোনটা পূব দিক?

কুলি। [আর্ত চিৎকার করে] এ হাতে নয় মালিক।

সওদাগর। কোনটা পূব দিক?

কুলি। ঐ দিকে।

সওদাগর। জলের গর্তগুলো কোন দিকে?

কুলি। ঐ দিকে।

সওদাগর। [রাগে উদভ্রান্ত হয়ে যায়] ঐ দিকে? তুই তো যাচ্ছিলি ঐ উল্টো দিকে।

কুলি। না, মালিক।

সওদাগর। ও, তুই ঐ দিকে যাচ্ছিলি না? এবার বল্ ঐ দিকে যাচ্ছিলি কি না। [মারে]

কুলি। হ্যাঁ মালিক।

সওদাগর। জলের গর্তগুলো কোন দিকে? [কুলি নিশ্চুপ, সওদাগর আপাতশান্ত] কিন্তু একটু আগে তুই বলেছিলি জলের গর্তগুলো তুই জানিস। জানিস কোথায় ওগুলো? [কুলি নীরব, সওদাগর ওকে মারে] বল জানিস কি না?

কুলি। হ্যাঁ।

সওদাগর। [মারে] বল জানিস কি না?

কুলি। না।

সওদাগর। তোর জলের বোতলটা আমায় দে। [কুলি তাই করে] তুই আমাকে ভুল পথে নিয়ে এসেছিস। এখন যদি বলি এই সব জল

আমার, সেটা কি অন্যায় হবে? হবে না তো। কিন্তু আমি তা বলবো না। আমি তোর সঙ্গে এই জল ভাগ করে খাবো। নে, এক ঢোক জল খেয়ে নে। তারপর আমরা আবার এগোতে শুরু করবো। [স্বগতঃ] মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো আমার। এ রকম একটা অবস্থায় ওকে মারধোর করাটা ঠিক হয় নি।

[ওরা এগোতে থাকে]

সওদাগর। এ পথে তো আমরা আগেও এসেছি। ঐ দ্যাখো আমাদের পায়ের চিহ্ন।

কুলি। আমরা যদি আগে এখানে এসে থাকি, তা হলে তো ঠিক রাস্তা থেকে খুব একটা দূরে যাই নি।

সওদাগর। তাঁবু লাগাও। আমাদের জল শেষ। আমার বোতলে আর এক ফোঁটাও বাকি নেই। [সওদাগর বসে পড়ে। ততক্ষণে কুলি তাঁবু খাটাতে থাকে। সওদাগর নিজের বোতল থেকে চুপি চুপি খানিকটা খায়, স্বগতঃ] আমার কাছে এখনও খানিকটা জল আছে ওকে জানতে দেওয়া ঠিক হবে না। ও যদি কোন মতে টের পায়—আর ওর খুলির নীচে যদি একটুও বুদ্ধি থাকে তাহলে ও আমাকে নির্ঘাৎ খুন করে ফেলবে। আমার ধারে কাছে এলেই ওকে আমি গুলি করবো। [পিস্তল বার করে কোলের ওপর রাখে] ওঃ যদি জলের শেষ গর্তটার কাছে পৌঁছতে পারতাম! মনে হচ্ছে আমার গলায় যেন কেউ একটা ফাঁস আটকে রেখে দিয়েছে। ওঃ জল না খেয়ে একটা মানুষ কতক্ষণ লড়তে পারে—কতক্ষণ!

কুলি। হান স্টেশনে গাইড আমাকে যে জলের পাত্রটা দিয়েছিলো সেটা ওর হাতে দিয়ে দেওয়াই ভালো। কেন কি যদি কেউ আমাদের খুঁজে

পায় আর দ্যাখে আমি বেঁচে আছি অথচ ও আধমরা তাহলে ওরা আমাকে নির্ঘাৎ হাজতে পুরবে।

[ও জলের পাত্রটি বের করে সওদাগরের কাছে যায়। সওদাগর হঠাৎ লক্ষ্য করে কুলি ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ও আন্দাজ করতে পারে না কুলি ওকে লুকিয়ে জল খেতে দেখেছে কি না। কুলিটি অবশ্য ওকে জল খেতে দ্যাখেনি। কুলি নীরবে দুহাত বাড়িয়ে জলের পাত্রটি এগিয়ে ধরে। সওদাগব ভুলক্রমে ভাবে ওটি একটা বড় পাথর। ও ভাবে কুলিটি রেগে গিয়েছে এবং ঐ পাথর দিয়ে ওকে মারবে ঠিক করেছে। ও প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে ওঠে]

সওদাগর। পাথরটা ফেলে দাও।

[কুলিটি এ কথার মানে না বুঝে হাত বাড়িয়েই থাকে বোতল-সহ। সওদাগর তাই ওকে গুলি করে মেরে ফ্যালে]

আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম। জানোয়ার এই তোমার উচিৎ সাজা।

বৃত্তান্ত আট

আদালতের গান

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা

কোর্ট কাছারি জজেরা

যে মরেছে তার দোষ

কেউ কোরোনা আফশোষ

হাকিম সাহেব দিচ্ছে রায়
ছুরির ফলা ঝকমকায়
ছুরিতেই তো ধার ছিল
তবু পরেছ পরচুলো ?
শকুন উড়ছে আকাশে
খিদেয় দু চোখ ফ্যাঁকাশে
আয়রে শকুন কাছে
অনেক খাবার আছে
আদালতের ভাগাড়ে
খেয়ে যা এক নাগাড়ে
লুটের মালের নোতুন নাম
লাভের কড়ি—রাধেশ্যাম।

গাইড। [বিধবাটিকে] যে লোকটি খুন হয়েছে তুমি তো তারই স্ত্রী? আমি একজন গাইড, তোমার স্বামীকে আমিই ঠিকেয় লাগিয়েছিলাম। শুনেছি তুমি নাকি সওদাগরের শাস্তির জন্য দাবী জানিয়েছো, আর নিজের জন্য ক্ষতিপূরণ চেয়েছো। শুনেই আমি তাড়ঘাড় ছুটে এসেছি। আমার কাছে প্রমাণ আছে তোমার স্বামীর কোন দোষ ছিল না। অকারণে ঐ সওদাগর ওকে খুন করেছে। প্রমাণ আমার পকেটেই রয়েছে।

সরাইওয়ালা। [গাইডকে] শুনছি তোমার পকেটের মধ্যে নাকি জলজ্যান্ত প্রমাণ রয়েছে। তোমাকে একটা পরামর্শ দিই, ওটা পকেটের ভেতরেই থাক।

গাইড। তুমি কি চাইছো এই কুলির বৌটা খালি হাতে ফিরে যাক ?

সরাইওয়ালা। তুমি কি চাইছো তোমার নামের পাশে ওরা কালো ছাপ মেরে দিক।

গাইড। তোমার পরামর্শ আমার মনে থাকবে।

[আদালত বসে। অভিযুক্ত সওদাগর, অভিযাত্রী দলের লোকজন এবং সরাইওয়ালা নিজের নিজের স্থান গ্রহণ করে]

বিচারক। আদালত চালু হলো। মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নীকে তার জবানী পেশ করার অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে।

বিধবা। আমার স্বামী ইয়াহি মরুভূমির ভেতর দিয়ে এক ভদ্রলোকের মালপত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। সফর শেষ হওয়ার একটু আগে এই ভদ্রলোক তাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। আমি জানি আদালত তাঁকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তবুও আমি চাই আদালত আমার স্বামীর হত্যাকারীকে শাস্তি দিক।

বিচারক। তুমি তো ক্ষতিপূরণও দাবী করেছো?

বিধবা। হ্যাঁ, কারণ আমাকে আমার বাচ্চাকে খাওয়ানো পরানোর কেউ নেই।

বিচারক। এই দাবীর কথা শুনে আদালত খুশী হয়েছে। আদালত মনে করে টাকা পয়সার কথা ভাবা খুবই মানবিক। [দ্বিতীয় অভিযাত্রী দলকে] অভিযুক্ত সওদাগরের দলের ঠিক পেছনে পেছনে আর একটি দল উরগার দিকে যাচ্ছিল। প্রথম দলটির বরখাস্ত গাইড পরে এই দ্বিতীয় দলটিতে যোগ দেয়। দুর্ঘটনায় সফর বানচাল হয়ে যাবার পরে প্রথম দলটিকে উরগা যাবার সঠিক পথ থেকে আধ মাইলটাক পাশে আপনারা দেখতে পান। ঘটনার জায়গায় পৌঁছে আপনারা কি দেখতে পেলেন?

দ্বিতীয় দল প্রধান। এই সওদাগরের বোতলে সামান্য জল বাকি ছিল আর ওর কুলি বালির উপরে মরে পড়েছিলো।

বিচারক। [সওদাগরকে] আপনি কি এই লোকটিকে গুলি করেছিলেন ?

সওদাগর। হ্যাঁ, ও আমাকে হঠাৎ আক্রমণ করে।

বিচারক। কিভাবে আপনাকে হঠাৎ আক্রমণ করে ?

সওদাগর। ও আমাকে পেছন দিক থেকে একটা পাথর দিয়ে মারতে যাচ্ছিলো।

বিচারক। ওর আক্রমণের পেছনে উদ্দেশ্য কি ছিল—আপনি কিছু বলতে পারেন ?

সওদাগর। না।

বিচারক। আপনি কি আপনার ঐ কুলিটিকে খুব জোরে ছুটিয়েছিলেন ?

সওদাগর। না।

বিচারক। আচ্ছা, ঐ ছাঁটাই গাইড যে সফরের প্রথম পাল্লায় আপনার সঙ্গে ছিল সে কি এখানে হাজির আছে ?

গাইড। হাজির।

বিচারক। তুমি যা জানো তাই বলো।

গাইড। আমি যতদূর জানি এই সওদাগর খুব তাড়াতাড়ি উরগায় পৌঁছতে চাইছিলো যাতে করে তেলের খবরটা চাপা দিয়ে কিছু মুনাফা আদায় করা যায়।

বিচারক। [দ্বিতীয় দল প্রধানকে] আপনাদের কি কোন সময়ে মনে হয়েছিলো যে আপনাদের আগের দলটি খুব তাড়ঘাড় ছুটছে ?

দ্বিতীয় দল প্রধান। না খুব একটা তাড়ঘাড় ওদের ছিল না। ওরা একটা পুরো দিনের পথ আমাদের থেকে এগিয়ে ছিলো। সেই ফারাকটা কখনো কমেনি।

বিচারক। তাহলে তো আপনার লোকজনকে আপনি বেশ জোরেই তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন ?

সওদাগর। আমি কাউকে তাড়িয়ে নিয়ে যাইনি। ওটা তো আমার গাইডের কাজ।

বিচারক। [গাইডকে] কুলিটিকে খুব জোরে ছোটানোর জন্য এই আসামী তোমাকে কখনো সরাসরি হুকুম করে নি ?

গাইড। আমি কখনোই কুলিটিকে খুব বেশী জোরে ছোটাইনি। বরং তার উল্টোটাই ঘটে থাকতে পারে।

বিচারক। তোমাকে বরখাস্ত করা হয়েছিলো কেন ?

গাইড। সওদাগরের ধারণা হয়েছিলো আমি কুলিটির সঙ্গে একটু বেশী দোস্তি করেছি।

বিচারক। এবং সওদাগরের সেটা খুব পছন্দ ছিল না ? তোমার কি কখনো মনে হয়েছে যে এই কুলিটি—যার সঙ্গে তোমার দোস্তি হওয়ার কথা নয়—সে বেয়াদপি করছে ? হুকুম তামিল করছে না ?

গাইড। না, ও সব কিছুই মুখ বুজে বরদাস্ত করেছে কারণ ওর বরখাস্ত হওয়ার ভয় ছিল। ওদের তো কোন ইউনিয়ন নেই। একথা ওই আমাকে বলেছিলো।

বিচারক। তার মানে কুলিটিকে অনেক কিছুই বরদাস্ত করতে হয়েছে ? আমার কথার জবাব দাও। আর শোনো, জবাব বানানোর জন্য ভাবার সময় নিও না। যা সত্যি তা শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়বেই।

গাইড। আমি ঐ দলের সঙ্গে স্রেফ হান স্টেশন পর্যন্ত ছিলাম।

সরাইওয়ালা। [স্বগতোক্তি] হ্যাঁ তাই তো, তাই তো।

বিচারক। [সওদাগরকে] হান ষ্টেশনের পরে এমন কিছু কি ঘটেছিলো যার থেকে ঐ কুলিটির আক্রমণের কোন একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ?

সওদাগর। না, আমার দিক থেকে কোন কিছু ঘটেনি।

বিচারক। শুনুন। বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনি যতটা নির্দোষ

তার থেকে বেশী নির্দোষ সাজবার চেষ্টা করছেন কেন? তাতে আপনার কোন লাভ হবে না। কুলিটিকে যদি আপনি সব সময় মখমলের গালিচার ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকেন তা হলে আপনার ওপর ওর ক্রোধ ঘৃণা আক্রোশের ব্যাখ্যাটা কি? এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছেন না! এটা যদি প্রমাণ করতে চান যে আপনি আত্মরক্ষার খাতিরে গুলি চালিয়েছেন তা হলে আপনাকে এটাও প্রমাণ করতে হবে যে কুলিটির আপনার প্রতি তীব্র আক্রোশের কোন কারণ ঘটেছিলো। মাথাটা একটু খাটান!

সওদাগর। না, সেটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। আমি ওকে একবার মেরেছিলাম।

বিচারক। আহ-হা! আপনি মনে করেন ঐ একবার মার খাওয়ার জন্যই কুলিটির মনে এ্যাতো আক্রোশ জন্মাতে পারে?

সওদাগর। না, আরও কিছু ঘটেছিলো। যখন কুলিটা নদী পার হতে ভয় পাচ্ছিলো, আমি তখন ওর পিঠে পিস্তলের নলটা ঠেকিয়ে জোর করে জলে নামিয়ে ছিলাম। আর ঐ নদী পার হতে গিয়েই ওর একটা হাত জখম হয়ে যায়। এর জন্যও আমিই দায়ী।

বিচারক। [মৃদু হেসে] অন্ততঃ কুলিটির পক্ষে তাই মনে হওয়াটা স্বাভাবিক।

সওদাগর। [একই ভাবে মৃদু হেসে] তা তো বটেই। সত্যি কথা বলতে কি আমি ওকে জল থেকে টেনে তুলেছিলাম।

বিচারক। এই তো কেমন পরিষ্কার হয়ে গেলো। ঐ গাইড বরখাস্ত হওয়ার পরে আপনি এমন সব ব্যবহার করেছেন যাতে কুলিটি স্বাভাবিক ভাবেই আপনার ওপর প্রচণ্ড ক্ষেপে ওঠে। আর এর আগে? [গাইডকে বেশ দৃঢ় ভাবে] তুমি স্বীকার করো এই সওদাগরের ওপর কুলিটির খুব আক্রোশ ছিল। একটু মাথা ঘামালেই তো সব জলের মতো সরল হয়ে

যাচ্ছে। এতো খুব সহজ কথা। একটা লোককে নাম মাত্র মজুরীতে খাটানো হয়েছে। জানোয়ারের মতো ব্যবহার করে তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, অন্য একটা লোকের মুনাফার জন্য তাকে শারীরিক ক্ষতি পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়েছে। সেই লোকের আক্রোশ তো হবেই—না হয়ে পারে না।

গাইড। আমি ওর মধ্যে কোন আক্রোশ দেখিনি।

বিচারক। এবার আমরা হান ষ্টেশনের সরাইওয়ালার বয়ান শুনবো। ওর সাক্ষ্য থেকে হয়তো সওদাগরের সঙ্গে তার লোকজনের কি ধরণের সম্পর্ক ছিল সে ব্যাপারে কিছু একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। [সরাইওয়ালাকে] সওদাগর তার লোকজনদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছিলেন ?

সরাইওয়ালা। ভালো। ভালো।

বিচারক। তুমি যদি চাও আমি আদালত ফাঁকা করে দিতে পারি। তোমার যদি মনে হয় এখানে সত্যি কথা বললে তোমার ব্যবসার ক্ষতি হবে—

সরাইওয়ালা। না, এই মামলায় তার দরকার নেই।

বিচারক। যা মর্জি তোমার।

সরাইওয়ালা। সওদাগর ঐ গাইডকে সিগারেট খেতে দিয়েছিলেন। কোন দরাদরি না করে ওর পুরো পাওনা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। কুলির সঙ্গেও বেশ ভালো ব্যবহার করেছিলেন।

বিচারক। এই পথটায় শেষ পুলিশ ফাঁড়ি তো তোমার ঐ হান ষ্টেশনের গায়ে।

সরাইওয়ালা। হ্যাঁ তারপরেই শুরু ইয়াহির ধু ধু মরুভূমি।

বিচারক। আচ্ছা, আচ্ছা। তা হলে তো পরিস্থিতির চাপে কুলিটির সঙ্গে সওদাগরের বন্ধুত্ব হয়েছিল। যাকে বলা যায় সাময়িক কূটনৈতিক মৈত্রী—

যাকে বলে স্বল্প মেয়াদী প্রয়োজন ভিত্তিক বন্ধুত্ব। যুদ্ধের সময়ও এই রকমটাই হয়। সৈন্যদল যত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগোতে থাকে, অফিসাররাও জওয়ানদের সঙ্গে তত মিষ্টি ব্যবহার করতে শুরু করে। এই ধরণের বন্ধুত্বের এক কানাকড়িও দাম নেই।

সওদাগর। আর একটা কথা। পথ চলতে চলতে ও সব সময় গান গাইত। কিন্তু, যেই আমি পিস্তলের ভয় দেখিয়ে ওকে নদী পার হতে বাধ্য করলাম, তারপর থেকে আর এক মুহূর্তের জন্য ওকে গান গাইতে শুনিনি।

বিচারক। মোট কথা: রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে ও একেবারে তিক্ত হয়ে গিয়েছিল। এতো একেবারে জলের মতো পরিষ্কার। আমার আবার যুদ্ধের কথাই মনে পড়ছে। সাধারণ সৈন্যরা অফিসারদের বলতো: ' আপনারা লড়ছেন আপনাদের লড়াই, আর আমরা লড়ছি আপনাদের লড়াই। স্বাভাবিক। ঐ কুলিটিও খুব স্বাভাবিক কারণেই সওদাগরকে বলতে পারতো: আপনি যাচ্ছেন আপনার ব্যবসার খাতিরে, আমি যাচ্ছি আপনার ব্যবসার খাতিরে।

সওদাগর। আর একটা ঘটনাও আমাকে স্বীকার করতে হবে। যখন আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম তখন প্রথম জলের বোতলটা আমরা ভাগ করে নিই। কিন্তু দ্বিতীয় বোতলের জল আমি একা একাই খেয়েছিলাম।

বিচারক। ও কি আপনাকে জল খেতে দেখেছিল?

সওদাগর। পাথর হাতে নিয়ে যখন ও আমার দিকে এগোচ্ছিল তখন বোধহয় দেখেছিল। আমি জানতুম ও আমাকে ঘৃণা করে; নির্জন মরুভূমি শুরু হওয়ার পর থেকেই দিনরাত আমি হুঁশিয়ার থাকতুম। প্রথম মওকাতেই ও আমাকে আক্রমণ করবে এইটা ধরে নেওয়া ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। আমি ওকে খুন না করলে ওই আমায় শেষ করে ফেলত।

বিধবা। আমি একটা কথা বলতে চাই। ও সওদাগরকে আক্রমণ করতে পারে না। ও কোনদিন কারো গায়ে হাত তোলেনি।

গাইড। দাঁড়াও। ও যে নির্দোষ ছিল তার প্রমাণ আমার কাছে, আমার এই ব্যাগে।

বিচারক। যে পাথরটা দিয়ে কুলিটি আক্রমণের চেষ্টা করেছিল সেটা কি তুমি পেয়েছো?

গাইড। হ্যাঁ। [গাইড বোতলটি দেখায়]

দ্বিতীয় দল প্রধান। এই লোকটি [গাইডকে দেখিয়ে] মৃত কুলিটির হাত থেকে ওটা নিয়ে নিয়েছিল।

বিচারক। এই কি সেই পাথরটা? আপনি এটা চিনতে পারছেন?

সওদাগর। হ্যাঁ, এইটাই সেই পাথর।

গাইড। এইবার দেখুন পাথরের ভেতর কি আছে। [ওটা থেকে জল ঢালে]

প্রথম সহযোগী বিচারক। এ তো পাথর নয়, এটা তো একটা জলের বোতল! ও আপনাকে জল দিতে চাইছিল!

দ্বিতীয় সহযোগী বিচারক। তা হ'লে তো দেখা যাচ্ছে সওদাগরকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্য লোকটার ছিল না।

গাইড। [কুলির বিধবা স্ত্রীর হাত দুটি চেপে ধরে] দেখলে! আমি প্রমাণ করে দিয়েছি—ও নির্দোষ ছিল। আমি প্রমাণ করতে পেরেছি। প্রায় কখনোই তো এ সব প্রমাণ করা যায় না, জানো, ঐ শেষ স্টেশন হান থেকে রওনা হবার আগে আমিই এই বোতলটা ওকে দিয়েছিলাম, এই সরাইওয়ালা দেখেছে—এই বোতলটা আমার।

সরাইওয়ালা। গাধা! এরও দফা রফা হ'ল এবার।

বিচারক। এ কখনো সত্যি হতে পারে না। [সওদাগরকে] দেখে শুনে মনে হচ্ছে ও তো আপনাকে জল দিতে চাইছিলো।

সওদাগর। কিন্তু আমি কি করে বুঝবো ওটা একটা জলের বোতল? ঐ লোকটার আমাকে জল দেবার কোন যুক্তি ছিল না। ওতো আমার বন্ধু নয়।

গাইড। কিন্তু ও সওদাগরকে জল দিচ্ছিলো।

বিচারক। কিন্তু ও সওদাগরকে জল দিল কেন? কেন?

গাইড। নিশ্চয়ই ভেবেছিলো সওদাগরের তেষ্টা পেয়েছে। [বিচারকরা পরস্পরের মধ্যে বিজ্ঞের হাস্য বিনিময় করে] সম্ভবত ওর মনে মায়া দয়া ছিল সেই জন্য। [বিচারকেরা আবার মৃদু হাসে] সম্ভবতঃ ও বোকা তাই। কেন না আমার ধারণা ওর সওদাগরের ওপর কোন আক্রোশই ছিল না।

সওদাগর। তা হলে ধরে নিতে হবে খুবই বোকা। আমার জন্য লোকটার শারীরিক ক্ষতি হয়েছিল সম্ভবতঃ সারা জন্মের মতো। ওর একটা হাত! আমার ওপর শোধ তুলতে চাওয়ার হাজারটা কারণ ছিল ওর।

গাইড। নিশ্চয়ই কারণ ছিল।

সওদাগর। ও যাচ্ছিলো সামান্য কটা টাকার জন্য অথচ আমার কাছে তখন দেদার টাকা। এ দিকে পথের কষ্ট কিন্তু ছিল দুজনেরই সমান।

গাইড। এ সব কথা বোঝে তাহলে লোকটা!

সওদাগর। ক্লান্তিতে যখন লোকটা ধুঁকছে তখন ওকে আমি মেরেছি।

গাইড। সেটা করা ঠিক হয়নি বলছেন?

সওদাগর। আমার ধারণা ছিল কুলিটার ঘটে নিশ্চয়ই একটু আধটু বুদ্ধি আছে। আর তাই আমি ধরে নিয়েছিলাম সুযোগ পেলে পয়লা মওকাতেই ও আমাকে মেরে শেষ করে ফেলবে।

বিচারক। আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনি সঠিক ভাবেই আন্দাজ করেছিলেন যে কুলিটির আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আপনি একটি

লোককে হত্যা করেছেন যে সম্ভবতঃ নির্দোষ। কিন্তু, মুস্কিল হচ্ছে সে যে নির্দোষ সেইটা বোঝবার কোন উপায়ই আপনার ছিল না। আমাদের পুলিশদেরও মাঝে মধ্যে এ রকম হয়। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটীদের ওপর ওরা হঠাৎ গুলি চালিয়ে দেয়, কারণ, ওরা কল্পনাই করতে পারে না যে কতগুলো লোক এক জায়গায় জড়ো হয়েছে এবং তাদের পুলিশকে পেটানোর কোন অভিসন্ধি নেই। পুলিশেরা আসলে গুলি চালায় একটা ভয় থেকে। আর এই ভয় পাওয়াটা নিঃসন্দেহে মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন এই কুলিটি যে আর পাঁচটা কুলির থেকে ব্যতিক্রম সেটা বোঝার কোন রাস্তাই আপনার ছিল না।

সওদাগর। যেভাবে সব কিছু চলে, যেটা চলতি নিয়ম তাই দেখেই তো হিসেব কষতে হয়, ব্যতিক্রমের হিসেবে তো কাজ করা যায় না।

বিচারক। এ্যাই, এইটাই প্রশ্ন: যে সর্বক্ষণ অত্যাচার করে চলেছে তাকে জল দেবার কোন কারণ কি কুলিটির থাকতে পারে?

গাইড। কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকতে পারে না।

[গান]

বিচারক।

ঢিল ছুঁড়লেই পাটকেল খাবে
সবাই জানে তাই
(কেবল) বোকা ভাবে বদলে যাবে
হয়তো নিয়মটাই
দুশমন দেবে তেষ্টার জল
এমন ভালবাসা
বুদ্ধিমানে কস্মিনকালেও
করে নাকো আশা।

[আদালতকে] আমরা এবার সমস্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসবো।

[আদালত উঠে চলে যায়]

গাইড। [গান]

ব্যবস্থাটা এমন মজার
বানিয়েছেন তেনারা
মনুষ্যত্ব বোধ এখানে
নিতান্ত খাপছাড়া
ভালো কাজের চেষ্টা মিছে
মরতে হবে ঠকে
গায়ে পড়ে ভাব দেখাস কেরে—
ভয় কচ্ছে তোকে
সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিলেই
সন্দেহটা বাড়ে
তেষ্টায় কার ফাটছে ছাতি
চেয়েও দেখিস নারে
নিজের কথা যে ভোলে, তার
কপাল পোড়া হায়
জল দেয় সে পরের মুখে
বাঘ ভালুকে খায়।

দ্বিতীয় দল প্রধান। তুমি তো আর কোন দিন কাজ পাবে না—ভয় করছে না তোমার ?

গাইড। সত্যি কথা বলা ছাড়া আমার উপায় ছিল না।

দ্বিতীয় দল প্রধান। [মুচকি হেসে] ওঃ। যদি তোমার উপায় না থেকে থাকে……

[আদালত ফিরে আসে]

বিচারক। [সওদাগরকে] আদালত আপনার কাছ থেকে একটা কথার জবাব চায়। এই কুলিটিকে মেরে ফেলে আপনার কি কোন দিক থেকে কোন লাভ হয়েছে বা লাভ হবার সম্ভাবনা ছিল?

সওদাগর। একেবারেই না। উরগাতে আমার যা কাজ সে ব্যাপারে ওর সাহায্য আমার খুব দরকার ছিল। ওই আমার ম্যাপ, চার্ট, সব বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সব মালপত্র তো আমার পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

বিচারক। তার মানে উরগাতে আপনার ব্যবসার কাজটা করা গেল না?

সওদাগর। মোটেই না। আমার ভয়ংকর দেরী হয়ে গেল, আমি তো একেবারে পথে বসেছি।

বিচারক। এবার আমি আমার রায় দেব। একথা প্রমাণ হয়েছে যে ঐ কুলিটি প্রভুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় তার হাতে কোন পাথর ছিল না, ছিল একটি জলের বোতল। কিন্তু এ কথা মেনে নিলেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়ঃ ঐ বোতল থেকে প্রভুকে জল দেবার পরিবর্তে ওটা দিয়ে প্রভুকে আক্রমণ করাটাই কি কুলির পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না? এই কুলিটি যে শ্রেণীর তারা সব সময় মনে করে যে তারা শোষিত এবং খুব সঙ্গত কারণেই তারা একথা মনে করে। জলের অন্যায় অসম ভাগ বাটোয়ারার ফলে আর পাঁচটা কুলির মত এই কুলিটিরও ক্ষেপে ওঠা স্বাভাবিক এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও তার পক্ষে স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, এই শ্রেণীর লোকেরা সব কিছুকেই একটা দিক থেকেই বিচার করে, বাস্তবের গভীরে যে সত্য আছে তাকে কখনো দেখতে পায় না,—এর ফলে তারা মনে করে শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা তাদের

একটা পরম নৈতিক দায়। অপর দিকে এই সওদাগর অন্য এক শ্রেণীর লোক। কুলিটির থেকে তার শ্রেণী চরিত্র আলাদা। কাজেই কুলিটি সুযোগ পেলেই তাকে খতম করার চেষ্টা করবে এটা ভেবে নেওয়াটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। যে কুলিটিকে সে সর্বক্ষণ অত্যাচার করেছে সেই-ই তার দিকে বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দেবে এ কথা সে ভাবতেই পারেনি, কাজেই কুলিটির একটি বন্ধুত্বপূর্ণ কাজকে সে সন্দেহ করেছে, সহজ সাধারণ বুদ্ধি থেকে সে ভেবেছে যে তার প্রাণের আশংকা আছে। ঘটনাস্থলটি ছিল জনমানব শূন্য, তার ফলে এই ভয় আরো তীব্র হয়েছে। তার ওপর ঘটনাস্থলের ধারে কাছে পুলিশ ছিল না, আদালত ছিল না, আইনের কল্যাণময় ভূমিকাটিও ছিল অনুপস্থিত। এই যে আইন-আদালত-পুলিশ কিছুই নেই, এর সুযোগ নিয়ে ঐ কুলিটি তার ন্যায্য পাওনা জলের অংশটুকু জোর করে আদায় করবার চেষ্টা করবে এটা ভাবাও ঐ সওদাগরের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কাজে কাজেই সত্যিই তার প্রাণের আশংকা ছিল কি ছিল না—এই তর্কের মধ্যে না গিয়েও আমরা বলতে পারি যে অভিযুক্ত যা করেছে তা আইনসিদ্ধ, আত্মরক্ষার খাতিরেই করেছে। সমস্ত ঘটনার পরিস্থিতি বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিপন্ন বোধ করার যথেষ্ট কারণ সওদাগরের ছিল। সুতরাং আদালত মনে করে অভিযুক্ত নির্দোষ, মৃত ব্যক্তির বিধবার মামলা খারিজ করে দেওয়া হ'ল।

[সবাই মিলে]

নাটক তো ফুরোলো নটে গাছটি মুড়োলো
চোখের ওপর দেখতে পেলেন কীসের থেকে কী হ'ল।
একটা কথা বলি শেষে বিচার কোরে নিন

রোজ যা ঘটে সত্যি হবে তাই কি চিরদিন?
চিরকেলে নিয়ম দেখে রা সরে না মুখে
নিয়ম তো নয়, মিথ্যে কোরে সুযোগ নিচ্ছে লোকে
মিথ্যে বলে চেনেন যদি, একটা কিছু করুন
আপনারা সব মেয়ে পুরুষ বৃদ্ধ এবং তরুণ
একটা কিছু করুন
সবাই একটা কিছু করুন।

—সমাপ্ত—